কুব্জিকাতন্ত্রম্

(মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

শ্রীজ্যোতির্লাল দাস
সম্পাদিত

নবভারত পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা-৯

কুব্জিকাতন্ত্রম্

কুব্জিকাতন্ত্রম্

(মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

শ্রীজ্যোতির্লাল দাস
সম্পাদিত

নবভারত পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৯

নবভারত প্রথম সংস্করণ

বৈশাখী পূর্ণিমা, ১৩৮৫

প্রকাশক : রণজিৎ সাহা, নবভারত পাবলিশার্স : ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯
মুদ্রাকর : আর, সাহা, প্যারট প্রেস : ৭৬।২ বিধান সরণী, (ব্লক কে ওয়ান) কলিকাতা-৬

বিষ্ণুর্ব্বরিষ্ঠো দেবানাং হ্রদানামুদধির্যথা।
নদীনাঞ্চ যথা গঙ্গা পর্ব্বতানাং হিমালয়ঃ॥
অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং রাজ্ঞামিন্দ্রো যথা বরঃ।
দেবীনাঞ্চ যথা দুর্গা বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা।
তথা সমস্তশাস্ত্রাণাং তন্ত্রশাস্ত্রমনুত্তমম্॥

—মৎস্যসূক্তে

যদ্‌গৃহে নিবসেত্তন্ত্রং তত্র লক্ষ্মীঃ স্থিরায়তে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ সভায়াং রণমধ্যতঃ॥
নির্জ্জনে চ জলে ঘোরে শ্বাপদৈঃ পরিভূষিতে।
মাহাত্ম্যাত্তস্য দেবেশি চমৎকারী ভবেৎ প্রিয়ে॥

—বৃহন্নীলতন্ত্রে

অন্যান্যশাস্ত্রেষু বিনোদমাত্রং, ন তেষু কিঞ্চিদ্ভুবি দৃষ্টমস্তি।
চিকিৎসিতজ্যোতিষতন্ত্রবাদাঃ, পদে পদে প্রত্যয়মাবহন্তি॥

সূচীপত্র

কুব্জিকাতন্ত্রম্

প্রথমঃ পটলঃ

ওঁ গণেশায় নমঃ ॥ ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ—

দেবদেব মহাদেব পরমেশ পুরাতন ।
নন্দীশ সর্ব্বভূতেশ নিরঞ্জন পরাৎপর ॥ ১
কিং ত্বয়া জপ্যতে নাথ কিমর্থং বাপি তস্য চ ।
কেনোপায়েন দেবেশ[১] নিরঞ্জনপদং লভেৎ ॥ ২
সারাৎ সারতরং ব্রূহি যদি মে বিদ্যতে দয়া ।
সময়াচারণবিধিং[২] সাধনঞ্চ প্রকাশয় ॥ ৩
চৈতন্যং সর্ব্বভূতানাং শব্দব্রহ্মেতি যৎ পুনঃ ।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি সাধকানাং হিতায় চ ॥ ৪
যদি মে প্রাণনাথ স্যাৎ নিগূঢ়ার্থং প্রকাশয় ।
শপথং মে মহাদেব বৃহদ্‌যোনিং প্রকাশয় ॥ ৫

পার্ব্বতী কহিলেন—হে পরমেশ্বর! দেবদেব, মহাদেব! আপনিই সর্ব্বাপেক্ষা আদি ও পুরাতন। হে নন্দীশ, হে সর্ব্বভূতেশ্বর নিরঞ্জন! আপনি শ্রেষ্ঠতর হইতেও শ্রেষ্ঠতম। ১

হে নাথ! আপনি সর্ব্বদা কি জপ করেন এবং কেনই বা তাহা জপ করেন এবং কি উপায়ে শাশ্বত পদ লাভ করা যায়, তাহার চরম ও সারতত্ত্ব আমার নিকট বর্ণনা করুন। ২

যদি আমার প্রতি আপনার দয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ সকল বিষয়ের সময়াচার পদ্ধতিও বিশদভাবে আমার নিকট প্রকাশ করুন। ৩

যাহা সর্ব্বভূতের চৈতন্যরূপে বিদ্যমান এবং যাহা শব্দব্রহ্ম, তৎসমুদয় সাধকগণ দিগের হিতের নিমিত্ত আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ৪

যদি আপনি আমার প্রাণনাথ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই সকল

১। দেবেশি ইতি পাঠস্তু ভ্রমাত্মকঃ।

২। সময়াচারবিধানঞ্চ ইত্যপি পাঠঃ।

বাসনাসিদ্ধিরূপঞ্চ ভাবসিদ্ধিং চ যৎ পুনঃ ।
বেদানাং সারগম্যঞ্চ তৎসারং মে প্রকাশয় ॥ ৬

শ্রীসদাশিব উবাচ—

সাধু সাধু ত্বয়া দেবি যত্নুক্তং তৎ শৃণুষ্ব মে ।
সারাৎ সারতরং দেবি পরাদপি পরং পরম্ ॥ ৭
নিত্যানন্দাৎ পরানন্দং শব্দব্রহ্মস্বরূপকম্ ।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং, সত্যং সত্যং পুনঃ পুনঃ ॥ ৮
ন প্রকাশ্যং ন প্রকাশ্যং ন প্রকাশ্যং কদাচন ।
ইদং তু পরমং গুহ্যং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্ ॥ ৯
যজ্ জ্ঞাত্বা চ মহাদেবি যোগীশোঽস্মি সদাশিবঃ ।
জন্মান্তরসহস্রেণ কথিতুং নৈব শক্যতে ॥ ১০
তব স্নেহান্মহাদেবি কথয়িষ্যামি তচ্ছৃণু ।
গোপিতব্যং গোপিতব্যং গোপিতব্যং ত্বয়া পুনঃ ॥ ১১

বিষয়ের নিগূঢ়ার্থ আমার নিকট প্রকাশ করুন। হে মহাদেব! আমার শপথ, আপনি আমার নিকট বৃহদ্যোনিকে (পরমাশক্তি) প্রকাশ করুন। ৫

যে পরমাশক্তি বাসনাসিদ্ধিরূপা এবং ভাবসিদ্ধির বিষয়, যাহা বেদের সারগম্য, তাহার সারাংশ আমার নিকট প্রকাশ করুন। ৬

শ্রীসদাশিব কহিলেন—হে দেবি! তুমি যেসকল অতি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, তাহার উত্তর দিতেছি, শ্রবণ কর। হে দেবি! যাহা সার হইতেও সারতর এবং শ্রেষ্ঠতর হইতেও শ্রেষ্ঠতম সত্ত্বা, তাহা নিত্যানন্দ হইতেও শ্রেষ্ঠতর আনন্দ এবং শব্দব্রহ্মই তাহার স্বরূপ। ইহা শাশ্বত সত্য, পুনঃ পুনঃ সত্য এবং নিশ্চিত সত্য। ৭-৮

এই তথ্য কখনও কোন প্রকারে প্রকাশ করিবে না। ত্রিভুবনে এই তথ্য পরম গোপনীয় এবং দুর্লভ। ৯

হে মহাদেবি! এই তত্ত্বজ্ঞানের ফলেই আমি যোগীশ্বর সদাশিব। সহস্র জন্মান্তর কাল ব্যাপিয়া বর্ণনা করিলেও আমি এই তত্ত্ব নিঃশেষে বিবৃত করিতে সমর্থ হইব না। ১০

হে মহাদেবি! তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ এই সমস্ত তত্ত্ব আমি বিবৃত

ন প্রকাশ্যং মহাদেবি পশোরগ্রে কদাচন।
মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যোনিমুদ্রাং ন বেত্তি যঃ ॥ ১২
ন সিধ্যতি[১] বরারোহে কল্পকোটিশতৈরপি।
কথয়ামি মহামন্ত্রং মন্ত্রার্থং[২] ত্বং সুরেশ্বরি ॥ ১৩
যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ।
কেবলং ভাবশুদ্ধ্যা চ মন্ত্রার্থং প্রাণবল্লভে ॥ ১৪
কেবলং জ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ধ্রুবং নরঃ।
কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ॥ ১৫
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যাধূমাবতী প্রিয়ে।
বগলা চৈব মাতঙ্গী কমলা চ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১৬
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদ্যৈশ্চতুর্ব্বেদৈ র্নমস্কৃতা।
ভোগদা মোক্ষদা দেবী[৩] কোটি-ব্রহ্মাণ্ডগোপিতা ॥ ১৭

করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদা এই সমস্ত বিষয় গোপন রাখিবে। ১১

হে মহাদেবি! পশুর নিকট অর্থাৎ পশ্বাচারী* সাধকের নিকট কখনও প্রকাশ করিবে না। হে বরারোহে! যে ব্যক্তি মন্ত্রার্থ মন্ত্রচৈতন্য এবং যোনিমুদ্রা অবগত নহে, শতকোটি কল্পেও তাহার মন্ত্রসিদ্ধি লাভ হয় না। হে সুরেশ্বরি! আমি তোমাকে মহামন্ত্র এবং মন্ত্রার্থ বলিতেছি। ১২-১৩

এই মহামন্ত্র এবং মন্ত্রার্থের জ্ঞানলাভ মাত্রই সাধক সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করে। হে প্রাণবল্লভে! কেবলমাত্র ভাবশুদ্ধির নামই মন্ত্রার্থ। ১৪

এই বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিলে মানব নিশ্চয়ই জীবন্মুক্তি লাভ করে। কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা—ইহারা সকলেই মহাবিদ্যা (দশমহাবিদ্যা) নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। ১৫-১৬

১। সিধ্যতি। ২। কথয়ামি মহামন্ত্রং মন্ত্রস্যার্থানুসারতঃ ইত্যপি পাঠান্তরম্।
৩। দেবি।

* কুব্জিকাতন্ত্র—৭ম পটল দ্রষ্টব্য।
বেদোক্তেন যজেদ্দেবীং কামসংকল্পপূর্ব্বকম্।
স এব বৈদিকাচারঃ পশ্বাচারঃ স উচ্যতে। —আচারভেদতন্ত্রম্।
কামনা ও সঙ্কল্পপূর্ব্বক বেদোক্ত বিধানে দেবীপূজার নাম বৈদিকাচার। যাহার নাম বৈদিকাচার তাহাকেই পশ্বাচার কহে।

চতুর্ব্বর্গপ্রদা দেবী নির্ব্বাণ-পদদায়িনী।
দেব দেব প্রাণময়ী সর্ব্বদেব-স্বরূপিণী ॥ ১৮
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং ধ্যানগম্যা জগন্ময়ী।
সৃষ্টিস্থিতিকরী দেবী বিষ্ণুরূপা মহেশ্বরী ॥ ১৯
মণিমণ্ডপসংস্থা চ মহাকাল-নিবাসিনী।
অস্যাঃ শ্রবণমাত্রেণ জীবন্মুক্তশ্চ সাধকঃ ॥ ২০
কোণত্রয়সমুদ্ভূতাং কালীং সাধিতমুদ্যতা।
তৎ শ্রুত্বা পিতরঃ[১] সর্ব্বে নৃত্যন্তি হৃষ্টমানসাঃ ॥ ২১
নৃত্যন্তি কিন্নরাঃ সর্ব্বে গাথাং গায়ন্তি গায়কাঃ।
অতিগোপ্যাপি সা বিদ্যা কলৌ পূর্ণফলপ্রদা ॥ ২২

দশমহাবিদ্যারূপে প্রকীর্ত্তিতা পরমাশক্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কর্ত্তৃক এবং চতুর্ব্বেদে বন্দ্যনীয়া। সেই মহাদেবী ভোগ এবং মোক্ষদায়িনী এবং তন্মধ্যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছে। অর্থাৎ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হইলেও এবং তিনি তৎসমুদয় প্রকাশের কারণ হইলেও, তাঁহার অবস্থান ব্রহ্মাণ্ড মধ্যেও অতিশয় গুপ্ত। ১৭

তিনি (সেই পরমাশক্তি) চতুর্ব্বর্গ-প্রদায়িনী এবং নির্ব্বাণপদপ্রদায়িনী। তিনি দেবাদিদেবেরও প্রাণস্বরূপা এবং সর্ব্বদেবস্বরূপিণী। ১৮

সেই জগন্মাতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ধ্যানগম্যা অর্থাৎ ধ্যানযোগ ভিন্ন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও তাঁহাকে জানিতে সক্ষম নহেন। সৃষ্টি ও স্থিতিকারিণী-রূপে দেবী মহাশক্তি ব্রহ্মা ও বিষ্ণুশক্তিরূপা এবং প্রলয়াত্মিকারূপে তিনি মণিমণ্ডপমধ্যস্থ মহাকালের শক্তিরূপে বিরাজমানা। তাঁহার বিষয় শ্রবণমাত্রই সাধক জীবন্মুক্তি লাভ করে। ১৯-২০

কেহ কোণত্রয় সমুদ্ভূতা কালী (আদ্যাশক্তি) সাধনে উদ্যত হইয়াছে, ইহা শ্রবণ করিলে উৎফুল্লচিত্তে পিতৃগণ ও কিন্নরগণ নৃত্য করিতে থাকে এবং

১। পিতৃগণ—সাধকের পিতৃপুরুষগণ। যথা, পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধপ্রপিতামহ ইত্যাদি। বায়ু পুরাণ—৭১ অধ্যায়ে দেব পিতৃগণ সম্পর্কে নিম্নলিখিত বর্ণনা আছে।

শাংসপায়ন জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতৃগণ কে বা কাহারা? তাঁহারা কাহার সন্তান? কোথায় তাঁহারা বাস করেন এবং কোন পিতৃ-পরিচয়ে তাঁহারা পরিচিত? যে পিতৃগণ দেবতা-দিগেরও পিতৃস্থানীয়, তাহাদের উৎপত্তির বিষয় শুনিতে আমি অভিলাষী। কোন কোন শ্রাদ্ধে পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহের নামোল্লেখে পিণ্ডত্রয় প্রদানের প্রয়োজন এবং কোন্

পিতৃগণ স্বর্গলোকে এবং পিতৃগণমধ্যে কাহারা নরকে বাস করেন? পিতৃগণের উদ্দেশ্যে যেসকল পিণ্ড দান করা হয় তৎসমুদয় কি প্রকারে ঐসকল পিতৃগণসমীপে উপস্থিত হয় এবং নরকে অবস্থানকারী পিতৃগণই বা কি প্রকারে শ্রাদ্ধে প্রদত্ত পিণ্ডফল প্রাপ্ত হন? স্বর্গস্থিত দেবগণও তদীয় পিতৃগণের যজন করিয়া থাকেন, ইহা আমি শুনিয়াছি। আপনি এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমাকে বিস্তৃতরূপে প্রদান করুন॥"

ইহার উত্তরে সূত কহিতে লাগিলেন, "মন্বন্তরসমূহে পিতৃগণ জন্মলাভ করেন। পিতৃগণ দেবতা নহেন। অতীত এবং ভবিষ্যৎ কালভেদে পিতৃগণের জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্ব নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। পূর্ব্ববর্ত্তী মন্বন্তরে যেসকল পিতৃগণ অতীত হইয়াছেন এবং বর্ত্তমান মন্বন্তরে যেসকল পিতৃগণ জন্মলাভ করিয়াছেন তাহাদের বিবরণ প্রদান করিতেছি। মানবগণ শ্রদ্ধা-সহকারে ইহাদের উদ্দেশ্যে যাহা কিছু প্রদান করে তাহাই ইহাদিগের শ্রাদ্ধ। ভগবান ব্রহ্মা প্রথমতঃ যখন দেবতাদিগকে সৃজন করিয়াছেন তখন তিনি তাহাদিগকে দর্শন করিয়া কোন প্রকারে অভিনন্দিত করেন নাই। তজ্জন্য দেবগণ ব্রহ্মাকে উপেক্ষা করিয়া নিজেরাই ফলভোগ কামনায় অভিলাষানুযায়ী সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে ব্রহ্মা দেবগণকে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন—"তোমরা সকলে মূঢ় এবং নষ্ট হইবে এবং কোন বিষয়েই তোমাদের যথার্থ জ্ঞান থাকিবে না।" এই অভিশাপ শ্রবণ করিয়া দেবগণ অপরাধ ক্ষমার নিমিত্ত ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাহাদের প্রার্থনার উত্তরে ব্রহ্মা তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, "তোমাদিগকে তোমাদিগের কৃতপাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কারণ তোমরা ব্যভিচার করিয়াছ। তোমাদের সৃজিত পুত্র-গণকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারাই তোমাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত বিধান সম্বন্ধে উপদেশ দিবে এবং তাহাদ্বারাই তোমরা প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিবে।" তখন দেবগণ ব্রহ্মার উপদেশানুসারে তদীয় পুত্রগণকে প্রায়শ্চিত্ত বিধান জিজ্ঞাসা করায়, তাহারা দেবগণকে বলিল—"কায় [কর্ম্ম], মন ও বাক্য দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন করিতে হইবে।" পুত্রগণের এই উত্তরে দেবগণের জ্ঞানোদয় হওয়ায় তাহারা পুত্রগণকে বলিলেন, "যেহেতু তোমরা আমাদিগকে জ্ঞানপ্রদানে প্রবুদ্ধ করিয়াছ, তজ্জন্য তোমরা আমাদের পিতা।" তখন ব্রহ্মা দেবগণকে কহিলেন—"তোমাদের এই উক্তির অন্যথা বা ব্যতিক্রম হইবে না।" ব্রহ্মার এই উক্তির ফলে দেবগণের সৃষ্ট পুত্রগণ পিতৃত্ব লাভ করিল এবং পিতৃগণ [দেবগণ] পুত্রত্ব লাভ করিল। দেব-সৃষ্ট এই পুত্রগণই পিতৃগণ নামে পরিচিত। পিতৃগণই দেবতা এবং দেবগণই পিতৃগণ। ইঁহারা পরস্পরের পিতা। স্বর্গে সান্তানিক নামে এক দীপ্ত লোক বিদ্যমান। ঐ লোকে বৈরাজ নামে দেবতাদিগেরও আদি দেবতা বাস করেন। ভগবান ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রারম্ভে এই দেবতা-দিগকে যোগ ও তপস্যা বলে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইঁহারা আদিদেব নামে পরিচিত। ইঁহারা সংখ্যায় সাতজন এবং ইঁহারা ত্রিভুবনবাসী সুর, নর, দেবতা প্রভৃতি সকলের পূজ্য। ইহারা যোগবলে সোমকে বর্দ্ধিত করেন। এতদ্ব্যতীত বায়ুপুরাণ ৫৬ অধ্যায় এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৬১ অধ্যায়ে অন্যান্য পিতৃগণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে॥

শ্রুতিস্মৃতিবিধানেন পূজা কার্য্যা যুগত্রয়ে[১] ।
আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ ॥ ২৩
নহি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চান্যবিধানতঃ ।
কালিকা মোক্ষদা দেবি কলৌ শীঘ্রফলপ্রদা ॥ ২৪
গুরোর্মুখান্মহাবিদ্যাং গৃহ্ণীয়াৎ পাপনাশিনীম্ ।
ব্রহ্মাণী কুরুতে সৃষ্টিং ন তু ব্রহ্মা কদাচন ॥ ২৫
অতএব মহেশানি ব্রহ্মা প্রেতো ন সংশয়ঃ ।
পালনং বৈষ্ণবী দেবী ন তু বিষ্ণুঃ কদাচন ॥ ২৬
অতএব মহেশানি বিষ্ণুঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ ।
রুদ্রাণী কুরুতে গ্রাসং ন তু রুদ্রঃ কদাচন ॥ ২৭
অতএব মহেশানি রুদ্রঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ ।
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদ্যা জড়াশ্চৈব প্রকীর্ত্তিতা ॥ ২৮

গায়কগণ বিবিধ গাথা গান করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই কালীসাধনা অতিশয় গোপনীয় এবং কলিযুগে ইহা শীঘ্র ফলদায়ক হইয়া থাকে। ২১-২২

সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর এই যুগত্রয়ে শ্রুতি স্মৃতির বিধানানুসারে দেবতার পূজা করিবে। কিন্তু ধীমান্ ব্যক্তি কলিযুগে আগমোক্ত বিধানানুযায়ী দেবতার উপাসনা করিবে। ২৩

অন্য বিধানানুযায়ী পূজা করিলে কলিযুগে দেবতা প্রসন্ন হন না। মোক্ষদায়িনী কালিকাদেবীই কলিযুগে অতিশীঘ্র ফলদান করেন। ২৪

গুরুর নিকট হইতে এই পাপনাশিনী মহাবিদ্যা শিক্ষা করিবে। ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণীই সৃষ্টি করেন। শক্তিহীন একক ব্রহ্মা কখনও কিছুই সৃষ্টি করেন না। ২৫

হে মহেশানি! এই কারণে ব্রহ্মাকে নিঃসংশয়ে মৃত (শক্তিহীন) বলা যায়। বৈষ্ণবী দেবী অর্থাৎ বিষ্ণুর শক্তিই এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি পালন করেন। শক্তিহীন একক বিষ্ণু কখনও কিছুই প্রতিপালন করেন না। ২৬

হে মহেশানি! এই কারণে শক্তিহীন বিষ্ণুকেও নিঃসংশয়ে মৃত (কর্ম্ম-শক্তিহীন) বলা চলে। রুদ্রাণী অর্থাৎ রুদ্রের শক্তিই প্রলয়ে সৃষ্টি গ্রাস করেন, একক শক্তিহীন রুদ্র কখনও ইহার কিছুই করেন না। ২৭

১। জগৎ ত্রয়ে ইতি পাঠান্তরম্।

প্রকৃতিঞ্চ বিনা দেবি সর্ব্বকার্য্যাক্ষমী ধ্রুবম্ ।
ধর্ম্মাধর্ম্মাদিকং যস্মাৎ কুরুতে সাধকোত্তমঃ ॥ ২৯
তৎ সর্ব্বমনুগৃহ্ণাতি বামিকা চ ন সংশয়ঃ ।
সম্প্রদায়বিধানেন কর্ত্তব্যঞ্চ মহেশ্বরি ॥ ৩০
সম্প্রদায়বিহীনানাং ফলং ন স্যান্মহেশ্বরি ।
যা তু কৃষ্ণা সৈব কৃষ্ণস্তথা ব্রহ্ম[1] প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩১
অভেদং চিন্তয়েদ্ যস্তু মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা ।
বিভিন্নং চিন্তয়েদ্ যস্তু মূঢ়বুদ্ধিঃ স পাতকী ॥ ৩২
ভেদকো নরকং গচ্ছেদ্ যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ।
অভেদং চিন্তয়েদ্ যস্তু স যোগী নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৩

হে মহেশানি ! অতএব শক্তিহীন একক রুদ্রও নিঃসংশয়ে মৃত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রত্যেকেই একক ও শক্তিবিহীন হইলে জড় অর্থাৎ মৃত বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। ২৮

প্রকৃতি-বর্জ্জিত এই দেবতাত্রয় কোন কার্য্য করিতেই সক্ষম নহেন। সাধক ধর্ম্মাধর্ম্ম যাহাই করুক না কেন, ধর্ম্মাধর্ম্ম সমুদয় কার্য্যের ফলগ্রহণকারিণীও প্রকৃতিরূপিণী মহাশক্তি। এতদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব প্রত্যেক সাধকের পক্ষে স্ব-স্ব সম্প্রদায় কথিত বিধানানুসারে মহাশক্তির সাধনা করা কর্ত্তব্য। ২৯-৩০

হে মহেশ্বরি! যাহা কোন সম্প্রদায়েরই সাধনপদ্ধতি নহে, এরূপ সম্প্রদায় বহির্ভূত পদ্ধতিতে সাধনা করিলে, তাহা দ্বারা সিদ্ধি লাভ করা যায় না। যিনি কৃষ্ণা অর্থাৎ কালী তিনিই কৃষ্ণ এবং তিনিই ব্রহ্মা (পাঃ মতে ব্রহ্ম)। ৩১

এইরূপে যিনি উক্ত দশমহাবিদ্যাগণের অভেদ কল্পনা করেন মুক্তি তাহার করতলগত। যে মূঢ় ঐ সকল মহাবিদ্যাগণের মধ্যে পার্থক্য (বিভিন্নতা বা প্রভেদ) কল্পনা করে সেই হীনবুদ্ধি ব্যক্তি পাতকী হইয়া থাকে। ৩২

এইরূপ ভেদবুদ্ধিপরায়ণ ব্যক্তি যাবৎকাল চতুর্দ্দশ ইন্দ্র রাজত্ব করে তাবৎ কাল নরকে বাস করে। এবং যিনি ঐ দশমহাবিদ্যাকে অভিন্ন ভেদরহিত এক

১। ব্রহ্মা।

কলৌ[১] কৃষ্ণত্বমাসাদ্য বৃন্দাবনবিহারিণী।
বংশীনাদ-বিনোদেন মোহয়ত্যখিলং জগৎ ॥ ৩৪
কালিকা দুঃখহন্ত্রী চ দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
কলৌ কৃষ্ণত্বমাসাদ্য শুক্লাপি নীলরূপিণী ॥ ৩৫
লীলয়া বাক্‌প্রদা চৈব তেন নীলসরস্বতী।
তারকত্বাৎ সদা তারা তারিণী চ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৩৬
সৃষ্টিস্থিতিকরী দেবী ভুবনেশী চ কথ্যতে।
শ্রীদাত্রী চ যদা দেবী শ্রীবিদ্যা সা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৩৭
নির্গুণা চ মহাদেবী ষোড়শী পরিকীর্ত্তিতা[২]।
ভৈরবী দুঃখসংহন্ত্রী যমদুঃখ-বিনাশিনী। ৩৮
কালভৈরব-ভার্য্যা চ ভৈরবী পরিকীর্ত্তিতা।
ত্রিশক্তি-কায়দা দেবী ছিন্না চৈব সুরেশ্বরি ॥ ৩৯

জ্ঞানে অভেদ বুদ্ধিতে চিন্তা করেন, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত যোগী, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ নাই। ৩৩

যিনি কালী তিনিই কলিযুগে কৃষ্ণরূপ পরিগ্রহণ করিয়া বৃন্দাবনে লীলা বিহার করিয়াছিলেন এবং স্বীয় বংশীধ্বনিতে ত্রিজগৎ মোহিত করিয়াছিলেন। ৩৪

কালিকারূপে যিনি দুঃখহন্ত্রী তিনিই দুর্গারূপে দুর্গতিনাশিনী। যিনি দুর্গা, তিনিই শুক্লবর্ণা সরস্বতী এবং তিনিই কলিযুগে লীলাবশতঃ কৃষ্ণবর্ণা বাক্‌প্রদা (কবিত্বদায়িনী) নীলসরস্বতী মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়াছেন। ৩৫

জীবগণকে ত্রাণ করেন বলিয়া, তিনিই সর্ব্বদা তারা ও তারিণী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ৩৬

তিনিই সৃষ্টি ও স্থিতিকারিণী ভুবনেশ্বরী নামে অভিহিত হন এবং শ্রীদাত্রীরূপে তিনিই শ্রীবিদ্যা নামে কথিত হইয়া থাকেন। ৩৭

নির্গুণা হইলেও তিনিই গুণসম্পন্না ষোড়শী নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। তিনিই আবার ভৈরবীরূপে কালভৈরব-ভার্য্যা, জীবগণের

১। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরের অন্তভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার তিরোধানের পর হইতে কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে।

২। ষোড়শী চ প্রকীর্ত্তিতা ইতি পাঠান্তরম্।

ত্রিগুণা চ মহাদেবী[১] মোহিনী[২] মোক্ষদা ধ্রুবম্ ।
ধূমাবতী মহামায়া ধূম্রাসুর-নিসূদিনী ॥ ৪০
ধূমরূপা মহাদেবী চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনী ।
জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী জগতামুপকারিণী ॥ ৪১
ব-কারে বারুণী দেবী গ-কারে সিদ্ধিদা স্মৃতা ।
ল-কারে পৃথিবী চৈব চৈতন্যাত্মা[৩] প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৪২
মাতঙ্গী মদশীলত্বাৎ মতঙ্গা[৪] সুরনাশিনী ।
সর্ব্বাপত্তারিণী দেবী মাতঙ্গী পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৪৩
বৈকুণ্ঠবাসিনী দেবী কমলা চ প্রকীর্ত্তিতা ।
পাতালবাসিনী দেবী লক্ষ্মীরূপা চ সুন্দরী ॥ ৪৪
এতা দশ মহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা[৫] চ কথ্যতে ।
ধর্ম্মার্থমোক্ষদা নিত্যং চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদা ॥ ৪৫

দুঃখসংহন্ত্রী এবং যমদুঃখ-বিনাশিনী হইয়া থাকেন। হে সুরেশ্বরি! তিনিই ত্রিশক্তির আধারভূতা ছিন্নমস্তক ছিন্নমস্তা। ৩৮-৩৯

তিনিই ত্রিগুণাত্মিকা মোহিনী, তিনিই ধ্রুব মোক্ষদায়িনী এবং তিনিই ধূম্রাসুর-বিনাশিনী ধূমরূপা চতুর্ব্বর্গ-প্রদায়িনী মহাদেবী মহামায়া। তিনিই জগতের হিতকারিণী জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী। ৪০-৪১

বগলারূপিণী তিনিই চিৎশক্তি এবং তিনিই আত্মারূপিণী। ব-কার দ্বারা বারুণী দেবী (বরুণের শক্তি), গ-কার দ্বারা সিদ্ধিদায়িনী শক্তি এবং ল-কার দ্বারা পৃথিবী অর্থাৎ পার্থিব জড়শক্তি নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ বগলারূপে আদ্যাশক্তি, চিৎ এবং পাঞ্চভৌতিক শক্তি—এই উভয়বিধ সিদ্ধিদান করিয়া থাকেন। ৪২-৪৩

বৈকুণ্ঠবাসিনীরূপে তিনি আদ্যাশক্তি, কমলা নামে কথিত হইয়া থাকেন। পাতালবাসিনীরূপে তিনিই পরমাসুন্দরী লক্ষ্মী নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। ৪৪

এই দশ মহাবিদ্যাকে সিদ্ধবিদ্যা নামে অভিহিত করা হয়। ইহাদের

১। যদা দেবী। ২। মোহিতা। ৩। চৈতন্যাখ্যা।
৪। মত্তঙ্গা। ৫। সিদ্ধি।

যেন তেন প্রকারেণ কলৌ পূর্ণফলপ্রদা।
নির্ধনে কৃপণে চৈব বিশেষাৎ পাপমোচনী ॥ ৪৬
পাষণ্ডে চ শঠে চৈব নির্গুণে চৈব নিন্দকে।
অভক্তেষু পুত্রেষু আজ্ঞাহীনেষু সুন্দরি ॥ ৪৭
ন প্রকাশ্যমিদং ভদ্রে শপথং মে ধ্রুবং সদা।
সর্ব্বলক্ষণযুক্তায় দদ্যাচ্চৈব মহেশ্বরি ॥ ৪৮
আসাঞ্চৈব সমানা হি নাস্তি ত্রিভুবনে ধ্রুবম্।
একোচ্চারণমাত্রেণ সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৪৯
স্মরণেনৈব দেবেশি মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ।
নির্গুণঃ সগুণো ব্রহ্ম শিবো জ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ ॥ ৫০
নির্গুণাচ্চৈব সংজাতা বিন্দবস্ত্রয়ঃ এব চ।
ব্রহ্মবিন্দু র্বিষ্ণুবিন্দু রুদ্রবিন্দু র্মহেশ্বরি ॥ ৫১

প্রত্যেকেই সর্ব্বকালে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদান করেন। ৪৫

যে-কোন বিধানে আরাধনা করিলেই কলিযুগে ইহারা পূর্ণসিদ্ধি দান করেন। বিশেষভাবে নির্ধন ও কৃপণ ব্যক্তিদিগকে ইহারা পূর্ণফল দান করেন এবং পাপীদিগের পাপ মোচন করেন। ৪৬

হে সুন্দরি! আমার শপথ,—তুমি কদাপিও পাষণ্ড, শঠ, নির্গুণ নিন্দুক, ভক্তিহীন ব্যক্তি এবং অনাজ্ঞাবাহী পুত্রকে এই সাধন প্রকাশ করিবে না। হে মহেশ্বরি! কেবলমাত্র সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত গুণী ব্যক্তিকে এই মহাশক্তির সাধন প্রদান করিবে। ৪৭-৪৮

ত্রিভুবনে উক্ত মহাবিদ্যার সাধনের সমতুল্য অন্য কোন সাধনা নাই। ইহাদের মন্ত্র একবার মাত্র উচ্চারণ করিলেই সাধক সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। ৪৯

কেবলমাত্র ইহাদের মন্ত্র স্মরণ করিলেই সাধক ভববন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে। হে দেবেশি! ব্রহ্ম নির্গুণ হইলেও সগুণ, শিবরূপী (কল্যাণরূপী) ও সনাতন। ৫০

হে মহেশ্বরি! নির্গুণত্ব হইতে ব্রহ্মবিন্দু, বিষ্ণুবিন্দু এবং রুদ্রবিন্দু—এই বিন্দুত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। ৫১

আস্থ[1] বিন্দুস্ততো নাদো নাদাচ্ছক্তিসমুদ্ভবঃ।
নাদরূপা মহেশানি চিদ্‌রূপা পরমা কলা ॥ ৫২
নাদাচ্চৈব সমুৎপন্না অর্দ্ধবিন্দুর্মহেশ্বরি।
সার্দ্ধত্রিতয়বিন্দুভ্যো ভুজঙ্গী কুলকুণ্ডলী ॥ ৫৩
নির্গুণা সগুণা দেবী[2] ব্রহ্মরূপা সনাতনী।
চৈতন্যরূপিণী দেবী সর্ব্বভূত-প্রকাশিনী ॥ ৫৪
সর্ব্বতত্ত্বময়ী* দেবী সর্ব্বতত্ত্বপ্রকাশিনী।
ত্রিগুণা চ মহেশানি! ত্রিগুণস্য[3] প্রকাশিনী ॥ ৫৫
নির্গুণা সা চ বিজ্ঞেয়া ব্রহ্মরূপা চ কেবলা।
ষড়্‌গুণা চ মহাদেবী ষট্‌চক্রাণাং প্রকাশিনী ॥ ৫৬

ঐ ত্রিবিন্দু মধ্যে আদ্যবিন্দু নাদরূপী এবং নাদ হইতেই শক্তি উদ্ভূত হইয়াছেন। হে মহেশানি! যে শক্তি নাদরূপা তিনিই চিৎরূপিণী পরমা কলা। ৫২

হে মহেশ্বরি! নাদ হইতে অর্দ্ধবিন্দু সমুৎপন্ন হইয়াছে। ভুজঙ্গী কুলকুণ্ডলিনী সার্দ্ধত্রিতয় বিন্দুরূপিণী। ৫৩

দেবী মহামায়া নির্গুণা হইলেও সগুণা, ব্রহ্মরূপা ও সনাতনী (শাশ্বত-সত্তারূপিণী)। তিনিই চৈতন্যরূপিণী এবং সর্ব্বভূতপ্রকাশনী। ৫৪

দেবী আদ্যাশক্তি সর্ব্বতত্ত্বময়ী এবং সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিনী। ত্রিগুণা রূপে তিনি গুণত্রয় প্রকাশিনী। ৫৫

কেবল ব্রহ্মরূপে তিনি সম্পূর্ণ নির্গুণা। মহাদেবী আদ্যাশক্তি ষট্‌চক্র প্রকাশিনী রূপে ষড়্‌গুণা। ৫৬

১। আসীৎ ইতি চ পাঠঃ। ২। দেবি ইতি পাঠান্তরম্।

* সর্ব্বতত্ত্ব অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। যথা—(১) পঞ্চভূত—ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ। (২) পঞ্চতন্মাত্র—গন্ধতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র এবং শব্দতন্মাত্র। (৩) দশ ইন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ।

(৪) চারিটি জ্ঞানেন্দ্রিয়—মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার। যদিও অন্তঃকরণ প্রকৃত জ্ঞানেন্দ্রিয়, তথাপি বৃত্তি বা কার্য্যভেদে উহা চারিপ্রকার।

(৫) কাল—উক্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব এবং কালকে একত্র করে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বলা হয়।

৩। ত্রিগুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ।

চতুর্গুণা মহেশানি চতুর্ব্বেদ-প্রভাবিনী।
চন্দ্রসূর্য্যাত্মিকা সা চ[1] চন্দ্রসূর্য্যপ্রকাশিনী ॥ ৫৭
সর্ব্বগুণা মহাদেবী সর্ব্ববিশ্বপ্রভাবিনী।
অষ্টগুণা মহেশানি অষ্টসিদ্ধি-প্রকাশিনী ॥ ৫৮
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং জননী সুরসুন্দরী।
মন্ত্রস্থানাত্মিকা দেবী সর্ব্বমন্ত্রময়ী সদা ॥ ৫৯
একগুণা মহাদেবী একাক্ষরস্বরূপিণী।
দ্বিগুণা তু মহাদেবী দ্ব্যক্ষরস্য প্রসূতিকা ॥ ৬০
ত্রিগুণা তু মহাদেবী ত্র্যক্ষরী পরিকীর্ত্তিতা।
চতুর্গুণা তু সা দেবী চতুরক্ষর-প্রসূতিকা[2] ॥ ৬১
নবগুণা মহাদেবী নবাক্ষর-প্রকাশিনী।
দশমেকাদশে[3] চৈব দশৈকাদশরূপিণী ॥ ৬২
দ্বাদশত্রয়োদশে[4] চৈব দ্বাদশী[5] ত্রিদশাত্মিকা।
চতুর্দ্দশাত্মিকা সা তু চতুর্দ্দশ-প্রকাশিনী ॥ ৬৩

চতুর্ব্বেদ প্রকাশিনীরূপে পরমাশক্তি চতুর্গুণসম্পন্না। চন্দ্র ও সূর্য্য প্রকাশিনীরূপে তিনিই চন্দ্র ও সূর্য্যাত্মিকা স্বীয় ভাব-গুণসম্পন্না। ৫৭

সর্ব্ববিশ্ব প্রকাশিনীরূপে মহাদেবী মহামায়া সর্ব্বগুণসম্পন্না। অষ্টসিদ্ধি প্রকাশিনীরূপে তিনি অষ্টগুণসম্পন্না। ৫৮

তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতিরও জননী সুরসুন্দরী। তিনি মন্ত্রস্থানাত্মিকা এবং সর্ব্বদা সর্ব্বমন্ত্রময়ী। ৫৯

একগুণা মহাদেবী, একাক্ষর স্বরূপিণী অর্থাৎ ওঁ-কার স্বরূপিণী, প্রণবাত্মিকা। দ্বি-গুণারূপে তিনি দ্ব্যক্ষর মন্ত্রের প্রসৃতি অর্থাৎ প্রসবিনী জননী। ৬০

ত্রিগুণা রূপে তিনিই ত্র্যক্ষর-মন্ত্ররূপিণী। চতুর্গুণময়ীরূপে তিনিই চারি অক্ষরযুক্ত মন্ত্রের প্রসবিত্রী জননী। ৬১

নবগুণারূপে তিনিই নবাক্ষর মন্ত্রপ্রকাশিনী। দশ ও একাদশ গুণা রূপিণী তিনিই দশ ও একাদশাক্ষর মন্ত্ররূপে প্রকাশিতা। ৬২

১। বিদ্যা। ২। সূতিকা। ৩। দশমেকাদশ। ৪। ত্রয়োদশা।
৫। দ্বাদশা ইতি চ পাঠভেদাঃ।

পঞ্চদশাত্মিকা দেবী পঞ্চদশ-প্রকাশিনী।
ষোড়শী পরমেশানি ষোড়শেন সমুদ্ভবা ॥ ৬৪
সপ্তদশ-গুণোপেতা সপ্তদশার্ণা[১] প্রকীর্ত্তিতা।
অষ্টাদশ-মহাবিদ্যা অষ্টাদশগুণাত্মিকা ॥ ৬৫
অষ্টাবিংশ-গুণোপেতা পরমারাধ্যরূপিণী।
বিংশত্যর্ণা মহাবিদ্যা পরমানন্দরূপিণী ॥ ৬৬
বিংশত্যর্ণাধিকা মন্ত্রা মালামন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতা।
একবিংশ-গুণোপেতা একবিংশ-গুণান্বিতা ॥ ৬৭
দ্বাবিংশতি-গুণোপেতা দ্বাবিংশতি-সমন্বিতা।
ত্রয়োবিংশ-চতুর্ব্বিংশ-পঞ্চবিংশঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৬৮
ষড়্বিংশতি-গুণোপেতা ষড়্বিংশতি-গুণাত্মিকা।
অষ্টাবিংশ-গুণোপেতা অষ্টাবিংশ-প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৬৯
ঊনত্রিংশন্মহাবিদ্যা মহাদেবী প্রকীর্ত্তিতা।
ত্রিংশদাদ্যা চতুঃষষ্টি দীর্ঘমন্ত্রা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৭০

দ্বাদশ, ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশগুণময়ী তিনি দ্বাদশ, ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশাক্ষর মন্ত্ররূপে প্রকাশিতা। ৬৩

হে পরমেশানি! দেবী পঞ্চদশ গুণসম্পন্নারূপে পঞ্চদশাক্ষর মন্ত্রে এবং ষোড়শ গুণসম্পন্নারূপে ষোড়শাক্ষর মন্ত্রে সমুদ্ভূত হইয়া থাকেন। ৬৪

দেবী সপ্তদশ গুণসম্পন্না হইলে সপ্তদশাক্ষর মন্ত্রে এবং অষ্টাদশ গুণসম্পন্না হইলে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে প্রকাশিত হন। ৬৫

দেবীর অষ্টাবিংশতি অক্ষরযুক্ত মন্ত্র পরমারাধ্যরূপিণী এবং বিংশত্যক্ষর মন্ত্র পরমানন্দরূপিণী। ৬৬

বিংশতি অক্ষরের অধিক সংখ্যাযুক্ত মন্ত্রকে মালামন্ত্র নামে অভিহিত করা হয়। দেবী একবিংশতিগুণযুক্তা হইলে একবিংশত্যক্ষর মন্ত্রে এবং দ্বাবিংশতি গুণযুক্তা হইলে দ্বাবিংশত্যক্ষর মন্ত্রে প্রকাশিত হন। ৬৭

এইরূপে দ্বাবিংশ, ত্রয়োবিংশ, চতুর্ব্বিংশ, পঞ্চবিংশ, ষড়্বিংশ, অষ্টাবিংশ বা ঊনত্রিংশৎ সংখ্যক গুণসম্পন্না হইলে মহাবিদ্যা মহাদেবী তত্তৎসংখ্যক মন্ত্রে

১। সপ্তদশা।

নপুংসকাস্তথা মন্ত্রাঃ হূঁ ফড়ন্তাশ্চ কেবলাঃ।
স্বাহাযুক্তাশ্চ যে মন্ত্রাঃ শক্তিমন্ত্রাশ্চ পার্ব্বতি।। ৭১
এষামন্যতমো মন্ত্রঃ পুরুষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।। ৭২

ইতি কুব্জিকাতন্ত্রে পার্ব্বতী-শিব-সংবাদে প্রথমঃ পটলঃ।।

যথাক্রমে প্রকাশিত হন। ত্রিংশৎ হইতে চতুঃষষ্টি অক্ষর পর্য্যন্ত মন্ত্রকে দীর্ঘমন্ত্র বলা হয়। ৬৮-৭০

হে পার্ব্বতি! যে মন্ত্রের অন্তভাগে হূঁ বা ফট্ শব্দ বিদ্যমান সেই মন্ত্রকে নপুংসক মন্ত্র এবং যে মন্ত্রের অন্তভাগে স্বাহা শব্দ বিদ্যমান, তাহাকে শক্তি মন্ত্র, এবং উক্ত দ্বিবিধ মন্ত্র ভিন্ন অন্যান্য সকল মন্ত্রকেই পুরুষ মন্ত্র বলা হয়। ৭০-৭২

কুব্জিকাতন্ত্রে পার্ব্বতী-শিব-সংবাদে প্রথম পটল সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ পটলঃ

অথ মন্ত্রার্থকথনম্

শিব উবাচ—

অথ বক্ষ্যে মহেশানি মন্ত্রার্থং সারমুত্তমম্ ॥
বিনা যেন ন সিদ্ধ্যেত জপপূজাদিকং ক্বচিৎ ॥ ১
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন শ্রূয়তাং গিরিজাত্মজে ॥ ২

[ক্রীং]

ককারঃ কামদঃ প্রোক্তো রেফঃ পাপস্য নাশকঃ।
ঈকারঃ শম্ভুবনিতা নাদবিন্দু-সমন্বিতঃ ॥ ৩
নাদরূপা মহাদেবী[১] নির্গুণা ব্রহ্মরূপিণী।
ধর্ম্মার্থদঃ ক-কারশ্চ সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়কঃ ॥ ৪
ব্রহ্মরূপো মকারশ্চ সগুণো নির্গুণশ্চ সঃ।
তেজঃপুঞ্জো ম-কারশ্চ ব্রহ্মহত্যাদি-নাশকঃ ॥ ৫
দুর্গারূপা ঈ-কারশ্চ চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদা।
একাক্ষরী মহাবিদ্যা সর্ব্ববিদ্যাস্বরূপিণী ॥ ৬

[অধুনা মন্ত্রার্থ কথিত হইতেছে]

শিব কহিলেন—হে পার্ব্বতি! অনন্তর আমি মন্ত্রার্থ কহিতেছি। ইহাই মন্ত্রের সার বা শ্রেষ্ঠাংশ। মন্ত্রের অর্থজ্ঞান ভিন্ন জপ এবং পূজা-হোম প্রভৃতি কার্য্য কদাচিৎ সিদ্ধ হইয়া থাকে। হে গিরিজে! অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে মন্ত্রার্থ শ্রবণ কর। ১-২

ক-কার (অর্থাৎ 'ক' বর্ণ) কামনাসিদ্ধিদায়ক, র-কার পাপনাশক, নাদবিন্দু-যুক্ত (ঁ) ঈ-কার শম্ভুবনিতা (আদ্যাশক্তি) স্বরূপিণী (ক্রীং)। ৩

নাদরূপা মহামায়া মহাদেবী নির্গুণব্রহ্মস্বরূপা। ক-কার ধর্ম্ম, অর্থ এবং সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়ক। ৪

ম-কার সগুণ ও নির্গুণ—এই উভয়াত্মক ব্রহ্মস্বরূপ। ম-কার তেজঃপুঞ্জরূপী এবং ব্রহ্মহত্যাদি পাপনাশক। ৫

ক-কারে বরুণঃ প্রোক্তো জগতঃ প্রাণকারকঃ।
রেফে চ শঙ্করো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বেষাং শঙ্করঃ সদা ॥ ৭
ঈ-কারে তারিণী দেবী ভবসংসার-তারিণী।
ক-কারে কেশবঃ প্রোক্তো নির্ব্বাণপদহেতুকঃ ॥ ৮
র-কারো বহ্নিরূপোঽয়ং ভবদুঃখস্য দাহকঃ।
ঈ-কারে মাতকাদেবী চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদা ॥ ৯
সগুণা চ যদা দেবী সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী।

[হ্রূঁ]

হ-কারস্তু শিবঃ প্রোক্তো জ্ঞানরূপী সনাতনঃ ॥ ১০
নির্ব্বাণ-মুক্তিদো দেবঃ সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়কঃ।
রেফে সূর্য্যপ্রতিকাশো হ্যত্যন্তং পাপদাহকঃ ॥ ১১
উ-কারে ভৈরবী দেবী সর্ব্বসঙ্কটতারিণী।
নাদরূপা মহেশানি নির্গুণা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ১২
হ-কারে চ মহাবিষ্ণু র্মহাপাতকনাশনঃ।
রেফে চন্দ্রস্বরূপী চ অমৃতত্ত্ব-প্রদায়কঃ ॥ ১৩

ঈ-কার দুর্গারূপিণী এবং চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদা। ক্রীং এই একাক্ষরী মহামন্ত্র সর্ব্ববিদ্যা অর্থাৎ সর্ব্বমন্ত্র স্বরূপিণী। [ক্রীং-ইহা কালীবীজ]। ৬

ক-কার জগতের প্রাণকারক বরুণ, র-কার সর্ব্বভূতের শঙ্কা অপহরণকারী শঙ্কর এবং ঈ-কার ভবসংসার-তারিণী তারা বা তারিণী দেবী। ক-কার নির্ব্বাণদাতা কেশব, র-কার ভবদুঃখদাহক বহ্নি এবং ঈকার চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা মাতৃকা দেবী। [ক্রীং]। ৭-৯

মাতৃকাদেবী সগুণা হইলে সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করেন। হকার—শিবস্বরূপ সনাতন এবং পরম জ্ঞানরূপী। হ-কার নির্ব্বাণ মুক্তি এবং সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়ক। র-কার সূর্য্যরূপী এবং দুরন্ত পাপদাহক। ১০-১১

উ-কার সর্ব্বসঙ্কট-তারিণী ভৈরবী। হে মহেশানি! নাদ নির্গুণা পরমাশক্তি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। হূঁ। হ্রূঁ। ১২

হ-কার মহাপাতক-বিনাশন মহাবিষ্ণু, র-চন্দ্রস্বরূপ এবং অমৃতত্ত্ব প্রদায়ক। ১৩

[হুঁ]

উ-কারে* মোহিনী দেবী জগন্মোহনকারিণী।
মহাদুঃখব্যাধিহন্ত্রী[১] ব্রহ্মহত্যাদি-নাশিনী। [হুঁ] ॥ ১৪

[হুঁ]

সদাশিবঃ হ-কারে স্যাদুকারে[২] ব্রহ্ম চৈব হি।
নির্গুণো[৩] নাদবিন্দুশ্চ নির্ব্বাণপদকেবলম্ [হুঁ] ॥ ১৫
অস্য স্মরণমাত্রেণ অশ্বমেধাযুতং লভেৎ।
হ-কারঃ শম্ভুরিত্যুক্তো রেফে চৈব বিভূষিতঃ ॥ ১৬
ঈ-কারে পরমা দেবী গুণত্রয়ময়ী সদা।
দ-কারঃ সর্ব্বদেবশ্চ সর্ব্বদুর্গ-নিবারকঃ ॥ ১৭
ক্ষ-কারঃ ক্ষেত্রদো বিষ্ণু র্মহাপাতকনাশনঃ।
ই-কারে[৪] দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বকামার্থদাঃ পুনঃ ॥ ১৮
ণ-কারে চণ্ডিকা দেবী চণ্ডদৈত্যবিনাশিনী।
এ-কারে যোনিরূপা চ বিশ্বস্য বীজমুত্তমম্ ॥ ১৯

উ-কার মহাদুঃখ, ব্যাধি ও ব্রহ্মহত্যাদি-নাশিনী, জগন্মোহন-কারিণী মোহিনী বা মহামায়া। 'হুঁ', হুঁ'। ১৪

হ-কার সদাশিব এবং উ-কার ব্রহ্মরূপী। নাদবিন্দু নির্ব্বাণপদসূচক নির্গুণ ব্রহ্ম। হুঁ। ১৫

নাদবিন্দু বা নির্গুণব্রহ্মের স্মরণমাত্রই অযুত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদনের ফল লাভ হয়। র-কার যুক্ত হ [অর্থাৎ হ্র] স্বয়ং শম্ভু এবং ঈ-কার সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণময়ী মহামায়া [হ্রীং]। দ-কার সর্ব্বদেবময়াত্মক এবং সর্ব্বদুর্গতি-নিবারক [হ্রং ; দৃং ; দ্রীং]। ১৬-১৭

ক্ষ-কার মহাপাতক-নাশক, ক্ষেত্রের (দেহের বা সৃষ্টির) অধীশ্বর বিষ্ণু। ই-কার সর্ব্বদেবময় এবং সর্ব্বকামার্থদায়ক। ১৮

ণ-কার চণ্ডদৈত্য-বিনাশিনী চণ্ডিকা। এ-কার বিশ্ববীজ এবং যোনিরূপা। [দক্ষিণে]। ১৯

---

* ইহার উ (দীর্ঘ উ-কার) পাঠ সমীচীন মনে হয়।

১। দুঃখহন্ত্রী চ ইতি বা পাঠঃ। ২। দৃ-কারে। দৃ (?) ৩। নির্গুণা।
৪। হ-কারে।

ক-কারে মেদিনী প্রোক্তা সশৈলবনকাননা।
আ[১]-কারে সকলা দেবী সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী[২] ॥ ২০
ল-কারে পৃথিবী দেবী পৃথ্বীদানফলপ্রদা।
ই-কারে সকলা দেবী সকলেশ্বরকারিণী ॥ ২১
ক-কারে সুন্দরী দেবী এ-কারে যোনিরূপিণী।
ধর্ম্মার্থকামদা দেবী দুষ্টদৈত্যবিনাশিনী ॥ ২২
পরা চ পরমা চৈব পরমাত্মা কলা পুনঃ।
ক-কারে চ মহাব্রহ্মা ক-কারে বিষ্ণুরূপকঃ ॥ ২৩
ক-কারে চ মহাদেবো ব্রহ্মাণী রেফ এব চ।
বৈষ্ণবী মধ্যরেফঃ স্যাৎ রুদ্রাণী রেফ উত্তমঃ ॥ ২৪
ঈ-কারঃ কামদঃ কান্তো নাদবিন্দু-বিভূষিতঃ।
হ-কারঃ কাম এবাসৌ হ-কারঃ সূর্যরূপকঃ ॥ ২৫
উ-কারঃ ষোড়শী দেবী উ-কারো ভুবনেশ্বরী।
নাদবিন্দু-সমাযুক্তা মহামন্ত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৬

ক-কার সশৈলবনকাননা মেদিনী এবং আকার সর্ব্ব-কলা-সমন্বিতা সর্ব্ব-সিদ্ধি-প্রদায়িনী মহামায়া। [কা]। ২০

ল-কার পৃথ্বীদান ফলপ্রদা পৃথিবী দেবী এবং ই-কার সর্ব্বকলা সমন্বিতা এবং সর্ব্বজীবের মঙ্গল-বিধায়িনী মহামায়া। [লি]। ২১

ক-কার দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী-স্বরূপা এবং একার যোনিস্বরূপা ধর্ম্মার্থ-কামদাত্রী, দুষ্টদৈত্য-বিনাশিনী পরা ও পরমাশক্তি এবং পরমাত্মা ও কলা-রূপিণী [কালিকে]। ক-কার মহাব্রহ্মা ও বিষ্ণুরূপী। ২২-২৩

ক-কার মহাদেব এবং র-কার ব্রহ্মাণীরূপা সৃষ্টিশক্তি, বৈষ্ণবীরূপা পালন-শক্তি এবং ধ্বংসরূপা শ্রেষ্ঠ রুদ্রশক্তি বা রুদ্রাণী। ২৪

নাদ-বিন্দুবিভূষিত ঈ-কার কামনাসিদ্ধিদায়ক এবং হ-কার কামরূপী ও সূর্য্যস্বরূপ। ২৫

উ-কার দেবী ষোড়শী ও ভুবনেশ্বরী-স্বরূপা এবং নাদবিন্দু যুক্ত হইলে [হূঁ] উক্ত বর্ণসমুদয় মহামন্ত্ররূপে প্রকীর্ত্তিত হয় [ক্রীঁ ; হূঁ ; হ্রুং ; ক্রূং ; হ্রীং ; দূং]। ২৬

১। কা-কারে ইত্যপি পাঠঃ। ২। প্রদায়িকা ইতি চ পাঠঃ।

হু-কারো[১] যোগনিদ্রা চ হ-কারঃ পরমো বিভুঃ।
ঈ-কারঃ কামদা মায়া রেফঃ পরশিবো মতঃ ॥ ২৭
রেফশ্চৈব মহাদেবী নাদবিন্দু-বিভূষিতঃ।
স্বাহা চৈব মহেশানি তেজঃপুঞ্জঃ[২]প্রকীর্ত্তিতা ॥ ২৮
একাক্ষরী মহাবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা সনাতনী।
ত্র্যক্ষরী চ মহাবিদ্যা ত্রিগুণা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ২৯
অষ্টাক্ষরী মহাবিদ্যা সাক্ষান্মোক্ষফলপ্রদা।
বিংশত্যর্ণা মহাবিদ্যা অষ্টসিদ্ধিঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৩০
একবিংশা মহাবিদ্যা প্রণবাদ্যা মহেশ্বরী।
অ-কারেণ উ-কারেণ ম-কারেণ সুরেশ্বরি ॥ ৩১
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদ্যৈ র্মন্ত্রমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্।
একাক্ষরো মহামন্ত্রশ্চিদানন্দ-স্বরূপকঃ ॥ ৩২
প্রণবে পুটিতা বিদ্যা সেতুরিত্যভিধীয়তে।
সিদ্ধকালী[৩] মহামন্ত্রঃ কামশ্চ সিদ্ধিদঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৩

হ-কার যোগনিদ্রারূপী মহামায়া এবং হ-কার পরমব্রহ্মরূপী। ঈ-কার কামদায়িনী মায়া এবং র-পরমশিব স্বরূপ। নাদবিন্দুযুক্ত র-কার মহামায়া স্বরূপা [হ্রীং]। হে মহেশানি। স্বাহা-কে তেজঃপুঞ্জরূপে অভিহিত করা হয়। [স্বাহা]। ২৭-২৮

মহামায়ার একাক্ষরী মহামন্ত্র সনাতনী ব্রহ্মবিদ্যা এবং তিন অক্ষর মন্ত্রকে (যথা—ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ অথবা ক্রীঁ স্বাহা) ত্রিগুণা মন্ত্র বলা হয়। ২৯

মহাশক্তির অষ্টাক্ষরী মহাবিদ্যা [ক্রীং দক্ষিণে কালিকে স্বাহা] সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রদায়ক এবং বিংশত্যক্ষর মহামন্ত্র অষ্টসিদ্ধিপ্রদায়ক। ৩০

ঐ বিংশত্যক্ষর মহামন্ত্রের আদিতে প্রণব যোগ করিলে তাহা মহেশ্বরীর একবিংশত্যক্ষর মন্ত্র হইয়া থাকে। হে সুরেশ্বরি। অ, উ, ম [ওঁ] এই মন্ত্র [প্রণব] ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র স্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ওঁ এই একাক্ষর মহামন্ত্র চিদানন্দ-স্বরূপ। ৩১-৩২

যে কোন মন্ত্রকে প্রণব দ্বারা পুটিত করিলে অর্থাৎ মন্ত্রের পূর্ব্বে এবং অন্তে,

---

১। হ-কারে। ২। পুঞ্জো। ৩। সিদ্ধিকালী ইতি চ পাঠঃ।

হ-কারঃ[১] সচ্চিদানন্দো রেফো নির্ব্বাণদায়কঃ।
উ-কারঃ[২] শম্ভুবনিতা শিবশক্তিস্বরূপিণী ॥ ৩৪
কামেন মায়য়া চৈব পুটিতং কামবীজকম্।
তদা কামেশ্বরো মন্ত্রঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ ॥ ৩৫
নবাক্ষরে কামবীজং চিদ্রূপং শম্ভুরুত্তমঃ।
নবাক্ষরে কূর্চ্চবীজং ব্রহ্মরূপঃ সনাতনঃ ॥ ৩৬
নবাক্ষরে দক্ষিণেতি কালিকা পরমার্থদা।
চতুর্দ্দশে কামবীজং বৈষ্ণবী পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৩৭
একাদশে কামবীজং ভবেৎ সংসারতারকম্।
নমঃ-পদং ভোগদঞ্চ রাজ্যভোগফলপ্রদম্ ॥ ৩৮
পঞ্চদশী[৩]-মহামন্ত্রং সর্ব্বকামফলপ্রদম্।
মায়াবীজং ক্রোধবীজং কেবলং শিবরূপকম্ ॥ ৩৯
গুহ্যকালী ষোড়শার্ণা কেবলং ব্রহ্মরূপিণী।
সৃষ্টিস্থিতিকরী দেবী শত[৪]ভেদা জগন্ময়ী ॥ ৪০

এতদুভয় স্থানে প্রণব যোগ করিলে, তাহাকে সেতু বলা হয়। সিদ্ধকালী মহামন্ত্র সর্ব্বকামনাসিদ্ধি দান করেন। ৩৩

হ-কার সচ্চিদানন্দ এবং র-কার নির্ব্বাণ-দায়ক। উ-কার শম্ভুবনিতা, শিবশক্তি স্বরূপিণী। [হ্রূঁ]। ৩৪

কামবীজ [ক্লীং] এবং মায়াবীজ [হ্রীং] দ্বারা কামবীজকে পুটিত করিলে, তাহা সর্ব্বকামফলপ্রদ কামেশ্বর মন্ত্র হয়। [ক্লীং হ্রীং ক্লীং হ্রীং ক্লীং]। ৩৫

নবাক্ষরমন্ত্রে কামবীজ চিৎরূপী স্বয়ম্ভু। নবাক্ষর মন্ত্রে কূর্চ্চবীজ [হূং] সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ। ৩৬

নবাক্ষর কালিকামন্ত্র পরমার্থদায়ক। চতুর্দ্দশাক্ষর মন্ত্রে কামবীজ বৈষ্ণবী শক্তি নামে অভিহিত হয়। ৩৭

একাদশাক্ষর মন্ত্রে কামবীজ ভবসমুদ্র ত্রাণকারী এবং নমঃ পদ বিবিধ বিলাস এবং রাজ্যভোগ প্রদান করে। ৩৮

পঞ্চদশাক্ষর মহামন্ত্র সর্ব্বকাম ফলপ্রদ। মায়াবীজ [হ্রীং] এবং ক্রোধবীজ [হূং] স্বয়ং শিবস্বরূপ। ৩৯

১। হ-কারো। ২। উ। ৩। পঞ্চদশে। ৪। মত।

নবাক্ষরী মহাবিদ্যা কামবীজোপরি স্থিতা ।
গুহ্যেতি মোক্ষদা লোকে চতুর্ব্বর্গ-প্রদায়িনী ॥ ৪১
বাগ্দেবী দেবতা সর্ব্বদা ঐ-কাররূপিণী পরা ।
ঈ-কারঃ শম্ভুবনিতা ফট্‌কারা চক্ররূপিণী ॥ ৪২
কামাখ্যা ভুবনেশী চ কেবলা কামরূপিণী ।
ভদ্রকালী মহাদেবী ভুবনেশী ভুজঙ্গিনী ॥ ৪৩
মহাভুজঙ্গরূপেণ পৃথিবী-ধারিণী সদা ।
কামবীজং মহেশশ্চ অষ্টমূর্ত্তিঃ সনাতনঃ ॥ ৪৪
কূর্চ্চবীজং মহাবিষ্ণুঃ ফট্‌কারঃ পাপনাশনঃ ।
শ্মশানকালিকা মন্ত্রঃ পঞ্চার্ণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪৫
কামবীজং কলানাথঃ কেবলং কামরূপধৃক্ ।
মায়াবীজং মহেশানি মায়াচ্ছেদনকারিণী ॥ ৪৬
কূর্চ্চবীজং মহেশানি মহাপুণ্য-প্রদায়কম্ ।
ঈ[১]-কারে পরমা শক্তি র্যোগিনাং মোক্ষদায়িনী ॥ ৪৭

গুহ্যকালীর ষোড়শাক্ষর মন্ত্র স্বয়ং ব্রহ্মরূপী। গুহ্যকালী জগতের মাতা এবং অনন্ত ভেদাত্মক জগতের সৃষ্টি ও স্থিতিকারিণী। ৪০

গুহ্যকালীর কামবীজযুক্ত নবাক্ষর মহামন্ত্র মোক্ষ এবং চতুর্ব্বর্গ ফল-প্রদায়িনী। ঐং বীজ বাক্‌দেবীরূপিণী পরাশক্তি। ঈ-কার শম্ভুবনিতা-[পরমাশক্তি] রূপিণী এবং ফট্ চক্ররূপিণী। ৪১-৪২

কামাখ্যা ও ভুবনেশী [ভুবনেশ্বরী] কেবলমাত্র কামরূপিণী। পরমাশক্তি ভদ্রকালী ও ভুবনেশী ভুজঙ্গিনী [কুলকুণ্ডলিনী] স্বরূপা। ৪৩

মহাভুজঙ্গরূপে পরমাশক্তি সর্ব্বদা এই পৃথিবী [জীবদেহ] সর্ব্বদা ধারণ করিয়া আছেন। কামবীজ [ক্লীং] অষ্টমূর্ত্তি মহেশ্বররূপী সনাতন। ৪৪

কূর্চ্চবীজ মহাবিষ্ণুরূপী এবং ফট্ পাপনাশক। শ্মশানকালিকা মন্ত্র পঞ্চাক্ষর মন্ত্র। ৪৫

কামবীজ সর্ব্বকলার অধীশ্বর এবং মূর্ত্তিমান কামস্বরূপ। হে মহেশানি! মায়াবীজ মায়াপাশ ছেদনকারিণী। ৪৬

১। স-কারে ইতি পাঠস্তু ভ্রমাত্মকঃ।

ক্ষ-কারশ্চ মহেশানি ক্ষেত্রজ্ঞঃ* পরিকীর্ত্তিতঃ।
অ-কারশ্চ মহেশানি পৃথিবী পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৪৮
অস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ জীবন্মুক্তশ্চ সাধকঃ।
একোচ্চারণমাত্রেণ অশ্বমেধাযুতং ফলম্ ॥ ৪৯
লভতে শৃণু কল্যাণি স্মরণেনৈব যৎ ফলম্।
ব্রহ্মহত্যাদিকং সর্ব্বং নাশয়ামীতি নিশ্চিতম্ ॥ ৫০
কোটি-কোটি-মহাতীর্থ-মশ্বমেধাযুতং ফলম্।
প্রাপ্নুয়াৎ সাধকশ্রেষ্ঠঃ কিং পুনর্জননে ভুবি ॥ ৫১
জপে চৈব মহেশানি বক্তুং নৈব চ শক্যতে।
তারেণ[১] পুটিতা বিদ্যা মায়য়া পুটিতাপি বা ॥ ৫২
অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা গজান্তক-সহস্রকম্।
মন্ত্রস্য দোষশান্ত্যর্থং জপেত্তু সুরসুন্দরি ॥ ৫৩
নির্গুণঃ সগুণো মন্ত্রো দ্বিধা চৈব মহেশ্বরি।
যেন তেন প্রকারেণ সর্ব্বসিদ্ধিফলং লভেৎ ॥ ৫৪

হে মহেশানি! কূর্চ্চবীজ মহাপুণ্য প্রদায়ক। ঈ-কার যোগীদিগের মোক্ষদাত্রী পরমা শক্তি। ৪৭

হে মহেশানি! ক্ষ-কার ক্ষেত্রজ্ঞ [পরমাত্মা] বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। হে মহেশানি! অ-কার পৃথিবীরূপী বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ৪৮

কালিকামন্ত্র স্মরণমাত্রই সাধক জীবন্মুক্তি লাভ করে এবং একবার মাত্র উচ্চারিত হইলে অযুত অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পাদনের ফল লাভ হয়। ৪৯

হে কল্যাণি! অ-কার স্মরণমাত্র যে-ফল লাভ হয়, তাহা শ্রবণ কর। ইহার স্মরণমাত্রই আমি সাধকের ব্রহ্মহত্যাদি সমস্ত পাপ নাশ করি ॥ ৫০

এবং সাধক কোটি-কোটি মহাতীর্থ সেবা এবং অযুত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে; তাহার আর পৃথিবীতে পুনর্জ্জন্ম হয় না। ৫১

হে মহেশানি! কালিকামন্ত্র জপের ফল আমি বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারিব না। কালীমন্ত্র প্রণব বা মায়াবীজ পুটিত করিয়া মন্ত্রদোষ শান্তির নিমিত্ত অষ্টোত্তর শত বা অষ্টোত্তর সহস্রবার জপ করিবে। ৫২-৫৩

---

* এস্থলে গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ স্মর্ত্তব্য।

১। প্রণবে।

মাতৃকাপুটিতং কৃত্বা অষ্টোত্তরশতং জপেৎ।
সহস্রং বা জপেদ্দেবি মন্ত্রদোষোপশান্তয়ে ॥ ৫৫
অনুলোম-বিলোমেন মাতৃকায়াং জপেৎ সুধীঃ।
অষ্টবর্গা[১] ভবেৎ সিদ্ধিঃ সর্ব্বকামফলং লভেৎ ॥ ৫৬
তারায়াশ্চ মহাদেব্যা মহাবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
পঞ্চাক্ষরী মহাবিদ্যা পঞ্চভূত-প্রকাশিনী[২] ॥ ৫৭
পঞ্চরশ্মির্মহাবিদ্যা পঞ্চরশ্মি-সমন্বিতা।
কালিকা তারিণীমন্ত্রমভেদেন সুরেশ্বরি ॥ ৫৮
মন্ত্রার্থঞ্চ বিজানীয়াৎ শতভেদা জগন্ময়ী।
যথা কালী তথা তারা তথা মন্ত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৫৯
সাধনং মন্ত্রতন্ত্রঞ্চ মন্ত্রার্থঞ্চ সুরেশ্বরি।
তব স্নেহাৎ প্রবক্ষ্যামি রহস্যং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৬০

ইতি কুব্জিকাতন্ত্রে পার্ব্বতী-পরমেশ্বর-সংবাদে দ্বিতীয়ঃ পটলঃ।

হে মহেশ্বরি! মন্ত্র সগুণ এবং নির্গুণভেদে দ্বিবিধ। নিম্নোক্ত যে কোন প্রকারে মন্ত্রজপ করিলে মন্ত্রসিদ্ধি লাভ হইবে। মন্ত্রদোষ শান্তির নিমিত্ত মন্ত্রকে অনুলোম ও বিলোমে মাতৃকাবর্ণ পুটিত করিয়া, অষ্টোত্তর শত বা অষ্টোত্তর সহস্রবার জপ করিবে। [তৎপর সাধক কেবল মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে]। ইহার ফলে অষ্টবর্গসিদ্ধি লাভ হয় এবং সুধী সাধক সর্ব্বাভীষ্ট ফল লাভ করে। ৫৪-৫৬

মহাদেবী তারার পঞ্চাক্ষর মন্ত্রই মহামন্ত্র বা মহাবিদ্যা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তারার পঞ্চাক্ষর মহামন্ত্র পঞ্চভূত-প্রকাশিনী। ৫৭

মহামন্ত্ররূপী প্রণব পঞ্চরশ্মি সমন্বিত হইয়া বিরাজ করে। হে সুরেশ্বরি! সৃষ্টিপ্রকাশে জগন্মাতা অনন্তভেদ-সমন্বিতা হইলেও কালী ও তারার মন্ত্রার্থ সম্পূর্ণ অভেদাত্মক জানিবে। যিনি কালী তিনিই তারা এবং এতদুভয়ের একের মন্ত্রই অন্যের মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ৫৮-৫৯

হে সুরেশ্বরি! মন্ত্রার্থ এবং মন্ত্রতন্ত্রের এই পরমাশ্চর্য্য সাধনরহস্য কেবলমাত্র তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ আমি প্রকাশ করিলাম। ৬৯

কুব্জিকাতন্ত্রে পার্ব্বতী-পরমেশ্বর-সংবাদে দ্বিতীয় পটল সমাপ্ত।

১। অষ্টবর্গে। ২। প্রণাশিনী।

তৃতীয়ঃ পটলঃ

অথ মন্ত্রার্থকথনম্

শ্রীশিব উবাচ—

অথ বক্ষ্যে মহেশানি মন্ত্রার্থং মহদুত্তমম্ ।
ভুবনেশী মহাবিদ্যা সর্ব্বাম্নায়ৈ র্নমস্কৃতা ॥ ১
হ-কারো ব্রহ্মরূপশ্চ সর্ব্ববিশ্ব-প্রকাশকঃ ।
রেফশ্চন্দ্রমসো জ্যোতিঃ ঈ-কারঃ[১] পরমঃ পুনঃ ॥ ২
নির্গুণো নাদবিন্দুশ্চ পরমাহ্লাদ-কারকঃ ।
ব্রহ্মণোপাসিতা বিদ্যা শাপগ্রস্তা বরাননে ॥ ৩
ঐ-কারাৎ পৃথিবী দেবী বিশ্বরূপা সনাতনী ।
যোনিরূপা মহাদেবী মহাপাতক-নাশিনী ॥ ৪
হ-কারঃ পরমো[২] বিন্দুঃ রেফোঽয়ং পরিপালকঃ ।
ঈ-কারেণ মহাদেবি সকলার্থ-প্রদায়িনী ॥ ৫
শিবেনোপাসিতা বিদ্যা পরমার্থ-প্রদায়িনী ।
আং-[৩]কারাৎ সূর্য্যরূপা চ মায়া বিশ্বপ্রকাশিনী ॥ ৬

শিব কহিলেন—হে মহেশানি ! অনন্তর আমি সর্ব্বাম্নায়-নমস্কৃতা মহাবিদ্যা ভুবনেশ্বরীর মন্ত্রের মহান ও অত্যুত্তম মন্ত্রার্থ বলিতেছি, শ্রবণ কর । ১

হ-কার সর্ব্ববিশ্ব-প্রকাশক ব্রহ্মস্বরূপ, র—চন্দ্রজ্যোতি-স্বরূপ এবং ঈ-কার ব্রহ্মস্বরূপ । নাদ-বিন্দু পরমানন্দময় নির্গুণ চিৎশক্তিস্বরূপ । ইহা শাপগ্রস্ত ব্রহ্মার উপাসিত মন্ত্র । [হ্রীং] । ২

ঐ-কার দেবী ধরিত্রী এবং মহাপাতকনাশিনী যোনিরূপা আদ্যাশক্তি । [হ্রৈং] । ৩

হ-কার পরমবিন্দু বা নাদ এবং র—তাহার পরিপালক । হে মহাদেবি ! ঈ-কার সকলার্থ-প্রদায়িনী ॥ [হ্রীং] । ৫

এই মন্ত্র শিবোপাসিত বিদ্যা । ইহা পরমার্থ প্রদায়ক । আং—ইহা সূর্য্য-স্বরূপা এবং বিশ্বপ্রকাশিনী মহামায়া । ৬

১। জ্যোতিরীকারঃ। ২। পরমা ইত্যপি পাঠঃ। ৩। আঁ ইত্যাকারশ্চ দৃশ্যতে।

ক্রোং[১] কারং জনিকাশক্তিঃ কামাখ্যা মোক্ষদা স্মৃতা।
শ-কারঃ কৃষ্ণরূপোঽসৌ সর্ব্বজন্তুহিতে রতঃ ॥ ৭
ঈ-কারে স্থিতিরূপা চ রেফো নিত্যং সনাতনঃ।
চিদ্রূপা নাদশক্তিশ্চ পরমাহ্লাদদায়িনী ॥ ৮
লক্ষ্মীরূপা মহাদেবি[২] চতুর্ব্বর্গ-প্রদায়িনী।
হ-কারো বাসুদেবশ্চ রেফঃ সৃষ্টি-প্রদায়কঃ ॥ ৯
ঈ-কারে ত্রিপুরাদেবী নাদবিন্দু-শিবাত্মিকা।
ল-কারে পালিকাশক্তি র্মকারে নাশকারিণী ॥ ১০
নমশ্চ কামদঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বার্থসাধনোত্তমঃ।
ভ-কারে[৩] তারিণী দেবী বিশ্বস্য প্রাণবল্লভে ॥ ১১
উ-কারে ভগবতী দেবী ব-কারে বরুণাত্মিকা।
ঈ-কারে মাতৃকাদেবী জগতাং জননী স্মৃতা ॥ ১২
ম-কারে শিবরূপা চ শিবং বিশ্বস্য দায়িনী।
অ-কারে[৪] রুদ্ররূপা চ বিশ্বস্য নাশরূপিণী ॥ ১৩

ক্রোং কামরূপী এবং মোক্ষদায়িনী কামাখ্যাস্বরূপা। শ-কার সর্ব্বভূতহিতে রত কৃষ্ণরূপী। ৭

ঈ-কার স্থিতিরূপা বৈষ্ণবী শক্তি, র—নিত্য ও সনাতন সত্ত্বাস্বরূপ। নাদ চিৎস্বরূপা এবং পরমাহ্লাদ-দায়িনী। [শ্রীং]। ৮

হে মহাদেবি! শ্রীং বীজ লক্ষ্মীস্বরূপা ও চতুর্ব্বর্গ-প্রদায়িনী, হ-কার বাসুদেব এবং র-কার সৃষ্টি-প্রদায়ক। ৯

ঈ-কার স্বয়ং ত্রিপুরা দেবী এবং নাদবিন্দু শিবশক্তিরূপিণী। [হ্লীং]। ন-কার পালিকা শক্তি এবং ম-কার সর্ব্ববিনাশিনী রুদ্রশক্তি। নমঃ ইহা কাম ও সর্ব্বার্থদায়ক। [নমঃ]। হে বিশ্বপ্রাণবল্লভে! ভ-কার স্বয়ং তারিণী দেবী। ১০-১১

উ-কার দেবী ভগবতী এবং ব-কার বরুণাত্মিকা শক্তি। ঈ-কার জগজ্জননী মাতৃকারূপা। ১২

১। ক্রোং ইত্যাকারশ্চ লিখ্যতে। ২। মহাদেবী। ৩। ত-কারে।
৪। আ-কারে।

ই-কারে[১] যোগিনী দেবী যোগীনাং যোগরূপিণী ।
এ-কারে জননীদেবী বিশ্বোৎপন্না তু মাতৃকা ॥ ১৪
শ-কারে[২] বিশ্বশক্তিশ্চ ব-কারে পরিপালিনী ।
রেফে চ জ্ঞানদাদেবী সর্ব্বজ্ঞান-প্রকাশিনী ॥ ১৫
ঈ-কারে চ মহাদেবি চৈতন্যানন্দ-বর্দ্ধিনী ।
আশু[৩] শৃণু মহাদেবি ! রেফে চ প্রাণবল্লভঃ ॥ ১৬
ন-কারে নন্দিনী দেবী সর্ব্বেষাং নন্দবর্দ্ধিনী ।
স্বাহা চৈব[৪] মহাবিদ্যা অগ্নিজিহ্বা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১৭
প্রণবাদ্যা মহাবিদ্যা জ্ঞানিনাং জ্ঞানদা মতা ।
মায়াবীজং যদা দেবি[৫] চতুর্ব্বর্গ-প্রদায়িনী ॥ ১৮
শ্রীবীজাদ্যা যদা দেবী তদা সম্পত্তিদায়িনী ।
প্রণবে পুটিতাং বিদ্যাং সহস্রং প্রজপেৎ সুধীঃ ॥ ১৯
সর্ব্বদোষোপশান্ত্যর্থং ফলদঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ।
ভুবনেশী যদা দেবী[৬] চান্নপূর্ণা তথা পরাম্ ॥ ২০

ম-কার শিবরূপা এবং বিশ্বকল্যাণ-দায়িনী । অ-কার* বিশ্বধ্বংসী নাশরূপা রুদ্রাণী । ১৩

ই-কার স্বয়ং যোগিনী দেবী এবং যোগিদিগের যোগরূপিণী । এ-কারে বিশ্বোৎপন্না জননী মাতৃকাদেবী । ১৪

শ-কার বিশ্বশক্তি, ব-কার পরিপালিনী শক্তি, র—জ্ঞানপ্রকাশিনী জ্ঞানদা-দেবী । ১৫

হে মহাদেবি ! ঈ-কার চৈতন্য এবং আনন্দবর্দ্ধিনী । হে মহাদেবি ! এখন শ্রবণ কর ; র-কার প্রাণবল্লভ । ১৬

ন-কার সর্ব্বভূতের আনন্দবর্দ্ধক নন্দিনীদেবী । স্বাহা—অগ্নিজিহ্বারূপী মহাবিদ্যা । ১৭

এই মন্ত্রের আদিতে প্রণব যোগ করিলে তাহা জ্ঞানীদিগের জ্ঞানদায়িনী মহামন্ত্র বলিয়া কথিত হয় । এই মন্ত্রের আদিতে মায়াবীজ [হ্রীং] যোগ করিলে তাহা চতুর্ব্বর্গ-প্রদায়ক হইয়া থাকে । ১৮

১। হ-কারে। ২। গ-কারে ইতি পাঠস্তু ভ্রম এব। ৩। অন্যে। ৪। ঈ-কারে চ ইতি পাঠান্তরম্। ৫। দেবী। ৬। ভুবনেশীং যদা দেবীং ইতি চ পাঠঃ।
* পাঠান্তর মতে আ-কার।

সরস্বতীং তথা পদ্মাং বিদ্যাঞ্চৈব ত্রিশক্তিকাম্ ।
আদ্যাঞ্চৈব মহাদেবীং জানীয়াৎ সুরসুন্দরি ॥ ২১
ত্রিপুটাঞ্চ তথা দুর্গাং ত্বরিতাং ভুবনেশ্বীরম্ ।
জানীয়াত্তু মহাদেবীং সত্যং সত্যং সুনিশ্চিতম্ ॥ ২২
ত্রিপুটায়াং কামবীজং কেবলং কামনার্থদম্ ।
শ্রীবীজঞ্চ মহাদেবি ! শ্রীদেবী[১] পরিকীর্ত্তিতা ॥ ২৩
ত্বরিতায়া[২] মহাদেবি মায়াবীজং স্ববীজকম্[৩] ।
ত্রিশক্তিঃ প্রণবো দেবি মুক্তিদো ভাস্বতোপমঃ[৪] ॥ ২৪
খেচরং চ মহাদেবি ! খেচরং পরিকীর্ত্তিতম্ ।
বধূবীজং মহেশানি ! অস্ত্ররূপং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৫

এই মন্ত্রের আদিতে শ্রীবীজ [শ্রীং] যোগ করিলে তাহা সম্পত্তিদায়িনী হইয়া থাকে। সুধী সাধক মন্ত্রদোষ শোধনার্থ প্রথমে উক্ত মন্ত্রকে প্রণব-পুটিত করিয়া অষ্টোত্তর সহস্র জপ করিবে। তাহা হইলে মন্ত্র যথাযথ ফলদায়ক হইয়া থাকে। যিনি ভুবনেশী [ভুবনেশ্বরী] তিনিই পরাশক্তিরূপিণী দেবী অন্নপূর্ণা। ১৯-২০

যিনি ভুবনেশ্বরী, তিনিই সরস্বতী এবং তিনিই পদ্মাবতী [লক্ষ্মী]। ভুবনেশ্বরী—অন্নপূর্ণা, সরস্বতী এবং লক্ষ্মী—এই ত্রিশক্তিরূপে প্রকাশিতা। হে সুরসুন্দরী! ভুবনেশ্বরীকে আদ্যাশক্তি বলিয়া জানিবে। ২১

একথা সুনিশ্চিত এবং ধ্রুব সত্য জানিবে যে যিনি মহাদেবী ভুবনেশ্বরী তিনিই ত্রিপুটা, ত্বরিতা ও দুর্গা। ২২

ত্রিপুরামন্ত্রে কামবীজ, কাম ও অর্থপ্রদায়ক। হে মহাদেবী! শ্রীং বীজ শ্রীদেবীরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ২৩।

হে মহাদেবি! ত্বরিতা মন্ত্রে মায়াবীজ [হ্রীং] কে ত্বরিতাবীজ জানিবে। হে দেবি! ত্রিশক্তি [হ্রীং, শ্রীং, ক্লীং] যুক্ত প্রণব [ওঁ] পরম জ্যোতি-স্বরূপ এবং মোক্ষদাতা। ২৪

হে মহাদেবি! হসখ ফ্রেং ইহা খেচরী বা-বীজ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। হে মহেশানি! বধূবীজ [স্ত্রীং] অস্ত্ররূপী। ২৫

১। শ্রীর্দেবী ইতি চ পাঠভেদঃ। ২। ত্বরিতায়াং ইতি চ পাঠঃ।
৩। মায়াবীজং চ বীজকম্ ইত্যপি পাঠান্তরম্। ৪। মুক্তিদং প্রেতবীজকম্।

দুর্গায়াশ্চ মহামন্ত্রো মহাদুর্গস্য তারকঃ।
প্রণবো ব্রহ্মরূপশ্চ মায়াবীজং চ মুক্তিদম্ ॥ ২৬
হ্রীঁ বীজঞ্চ মহেশানি সর্ব্বদুর্গতিতারকম্।
দুর্গাদুর্গস্য হন্ত্রী চ ঐং-কারো বিশ্ব-রূপকঃ ॥ ২৭
নমো মোক্ষপ্রদাতা চ মহামন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
মহিষমর্দ্দিনী দেবী দুর্গাবৎ পরিকীর্ত্তিতা।
আরাধনেন দেবেশি চতুর্ব্বর্গফলং লভেৎ ॥ ২৮
অথ বক্ষ্যে মহামন্ত্রং নির্গুণং পরমং পুনঃ ॥ ২৯
শ্রীদেব্যাশ্চ মহেশানি মন্ত্রার্থং মন্ত্রমুত্তমম্।
হ-কার কেবলঃ[1] দেবি নির্গুণঃ[2] পরমাক্ষরঃ ॥ ৩০
শ্রূয়তাং সাবধানেন নির্ব্বাণ-পদদায়কম্[3]।
স-[4]কারে নির্গুণা দেবী ঈ-কারে নির্গুণা সদা ॥ ৩১
ণ-কারে নির্গুণা সা তু শ্রূয়তাং গিরিনন্দিনি।
মায়াবীজন্তু সগুণং শিবশক্তি-যুতং প্রিয়ে ॥ ৩২

দুর্গার মহামন্ত্র * মহাদুর্গতি নাশক। প্রণব ব্রহ্মস্বরূপ এবং মায়াবীজ [হ্রীং] মোক্ষদায়ক। ২৬

হে মহেশানি! হ্রীং বীজ সর্ব্বদুর্গতি হইতে ত্রাণ করে এবং দুর্গা সর্ব্বদুর্গতি হরণ করেন। ঐং-বীজ বিশ্বরূপক। ২৭

নমঃ মোক্ষপ্রদায়ক। [ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ নমঃ] এই দুর্গার মহামন্ত্র কথিত হইল। হে দেবি! মহিষমর্দ্দিনীর আরাধনা দ্বারা ও দুর্গামন্ত্রের ন্যায় চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্তি হয়। ২৮

হে মহেশানি! অনন্তর আমি নির্গুণ ও পরমাশক্তি শ্রীবিদ্যার মহামন্ত্রের মন্ত্রার্থ বলিতেছি। হ-কার কেবল মাত্র নির্গুণ পরমাক্ষর স্বরূপ। ২৯-৩০

হে পার্ব্বতি! একাগ্রচিত্তে নির্ব্বাণপদ-প্রদায়ক বীজসমূহ শ্রবণ কর। স-কার এবং ঈ-কার উভয়ই নির্গুণা আদ্যাশক্তি। হে গিরিনন্দিনি! হে প্রিয়ে! ণ-কার ও আদ্যাশক্তির নির্গুণাত্মক অভিব্যক্তি। কিন্তু মায়াবীজ সগুণাত্মক এবং শিবশক্তিময়। ৩১-৩২

১। কেবলং ইতি চ পাঠঃ। ২। নির্গুণং। ৩। দায়কঃ। ৪। ভ-কারে।
* দুর্গাবীজ—দুং। মতান্তরে দূং। দুর্গামন্ত্র—ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ নমঃ।

হ-কারঃ পরমব্রহ্ম নির্গুণশ্চ সনাতনঃ।
স-কারঃ শম্ভুরিত্যুক্তো নির্গুণশ্চ নিরঞ্জনঃ ॥ ৩৩
ল[১]-কারে নির্গুণা দেবী নির্লেপা নিষ্কলা পরা[২]।
মায়াবীজন্তু দেবেশি নির্গুণং পরমাত্মকম্ ॥ ৩৪
স[৩]-কারঃ শান্তিদো দেবঃ সর্ব্বশান্তি-প্রদায়কঃ ॥
কেবলং ব্রহ্মরূপশ্চ সত্যং দেবি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫
ক-কারঃ কামদেবোঽসৌ সর্ব্বেষাং কামদঃ স্মৃতঃ।
ল[৪]-কারে কামিনী দেবী সর্ব্বেষাং কামরূপিণী ॥ ৩৬
কামাখ্যা মোক্ষদাত্রী চ কামস্য পালিনী সদা।
ভুবনেশী মহাবীজং চৈতন্যানন্দবর্দ্ধকম্[৫] ॥ ৩৭
পঞ্চদশাক্ষরী বিদ্যা কামেনোপাসিতা ধ্রুবম্।
ঈ-কারাদ্যা মহাবিদ্যা হ[৬]-কারাদ্যা মহেশ্বরি ॥ ৩৮
অগস্ত্যোপাসিতা বিদ্যা ভুবনত্রয়দুর্ল্লভা।
ত্রিকুটাদ্যৈ ঈ-কারোঽয়ং স-কারশ্চ ত্রিকুটকে ॥ ৩৯

হ-কার সনাতন নির্গুণ পরমব্রহ্মস্বরূপ। স-কার স্বয়ং শম্ভুরূপী নির্গুণ নিরঞ্জন। ৩৩

ল-কারে দেবী নির্গুণা নির্লেপা এবং নিষ্কলারূপে প্রকাশিত। হে দেবেশি! মায়াবীজ নির্গুণ পরমাত্মারূপী। ৩৪

হে দেবি! হ-কার সর্ব্বশান্তি-প্রদায়ক এবং কেবল ব্রহ্মরূপী। ইহা ধ্রুব সত্য এবং এতদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ৩৫

ক-কার কামদেব-স্বরূপ এবং সকলের কামনা-প্রদায়ক। ল-কার সকলের কামরূপিণী কামিনী। ৩৬

কামাখ্যা মোক্ষদাত্রী এবং কাম-প্রতিপালিকা। ভুবনেশ্বরীর মহাবীজ [হ্রীং] চৈতন্য এবং আনন্দবর্দ্ধক। ৩৭

ভুবনেশ্বরীর পঞ্চদশাক্ষর মন্ত্র কামদেবের ধ্রুব উপাস্য। হে মহেশ্বরি! এই মন্ত্রের আদিতে ঈ-কার এবং হ-কার যোগ করিলে, তাহা ভুবনত্রয়-দুর্লভ

১। পুঁথিতে ল এবং ন এই উভয় অক্ষর একই প্রকারে লিখিত হইয়াছে।
২। নিষ্কলাত্মিকা। ৩। স। ৪। ন (?) ৫। বর্দ্ধনং ইতি চ পাঠভেদঃ।
৬। ত্র।

হ-কারো জ্যোতীরূপোঽয়ং শ্রূয়তাং বরবর্ণিনি ।
ক-কারে চ মহাদেবি কেবলং কামনার্থকঃ ॥ ৪০
হ-কারশ্চ মহেশানি শম্ভুর্দেবো মহেশ্বরি ।
এ-কারে নবত্বর্গা চ ঈ-কারে শম্ভু[২]মাতৃকা ॥ ৪১
কেবলং মোক্ষদা দেবি ল-[৩]কারে বিশ্বরূপিণী ।
মায়াবীজং মহেশানি ত্রিশক্তিঃ পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৪২
হ-কারে চ ক-কারে চ এ[৪]-কারে চ মহেশ্বরি ।
ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী দেবী রুদ্রাণী পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৪৩
ঈ-কারে চ ম-কারে চ মায়াবীজেন সুন্দরি !
ব্রহ্মাবিষ্ণুর্মহেশশ্চ সত্যং দেবি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৪
স-কারে চ ক-কারে চ এ-কারে চ সুরেশ্বরি ।
ব্রহ্মশক্তি র্বিষ্ণুশক্তি র্মাহেশী চ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৪৫

অগস্ত্যোপাসিত ভুবনেশ্বরী মন্ত্র হয়। এই মন্ত্রের আদিতে হ-কার ও স-কার যোগ করিলে, তাহা ত্রিকুটা মন্ত্র হয়। ৩৮-৩৯

হে বরবর্ণিনি ! হে মহাদেবি ! শ্রবণ কর। হ-কার জ্যোতিঃস্বরূপ এবং ক-কার কাম ও অর্থ-প্রদায়ক। ৪৯

হে মহেশানি ! হে মহেশ্বরি ! হ-কার দেবতা শম্ভুস্বরূপ, এ-কার নবত্বর্গা এবং ঈ-কার শম্ভু [পাঃ-নব] মাতৃকারূপী। ৪১

হে দেবি ! ল-কার বিশ্বরূপিণী এবং মোক্ষদায়িনী। হে মহেশানি ! মায়াবীজ [হ্রীং] ত্রিশক্তিরূপিণী। ৪২

হে মহেশ্বরি ! হ-কার, ক-কার এবং এ-কার যথাক্রমে ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী এবং রুদ্রাণীরূপে কথিত হইয়া থাকে। ৪৩

হে দেবি ! ঈ-কার, ম-কার এবং মায়াবীজ [হ্রীং] যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর-স্বরূপ। ইহা ধ্রুব সত্য এবং এতদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। ৪৪

হে সুরেশ্বরি ! স-কার, ক-কার এবং এ-কার যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের শক্তি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ৪৫

১। নব। ২। ন (?) ৩। ল।

মনুপ্রতিষ্ঠিতা বিদ্যা চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদা।
নিষ্কলা চ মহেশানি সকলা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৪৬
স-কারাদ্যা মহাবিদ্যা মায়াদ্যা চ সুরেশ্বরি।
সর্ব্বসম্পৎপ্রদা দেবী চন্দ্রলোকে প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৪৭
হ-কারাদ্যা মহেশানি ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকা।
মায়ান্তা চ মহেশানি ত্রিশক্তিঃ পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৪৮
ব্রহ্মরূপা মহাবিদ্যা কুবেরোপাসিতা ধ্রুবম্।
ধনদাত্রী মহাদেবী ত্রিবর্গ-ফলদায়িনী ॥ ৪৯
হ-কারাদ্যা ক-কারাদ্যা স-কারাদ্যা সুরেশ্বরি।
পূর্ণরূপা মহারূপা মহামায়া প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৫০
মায়ান্তা চ মহাদেবী নির্গুণা সগুণা সতী।
লোপামুদ্রা মহেশানি বিষ্ণুলোকে সুদুর্লভা ॥ ৫১
ত্রিকূটা চ মহাদেবী[১] শ্রূয়তাং বরবর্ণিনি।
স-কারাদ্যা মহেশানি সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মিকা ॥ ৫২

হে মহেশানি! মনু এই মন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহা চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদা এবং নিষ্কলা হইলেও সকলারূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। ৪৬

হে সুরেশ্বরি! আদিতে স-কার ও মায়াবীজ [হ্রীং] যুক্ত এই মন্ত্র সর্ব্ব-সম্পৎপ্রদা। এই মন্ত্র চন্দ্রলোকে প্রতিষ্ঠিত আছে। ৪৭

হে মহেশানি! অদিতে হ-কার যুক্ত হইলে তাহা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাত্মক হইয়া থাকে এবং এই মন্ত্রের অন্তে হ্রীং থাকিলে তাহা ত্রিশক্তি-স্বরূপিণী হইয়া থাকে। ৪৮

ত্রিশক্তি [হ্রীং] যুক্ত এই মহামন্ত্র কুবেরারাধিত মন্ত্র। এই মন্ত্র ধন এবং ত্রিবর্গফল দান করে। ৪৯

হে সুরেশ্বরি! মন্ত্রের আদিতে হ, ক ও স থাকিলে তাহা পূর্ণাঙ্গী মহা-মায়ার মহারূপ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ৫০

হে মহেশানি! মন্ত্রের অন্তে মায়াবীজ হ্রীং থাকিলে তাহা মহাদেবীর নির্গুণাত্মক মন্ত্র হইলেও সগুণাত্মক বলিয়া পরিগণিত হয়। ইহাকে লোপা-মুদ্রা মন্ত্র কহে। ইহা বিষ্ণুলোকেও সুদুর্লভ। ৫১

১। মহাদেবি।

মায়ান্তে চ মহাদেবী[১] ব্রহ্মাণী[২] বৈষ্ণবী শিবা।
মঙ্গলোপাসিতা বিদ্যা সর্ব্বেষামানন্দবর্দ্ধিনী ॥ ৫৩
জ্ঞানদাত্রী মহাদেবী পূর্ণরূপা ফলপ্রদা।
ক-কারে চ এ-কারে চ ঈ-কারে চ সুরেশ্বরি ॥ ৫৪
পালনী কারিণী[৩] দেবী নাশিনী চ সুরেশ্বরি।
স-কারে ভীমরূপা চ মায়া চৈব সনাতনী ॥ ৫৫
ত্রিকুটস্থং কামবীজ-মহাযোগ-স্বরূপকম্।
সর্ব্বস্মিন্নেব মন্ত্রে তু নাদশ্চৈতন্যরূপকম্[৪] ॥ ৫৬
বিন্দুর্ব্রহ্ম মহাদেবি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।
সূর্য্যেণোপাসিতা বিদ্যা আয়ুরারোগ্যবর্দ্ধিনী[৫] ॥ ৫৭
কামাখ্যা মোক্ষদা দেবি[৬] ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকা।
মোক্ষদা নাদশক্তিশ্চ কেবলং ব্রহ্মরূপকম্ ॥ ৫৮

হে বরবর্ণিনি! ত্রিকুটা মহাদেবীর মন্ত্র শ্রবণ কর! হে মহেশানি! আদিতে স-কার যুক্ত হইলে তাহা সৃষ্টি স্থিতি ও লয়াত্মক হইয়া থাকে। ৫২

মন্ত্রের অন্তে মায়াবীজ হ্রীং থাকিলে তাহা ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও রুদ্রাণী-রূপিণী শক্তি বলিয়া কথিত হয়। ইহা মঙ্গল কর্ত্তৃক উপাসিত বিদ্যা এবং সকলের আনন্দবর্দ্ধনকারিণী। ৫৩

ত্রিকূটা মহাদেবী জ্ঞানদাত্রী এবং পূর্ণফলপ্রদা। হে সুরেশ্বরি! ক-কার, এ-কার এবং ঈ-কার যথাক্রমে পালিনী, সৃষ্টি এবং নাশিনী শক্তি। স-কার ভীমরূপা এবং মায়া [হ্রীং] সনাতনী আদ্যাশক্তি। ৫৪-৫৫

ত্রিকুটস্থ কামবীজ [ক্লীং] মহাযোগ স্বরূপ। উক্ত সমস্ত মন্ত্রেই নাদ চৈতন্যরূপী। ৫৬

হে মহাদেবি! বিন্দু [চন্দ্রবিন্দু] ব্রহ্মস্বরূপ। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা ধ্রুব সত্য। ইহা সূর্য্য কর্ত্তৃক উপাসিতবিদ্যা। ইহা আয়ু এবং আরোগ্যবর্দ্ধক। ৫৭

হে দেবি! কামাখ্যা [কালী] মোক্ষদায়িনী এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাত্মিকা। নাদশক্তি ও মোক্ষদায়িনী এবং কেবল ব্রহ্মস্বরূপ। ৫৮

১। মহাদেবি। ২। ব্রাহ্মণী। ৩। কারণী। ৪। রূপকঃ।
৫। মোক্ষদা। ৬। দেবী।

বীজদ্বয়ে সুরেশানি ধনেশী চ প্রকীর্ত্তিতা।
বীজত্রয়ে মহাদেবি! ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী শচী ॥ ৫৯
ক-কারে কালিকা দেবী এ-কারে বাক্যরূপিণী।
ঈ-কারে ভৈরবী মায়া দেবী নির্ব্বাণরূপিণী ॥ ৬০
হ-কারে বৈষ্ণবী দেবী স-কারে চ সরস্বতী।
ক-কারে কমলা দেবী হ-কারে হাকিনী তথা ॥ ৬১
ল-কারে নির্গুণা দেবী সাক্ষান্মোক্ষপ্রদায়িনী।
বীজান্যন্যানি দেবেশি ভুক্তিদং মুক্তিদং স্মৃতম্ ॥ ৬২
যতি র্বা ভূপতির্বাপি নান্যঃ শক্তঃ সুরেশ্বরি।
শূদ্রশ্চাপি মহেশানি ন কুর্য্যান্মন্ত্রচিন্তনম্ ॥ ৬৩
রাজ্যং দেয়ং মহেশানি ন দদ্যাৎ ষোড়শাক্ষরম্।
শিরো দেয়ং মহেশানি ন প্রকাশ্যং সুরেশ্বরি ॥ ৬৪
তব স্নেহান্মহাদেবি কথিতং বরবর্ণিনি।
অথ বক্ষ্যে জগদ্ধাত্রি! ভৈরব্যা মন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ৬৫

হে সুরেশানি! উক্ত বীজদ্বয়কে ধনেশী বলা হয়। হে মহাদেবি! উক্ত বীজত্রয়ে ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী এবং শচী-শক্তি বিদ্যমানা। ৫৯

ক-কার স্বয়ং কালিকাদেবী, এ-কার বাক্‌শক্তিরূপিণী, ঈ-কার নির্ব্বাণ-রূপিণী মায়া ও ভৈরবী দেবী। ৬০

হ-কার বৈষ্ণবীরূপিণী, স-কার দেবী সরস্বতী, ক-কার কমলা [লক্ষ্মী] দেবী এবং হ-কার হাকিনী শক্তি ॥ ৬১

ল-কার সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রদায়িনী নির্গুণা শক্তি। হে দেবেশি! অন্যান্য বীজও ভোগ ও মোক্ষপ্রদ জানিবে। ৬২

হে সুরেশ্বরি! কেবলমাত্র যতি এবং নরপতিই এই মন্ত্রসাধনে সক্ষম। অন্য কেহ এই মন্ত্রসাধনে সক্ষম নহে। হে মহেশানি! শূদ্র কখনও এই মন্ত্র চিন্তা করিবেন না। ৬৩

হে মহেশানি! রাজ্য প্রদান করিবে অথবা নিজের শিরও প্রদান করিবে, কিন্তু কখনও এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্র কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। ৬৪

হে বরবর্ণিনি! তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্র প্রকাশ করিলাম। অনন্তর জগদ্ধাত্রী ভৈরবীর উত্তম মন্ত্র বলিতেছি। ৬৫

৩

যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ রাজ্যভোগফলং লভেৎ ।
মুক্তিদং কামদং দেবি পরমানন্দকারকম্ ॥ ৬৬
হ্-কারশ্চ স-কারশ্চ র-কারশ্চ মহেশ্বরি ।
শিবঃ পরাশিব[১]শ্চৈব পরাপরঃ শিবঃ পুনঃ ॥ ৬৭
এ-কারঃ শক্তিরূপা চ নাদ-বিন্দুঃ সনাতনী ।
হ্-কারশ্চ স-কারশ্চ ক-কারশ্চ মহেশ্বরি ॥ ৬৮
পরা চ পরমা চৈব ঈশ্বরী পরিকীর্ত্তিতা ।
র-কারশ্চ ঈ-কারশ্চ ভৈরবী ভয়নাশিনী ॥ ৬৯
সম্পৎপ্রদা যদা দেবী তদা সম্পৎপ্রদায়িনী ।
চৈতন্যভৈরবীমন্ত্রং কেবলং মোক্ষসাধনম্ ॥ ৭০
কামেশ্বরীমহামন্ত্রং নাদবিন্দুস্বরূপকম্ ।
চতুর্ব্বর্গপ্রদং দেবি শৃণুষ্ব হরবল্লভে ॥ ৭১
ষট্‌কুটা ভৈরবী দেবী ষট্‌কর্ম্ম-ফলদায়িনী ।
ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী চৈব রুদ্রাণী পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৭২

এই মন্ত্রের জ্ঞান লাভ করিলে রাজ্যভোগরূপ ফল লাভ হয়। এই মন্ত্র কাম্যফলদাতা, মুক্তিদাতা এবং পরমানন্দদায়ক। ৬৬

হে মহেশ্বরি! হ-কার, স-কার, র-কার যথাক্রমে শিব, পরাশিব এবং পরাপর শিবরূপী। ৬৭

এ-কার শক্তিস্বরূপা এবং নাদবিন্দু সনাতনী আদ্যাশক্তি। হে মহেশ্বরি! হ-কার, স-কার এবং ক-কার যথাক্রমে পরাশক্তি, পরমাশক্তি এবং ঈশ্বরী নামে কথিত হইয়া থাকে। র-কার এবং ঈ-কার যথাক্রমে ভৈরবী ও ভয়বিনাশিনী। ৬৮-৬৯

যখন দেবী সম্পৎপ্রদা হন তখন র-কার ও ঈ-কার সম্পৎপ্রদায়িনী হইয়া থাকে। চৈতন্যভৈরবী মন্ত্র মোক্ষপ্রদায়ক। ৭০

কামেশ্বরী মহামন্ত্র নাদবিন্দু-স্বরূপ। হে দেবি! হে হরবল্লভে! চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদা, ষট্‌কর্ম্ম-ফলদায়িনী ষট্‌কুটা-ভৈরবীর মন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। ষট্‌কুটা ভৈরবী একাধারে ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও রুদ্রাণী বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ৭১-৭২

১। পরাপর

ভোগদা মোক্ষদা দেবী প্রথমে ভোগদায়িনী।
মধ্যমে ভোগদা প্রোক্তা অন্তে চ মোক্ষদা[১] স্মৃতা ॥ ৭৩
নাদবিন্দু-সমাযোগাচ্চতুর্বর্গ-ফলপ্রদা।
রুদ্রাণী বৈষ্ণবীমন্ত্র-শ্চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদঃ ॥ ৭৪
হ-কারে চ স-কারে চ খ-কারে চ মহেশ্বরি।
ফ-কারে চ র-কারে চ নাদবিন্দু-সমন্বিতা ॥ ৭৫
হাকিনী শাকিনী চৈব ডাকিনী চ মহেশ্বরি।
প্রেতবীজ-সমাযোগাৎ পঞ্চ প্রেতাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৭৬
ভুবনেশী-ভৈরবীণাং মন্ত্রশ্চ ভূপ্রদায়কঃ।
হস কামস্বরূপশ্চ কলরী রাজ্যভোগদা ॥ ৭৭
প্রেতবীজং মহাদেবঃ সর্ব্বদুর্গতিনাশকঃ।
নাদঃ শক্তিকলা চৈব বিন্দুরূপঃ সদাশিবঃ ॥ ৭৮
ত্রিপুরা-বালিকা-মন্ত্রং শৃণুম্ব হরবল্লভে।
অষ্টবর্গপ্রদো মন্ত্রঃ সাধকো[২] মন্ত্রনায়কঃ ॥ ৭৯

ষট্‌কুটা ভৈরবী ভোগ এবং মোক্ষ প্রদায়িনী। তিনি প্রথমে এবং মধ্যভাগে ভোগ এবং অন্তিমকালে মোক্ষ প্রদান করেন। ৭৩

নাদবিন্দু সহযোগে এই মন্ত্র চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদান করে। ইহা একাধারে চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ রুদ্রাণী ও বৈষ্ণবী মন্ত্র। ৭৪

হে মহেশ্বরি! নাদবিন্দু সমন্বিত হ-কার, স-কার, খ-কার ফ-কার ও র-কার—ইহারা হাকিনী, শাকিনী ও ডাকিনী শক্তি। প্রেতবীজ [হসৌঁ] সহযোগে ইহারা পঞ্চপ্রেত নামে কথিত হইয়া থকে। ৭৫-৭৬

ভুবনেশী-ভৈরবীর মন্ত্র পৃথিবী-প্রদায়ক। হস এই বর্ণদ্বয় কামস্বরূপ এবং কলরী রাজ্যভোগ প্রদায়ক। ৭৭

প্রেতবীজ সর্ব্বদুর্গতিবিনাশক। নাদই শক্তি ও কলারূপী এবং বিন্দুই সদাশিব। ৭৮

হে হরবল্লভে। অধুনা 'বালা ত্রিপুরা' মন্ত্র শ্রবণ কর। এই মন্ত্রে সাধক অষ্টবর্গফল লাভ করে। ৭৯

১। জ্ঞানদা। ২। মন্ত্রদো।

ঐং-কারো[১] বিশ্বজননী ক্লীং-কারো[২] বিন্দুমাতৃকা।
ঔ-কারেণ স-কারেণ রসনাসংযুতা প্রিয়ে ॥ ৮০
অষ্টবর্গপ্রদো মন্ত্রো ভৈরব্যাঃ সুরসুন্দরী।
বাগ্‌ভবং কামবীজঞ্চ সৌকারশ্চ মহেশ্বরি ॥ ৮১
ঈ-কারশ্চ সদা রুদ্রো মহারুদ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
কেবলং কালিকায়াশ্চ মনুং শৃণু নিতম্বিনি ॥ ৮২
আ-কারাৎ শিবশক্তিশ্চ হসরৈ[৩] রুদ্ররূপিণী।
হসকারান্মহাদেবি মায়াবীজঞ্চ বীজকম্ ॥ ৮৩
নাদশক্তি-সমাযোগাৎ চৈতন্যানন্দবর্দ্ধিনী।
কলবীজং[৪] মহাদেবি বর্গে সঃ[৫] পরিকীর্ত্তিতঃ[৬] ॥ ৮৪
ক্রোঁকারা[৭] প্রাণরূপা চ হসরৌঁ[৮] মোক্ষদায়িনী[৯]।
দশাক্ষরী মহাবিদ্যা সর্ব্বেষাং সিদ্ধিদা স্মৃতা ॥ ৮৫
প্রণবাদ্যা মহাদেবী ষোড়শী পরিকীর্ত্তিতা।
নবকূটা মহাবিদ্যা নবসিদ্ধি-ফলপ্রদা ॥ ৮৬

ঐং-বিশ্বজননী এবং ক্লীং বিন্দুমাতৃকারূপিণী। হে প্রিয়ে, ইহাদের সহিত ঔ-কার, স-কার ও রসনা [ক্রীং] সংযুক্ত হইলে সুরসুন্দরী ভৈরবীর মন্ত্র অষ্টবর্গপ্রদ হইয়া থাকে। হে মহেশ্বরি! বাগ্‌ভববীজ [ঐং], কামবীজ [ক্লীং], সৌ-কার ও ঈ-কার ইহারা সর্ব্বদা রুদ্র ও মহারুদ্র বলিয়া কথিত হয়। হে নিতম্বিনি! কালিকা মন্ত্র শ্রবণ কর। ৮০-৮২

আ-কার শিব ও শক্তিস্বরূপ এবং হসরৈ রুদ্ররূপিণী। হে মহাদেবি! হস এবং মায়াবীজ [হ্রীং] এবং নাদশক্তিযোগে চৈতন্য এবং আনন্দবর্দ্ধিনী হইয়া থাকে। হে মহাদেবি। 'কল' বীজকে স-বর্গ নামে অভিহিত করা হয়। ৮৩-৮৪

ক্রোঁ-বীজ প্রাণস্বরূপা এবং হসরৌ, মোক্ষদায়িনী। এই দশাক্ষরী মহামন্ত্র সর্ব্বসিদ্ধি দান করে। ৮৫

এই মন্ত্রের আদিতে প্রণব যুক্ত হইলে তাহা মহাদেবী ষোড়শীর মন্ত্র হইয়া থাকে। নবকূটা মহামন্ত্র নবসিদ্ধি দান করে। ৮৬

১। ঐঁকারাৎ। ২। ক্লীং-কারাৎ। ৩। হ্রৈং। ৪। কাম। ৫। শঃ; সং। ৬। পরিকীর্ত্তিতং। ৭। কারাৎ। ৮। হেসরৌং। ৯। দায়িনীং।

কূটত্রয়ে ত্রিশক্তিশ্চ মূলদানন্দ-মোহিনী
নবাক্ষরী ভৈরবী চ নবসিদ্ধি-প্রদায়িনী ॥ ৮৭
নাদশক্তি-সমাযোগে ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকা
ঐং-কারং মায়য়া দেবি পুটিতং শতগুণং জপেৎ ॥ ৮৮
তেজস্বী[১] ভাবমাপ্নোতি সর্ব্বকামফলং লভেৎ।
ক্লিন্নেতি মোক্ষদা-মন্ত্রো মহামন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৮৯
অন্নপূর্ণেশ্বরী দেবী ভৈরবী পরিকীর্ত্তিতা।
অন্নদা মোক্ষদা দেবী[২] ভৈরবী সা[৩] ধ্রুবং প্রিয়ে ॥ ৯০
ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী দেবী রুদ্রাণী চ সরস্বতী।
নমো ভগবতী দেবী সর্ব্বকাম-ফলপ্রদা ॥ ৯১
মহেশ্বরি মহাদেবি[৪] পঞ্চরুদ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
শ্রীবীজ-পুটিতেনৈব শতমষ্টোত্তরং জপেৎ ॥ ৯২

ত্রিকূটা মূল ত্রিশক্তি ও আনন্দ এবং মোহিনীরূপা। নবাক্ষরী ভৈরবী মন্ত্র নব সিদ্ধি প্রদান করে। ৮৭

নাদ ও শক্তি সমাযোগে এই মন্ত্রাক্ষরসমূহ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাত্মিকা হইয়া থাকে। হে দেবী! প্রথমে মন্ত্রকে ঐং ও হ্রীং বীজ দ্বারা পুটিত করিয়া অষ্টোত্তর শতবার মন্ত্র জপ করিবে। ৮৮

ঐং এবং হ্রীং বীজদ্বারা পুটিত করিয়া মন্ত্র জপ করিলে মন্ত্র তেজস্বীভাবাপন্ন হয়। ঐ তেজসম্পন্ন মন্ত্র জপ করিলে সর্ব্বপ্রকার কাম্য ফল লাভ হয়। 'ক্লিন্না' দেবীর মহামন্ত্র; মোক্ষপ্রদায়ক বলিয়া কথিত হয়। ৮৯

দেবী অন্নপূর্ণা এবং ভৈরবী নামে কথিত হইয়া থাকে। হে প্রিয়ে। দেবী অন্নপূর্ণা অন্ন ও মোক্ষদায়িনী এবং তিনিই শক্তিস্বরূপা ভৈরবী। ৯০

যিনি ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, রুদ্রাণী ও সরস্বতীস্বরূপা, সর্ব্বকামফলপ্রদা, সেই দেবী ভগবতীকে নমস্কার করি। ৯১

হে মহেশ্বরি! যিনি মহাদেবী তিনিই পঞ্চরুদ্র বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। হে মহেশানি! প্রথমে "শ্রীং" বীজ পুটিত করিয়া অষ্টোত্তর শত

১। তেজস্বি। ২। চৈব। ৩। চ।
৪। মহাদেবী।

যদা চৈব মহেশানি মন্ত্রোহয়ং ফলদঃ স্মৃতঃ ।
কিঞ্চিচ্চৈব মহেশানি কথিতং প্রাণবল্লভে ।
ন প্রকাশ্যং মহাদেবি পশোরগ্রে কদাচন ॥ ৯৩

ইতি কুব্জিকাতন্ত্রে পার্ব্বতী-পরমেশ্বর-সংবাদে শ্রীবিদ্যায়া ভৈরব্যাশ্চ মন্ত্রব্যাখ্যা নাম তৃতীয়ঃ পটলঃ ॥

মন্ত্র জপ করিবে। তাহা হইলে মন্ত্র ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। হে মহেশানি! আমি তোমার নিকট কিঞ্চিৎ পরিমাণে মন্ত্রার্থ প্রকাশ করিলাম। হে প্রাণবল্লভে! পশুসাধক সমীপে ইহা কখনও প্রকাশ করিবে না। ৯২-৯৩

কুব্জিকাতন্ত্রে পার্ব্বতী-পরমেশ্বর-সংবাদে শ্রীবিদ্যাভৈরবী-মন্ত্রব্যাখ্যা নামক তৃতীয় পটল সমাপ্ত।

চতুর্থঃ পটলঃ

শ্রীশিব উবাচ—

প্রচণ্ডচণ্ডিকা-মন্ত্রং শৃণু পার্ব্বতি যত্নতঃ।
ন প্রকাশ্যং মহাদেবি ন প্রকাশ্যং কদাচন॥ ১
রহস্যং পরমং দেবি ত্রিষু লোকেষু গোপিতম্।
দেব্যাশ্চক্ষুঃ ক-কারেণ ল-কারেণ চ তারিকা[১] ॥ ২
ঈ-কারেণ[২] ভ্রুবোর্মধ্যং নাদবিন্দুঃ শিখা ধ্রুবম্।
কূর্চ্চবীজং কপালঞ্চ বাগ্‌ভবং বাক্যমেব চ॥ ৩
ভুবনেশী নাসিকা চ বজ্রকণ্ঠঃ প্রকীর্ত্তিতম্।
ত্রয়ো নাদাঃ[৩] শক্তিরূপা জিহ্বাঞ্চ রোচনীয়কম্॥ ৪
যচ্চৈব দন্তপঙ্‌ক্তিঞ্চ কূর্চ্চবীজং চ মা[...]ম্।
কূর্চ্চং প্রাণময়ং দেবি ফট্-কারং স্তনযুগ্মকম্॥ ৫
অঘোরঃ স্বাহয়া চৈব জানীয়াৎ সুরপূজিতে।
পঞ্চাক্ষরী মহাবিদ্যা ডাকিনী পরিকীর্ত্তিতা॥ ৬
একাদশাক্ষরী বিদ্যা বর্ণিনী পরিকীর্ত্তিতা।
ধনদা মোক্ষদা দেবী সর্ব্বকাম-ফলপ্রদা॥ ৭

শিব বলিলেন—হে পার্ব্বতি! একাগ্রচিত্তে প্রচণ্ডচণ্ডিকা (ছিন্নমস্তা বা মস্তকা) মন্ত্র শ্রবণ কর। হে মহাদেবি! এই মন্ত্র কদাপি প্রকাশ করিবে না। ১

হে দেবি! ইহা ত্রিভুবনে গোপিত পরমরহস্য। ক-কার দেবীর চক্ষু এবং ল-কার ত্রাণকারিণী শক্তি। ২

ঈ-কার ভ্রূ-মধ্যস্থিত নাদবিন্দু শিখাস্বরূপ। কূর্চ্চবীজ [হুং] ললাটস্বরূপ এবং বাগ্‌ভববীজ [ঐং] বাক্যরূপী। ভুবনেশী বীজ [হ্রীং] তাঁহার নাসিকা এবং বজ্রকণ্ঠ। তিনটি নাদ তাঁহার শক্তি এবং জিহ্বা রোচনীয়ক। ৩-৪

যাহা দেবীর দন্তপংক্তি, তাহাই কূর্চ্চবীজরূপী মন। হে দেবি! কূর্চ্চবীজই দেবীর প্রাণ এবং ফট্ তাহার স্তনদ্বয়। ৫

হে সুরপূজিতে! স্বাহা যোগে ইহা অঘোরমন্ত্র হয়। এই পঞ্চাক্ষরী মহামন্ত্রকে ডাকিনীমন্ত্র বলা হয়। ৬

১। স্বভাবিকা। ২। কারে চ। ৩। নাদঃ।

অস্যৈব পূজাকালে চ ভুবনেষু চ সুন্দরি।
যতি র্বা ভূপতি র্বাপি নান্যোঽস্তি পূজকঃ পুনঃ ॥ ৮
আরাধনে মহাদেব্যাঃ শস্ত্রাঘাতং লভেদ্ ধ্রুবম্।
শস্ত্রাঘাতাৎ ভবেন্মুক্তিঃ সত্যং সত্যং সুরেশ্বরি ॥ ৯
শৃণু দেবি সদামত্তে ভক্তানাং ত্রাণকারিণীম্।
ধূমাবতীং মহাবিদ্যাং মহাযোগ-প্রভাবিনীম্ ॥ ১০
তস্যা মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব হরবল্লভে।
ধ-কারে সর্ব্বধর্ম্মাণি উকারে পালিনী স্মৃতা ॥ ১১
চৈতন্যরূপিণী দেবী মহাকাল-নিতম্বিনী।
ধূ-কারে নাশিনী দেবী মহাপ্রলয়-কারিণী ॥ ১২
ম-কারে কামরূপা চ আ-কারে রতিসুন্দরী।
ব-কারে কামরূপা চ তী-কারে তীক্ষ্ণধারিণী ॥ ১৩
স্বাহা চৈব মহাবিদ্যা তস্যা মন্ত্রং শৃণু প্রিয়ে ॥ ১৪

একাদশাক্ষরী মন্ত্রকে বর্ণিনী বলা হয়। প্রচণ্ডচণ্ডিকা দেবী ধন, মোক্ষ এবং সর্ব্বকামফল প্রদান করেন। ৭

হে সুন্দরি! প্রচণ্ডচণ্ডিকার পূজায় কেবল মাত্র যতি বা নরপতিই অধিকারী। এতদ্ব্যতীত অন্য কেহ এই পূজার অধিকারী নহে। ৮

হে সুরেশ্বরি! প্রচণ্ডচণ্ডিকার আরাধনা করিলে সাধক অবশ্য শস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হয়। ঐ শস্ত্রাঘাতের ফলে সাধক মুক্তি লাভ করে। ইহা ধ্রুব (নিশ্চিত) সত্য। ৯

হে দেবি! মহাযোগ-প্রভাবিনী এবং ভক্তদিগের ত্রাণকারিণী ধূমাবতীর মহামন্ত্র শ্রবণ কর। ১০

হে হরবল্লভে! ধূম্রাবতীর মন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। ধ-কার সর্ব্বধর্ম্মরূপী এবং উ-কার পালিনীশক্তি। ১১

দেবী ধূমাবতী চৈতন্যরূপিণী এবং মহাকালের শক্তি। ধূ-কার মহাপ্রলয়-কারিণী নাশিনী-শক্তি। ১২

ম-কার কামরূপা এবং আ-কার রতিদেবী। ব-কার কামস্বরূপ এবং তীকার তীক্ষ্ণগুণরূপী। ১৩

হে মহেশানি! স্বাহা মন্ত্র ভৈরবী নামে কথিত হইয়া থাকে। হে প্রিয়ে!

তস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ।
প্রণবং নির্গুণং[১] দেবি লা সা চৈব ত্রিশক্তিকা ॥ ১৫
বগলা বিষ্ণু-রুদ্রাণী ল-কারশ্চ হরঃ[২] প্রিয়ে।
মুখীতি দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বদৈত্যবিনাশিনী ॥ ১৬
সর্ব্বঃ সর্ব্বেশ্বরঃ প্রোক্তো দুষ্টানাং দুষ্টনাশিনী।
বাণীবাক্য-স্বরূপা চ মুখং[৩] মোহনকারিণী ॥ ১৭
স্তম্ভয়তি বশীরূপা জগতাং বশকারিণী।
জিহ্বা চৈব মহামায়া জিহ্বারূপা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১৮
কীলয় কীলয়[৪] চেতি জগৎক্ষোভণকারিণী।
বুদ্ধিং চ বুদ্ধিরূপা সা নাশয়[৫] নাশকারিণী ॥ ১৯
মায়া চ প্রণবশ্চৈব[৬] সর্ব্বেষাং জ্ঞানকারিণী।
স্বাহা চৈব মহাবিদ্যা যজ্ঞরূপা হবির্ভুজঃ ॥ ২০

দশ-মহাবিদ্যার অন্যতমা বগলার মহামন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই মন্ত্রের জ্ঞানলাভমাত্র মানব সর্ব্বকাম-সিদ্ধি লাভ করে। হে দেবি! প্রণব নির্গুণ এবং লা ত্রিশক্তিরূপিণী। ১৪-১৫

বগলা বিষ্ণু ও রুদ্রাণী এবং ল-কার শিব। হে প্রিয়ে! 'মুখি' সর্ব্বদৈত্য-বিনাশিনী সর্ব্বদেবতা-স্বরূপা দুর্গা। ১৬

'মুখি' সর্ব্বদুষ্ট-বিনাশিনী সর্ব্বেশ্বর, বাণীরূপা, বাক্স্বরূপা এবং বাক্য-স্তম্ভনকারিণী। ১৭

বগলামুখী স্তম্ভন ও জগৎ স্তম্ভনকারিণী এবং বশীকরণশক্তি প্রভাবে যিনি জগৎ-বশকারিণী। তিনিই মহামায়া এবং জিহ্বা-শক্তির [বাক্যের] অধিষ্ঠাত্রী। ১৮

"কীলয় কীলয়" শব্দ জগৎ ক্ষোভণ-কারিণী। বগলামুখী বুদ্ধিস্বরূপা। "নাশয় নাশয়" জীবের বুদ্ধি-নাশকারী। ১৯

মায়াবীজ [হ্রীং] এবং প্রণব সর্ব্বভূতের জ্ঞানদাত্রী ও "স্বাহা"—যজ্ঞস্বরূপা এবং হবির্ভোজী। ২০

১। ত্রিগুণং। ২। হরি। ৩। মুখা।
৪। কীলয়ঃ কীলয়ঃ। ৫। নাশয়ো। ৬। প্রণবে চৈব।

মাতঙ্গী চ মহাবিদ্যা সর্ব্বতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা।
শৃণু দেবি মহাভদ্রে ভক্তাণাং ত্রাণকারিণী ॥ ২১
শ্রীবীজং বিশ্বরূপঞ্চ মায়াবীজং চ কামদম্।
ক্ষং[১] ক্ষেত্রদঞ্চৈব মাতঙ্গী মদনাতুরা ॥ ২২
স্বাহা চ ব্রহ্মরূপৈব ব্রহ্মণা চ প্রতিষ্ঠিতা।
অথ বক্ষ্যে মহেশানি কমলামন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ২৩
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ সমৃদ্ধিং লভতে ধ্রুবম্।
ভোগদা মোক্ষদা দেবী লক্ষ্মীরূপা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ২৪
শ্রীবীজং কেবলং লক্ষ্মীর্নাদো মোক্ষস্য দায়কঃ।
একাক্ষরী মহাবিদ্যা সর্ব্বকামপ্রদায়িনী ॥ ২৫
বাগ্‌ভবাদ্যা মহাদেবী বাগীশত্বপ্রদায়িনী।
লজ্জাবীজং মহেশানি ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকম্ ॥ ২৬
কামবীজন্তু দেবেশি লক্ষ্মীর্মায়া সরস্বতী।
নাদশ্চৈতন্যরূপোঽহংসৌ বিষ্ণুঃ পরশিবো মতঃ ॥ ২৭

হে দেবি! হে মহাভদ্রে! সর্ব্বতন্ত্রোল্লিখিত ভক্তত্রাণকারিণী মহাবিদ্যা মাতঙ্গীর মন্ত্র শ্রবণ কর। ২১

শ্রীবীজ [শ্রীং] বিশ্বরূপী এবং মায়াবীজ [হ্রীং] কামসিদ্ধি দাতা॥ ক্ষং ক্ষেত্রদানকারী এবং মাতঙ্গী মদনাতুরা। ২২

স্বাহা—ব্রহ্মস্বরূপ এবং ব্রহ্ম দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত। হে মহেশানি! অনন্তর আমি উত্তম কমলামন্ত্র বলিতেছি। ২৩

এইমন্ত্রের জ্ঞানলাভ করিলে সাধক নিশ্চয়ই সমৃদ্ধি লাভ করে। কমলাদেবী লক্ষ্মীস্বরূপা এবং ভোগ ও মোক্ষ-প্রদায়িনী। ২৪

শ্রী-বীজ লক্ষ্মী এবং নাদ মোক্ষ প্রদান করে। শ্রীং এই একাক্ষরী মহামন্ত্র সর্ব্ব আদিতে বাগ্‌ভব বীজ ঐং প্রদান করিলে [ঐং শ্রীং] এই মন্ত্র বাগীশত্ব প্রদান করে। হে মহেশানি! লজ্জাবীজ [হ্রীং] ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মক। ২৫-২৬

হে দেবেশি! কামবীজ [ক্লীং] লক্ষ্মীস্বরূপা এবং মায়াবীজ [হ্রীং] সরস্বতীরূপিণী। নাদ চৈতন্যস্বরূপ এবং বিষ্ণুও পরমশিবরূপী। ২৭

১। ক্ষ।

মন্ত্রব্যাখ্যা মহেশানি সংক্ষেপাৎ কথিতা প্রিয়ে।
ন প্রকাশ্যমিদং দেবি পশোরগ্রে কদাচন ॥ ২৮
স্বর্গে মর্ত্তে চ পাতালে দেবাশ্চ সিদ্ধিদায়িকাঃ।
প্রশংসন্তি সদা সর্ব্বে তং দৃষ্ট্বা সাধকোত্তমম্ ॥ ২৯

ইতি কুব্জিকাতন্ত্রে পার্ব্বতী-পরমেশ্বর-সংবাদে চতুর্থঃ পটলঃ ॥

হে প্রিয়ে! সংক্ষেপে এই মন্ত্র ব্যাখ্যা করিলাম। পশু-সাধকের নিকট কখনও এই মন্ত্র প্রকাশ করিবে না। ২৮

স্বর্গে মর্ত্তে এবং পাতালে দেবতাগণই মন্ত্রসিদ্ধি প্রদান করেন। যে সাধক পশুভাবে আরাধনাকারীর নিকট এইমন্ত্র প্রকাশ করে না, দেবতাগণ সেই সাধকশ্রেষ্ঠকে দর্শন করিলে সর্ব্বদা প্রশংসা করিয়া থাকেন। ২৯

কুব্জিকাতন্ত্রে পার্ব্বতী-পরমেশ্বর-সংবাদে চতুর্থ পটল সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ পটলঃ

অথ মন্ত্রচৈতন্যকথনম্।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ॥

ভগবন্ দেবদেবেশ লোকানাং হিতকারক।
চতুর্ব্বর্গপ্রদং দেব চৈতন্যং মে প্রকাশয়॥ ১

শ্রীশিব উবাচ—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি চৈতন্যং পরমাদ্ভুতম্।
রহস্যং পরমং গুহ্যং গোপনীয়ং ত্বয়া পুনঃ॥ ২
চিৎশক্ত্যা ধ্বনিতং দেবি পরিণামক্রমেণ তু।
বর্ণভাবং সমাশ্রিত্য নির্গুণং সদ্‌গুণাত্মকম্॥ ৩
ষট্‌চক্রঞ্চ তথা ভিত্ত্বা শব্দরূপং সনাতনম্।
নাদবিন্দু-সমাযুক্তং চৈতন্যং পরিকীর্ত্তিতম্॥ ৪
অথবান্যপ্রকারেণ শ্রূয়তাং পদ্মলোচনে।
বিনা যেন ন সিদ্ধ্যন্তি জপপূজাদিকানি চ॥ ৫

অধুনা মন্ত্রচৈতন্য কথিত হইতেছে।

পার্ব্বতী কহিলেন, "হে ভগবন্! আপনি দেবতাগণের ঈশ্বর এবং সর্ব্ব-লোকহিতকারক। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষপ্রদায়ক মন্ত্রচৈতন্য পদ্ধতি আপনি আমার নিকট প্রকাশ করুন্। ১

শিব কহিলেন, হে দেবি! আমি পরমাদ্ভুত মন্ত্রচৈতন্য বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা অতিশয় রহস্যপূর্ণ এবং গোপনীয়। তুমিও ইহা সর্ব্বপ্রযত্নে গোপন করিবে। ২

হে দেবি! মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত ষট্‌চক্রে বর্ণসমূহ চিৎশক্তিতে অবস্থান করিতেছে। চিৎশক্তি নির্গুণ হইলেও বর্ণভাবাশ্রয়ে তাহা গুণাত্মকরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ৩

নাদবিন্দুযুক্ত বর্ণময়ী শক্তি যখন ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া উত্থিত হয়, তখনই তাহা সনাতন চিৎশক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। ৪

হে কমললোচনে! যে মন্ত্র-চৈতন্য ভিন্ন জপ-পূজা প্রভৃতি কিছুই সিদ্ধ হয় না, আমি তাহার প্রকারান্তর বিধান বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৫

অনাহতস্য মধ্যে তু গ্রথিতং বর্ণমুত্তমম্ ।
সুষুম্নাবর্ত্মনা দেবি কণ্ঠদেশ[১]-বিনির্গতম্ ॥ ৬
চৈতন্যঞ্চ মহেশানি যোগীনাং যোগরূপকম্ ।
সহস্রারে বর্ণরূপং পরিণামক্রমেণ তু ॥ ৭
কর্ণিকামধ্যসংস্থে তু নাদবিন্দুসমন্বিতম্ ।
এবং সংচিন্তয়েদ্ দেবীং চৈতন্যমুত্তমং পুনঃ ॥ ৮
মন্ত্রাক্ষরাণি চিৎশক্তৌ গ্রথিতানি মহেশ্বরি ।
তানি সংচিন্তয়েদ্দেবি সহস্রারে দলে সদা[২] ॥ ৯
চৈতন্যমন্ত্ররূপা সা[৩] চৈতন্যানন্দদায়িনী ।
চৈতন্যং নাদশক্তিশ্চ চৈতন্যং বর্ণরূপকম্ ॥ ১০
মণিপুরে সদা চিন্ত্যং মন্ত্রাণাং প্রাণরূপকম্ ।
অথবান্যপ্রকারেণ শ্রূয়তাং বরবর্ণিনি ॥ ১১
কামবীজং রমাবীজং শক্তিবীজং সুরেশ্বরি ।
এতানি পূর্ব্বমুচ্চার্য্য মাতৃকাং তদনন্তরম্ ॥ ১২

হে দেবি ! অনাহত পদ্মে উত্তমবর্ণ গ্রথিত রহিয়াছে। সুষুম্নাবর্ত্মে কণ্ঠদেশ হইতে তাহা বহির্গত হয়। ৬

হে মহেশানি ! চৈতন্য বা চিৎশক্তিই যোগীদিগের যোগসাধনার বিষয় বস্তু। ঐ চিৎশক্তিই সহস্রারে বর্ণরূপে পরিণামে [অর্থাৎ বিলীন অবস্থায়] কর্ণিকামধ্যে নাদবিন্দু সংযুক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে। এইরূপে দেবীকে [কুলকুণ্ডলিনীকে] ধ্যান করিলে উত্তম মন্ত্রচৈতন্য লাভ হয়। ৭-৮

হে মহেশ্বরি ! মন্ত্রাক্ষরসমূহ সর্ব্বকালে চিৎশক্তিতে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। সহস্রারে সহস্রদল কমলদলসমূহে ঐ সকল মন্ত্রাক্ষর চিন্তা-করিবে। ৯

যিনি সহস্রারে চিৎশক্তিরূপে অবস্থিতা তিনিই মন্ত্রচৈতন্য-স্বরূপা, তিনিই চৈতন্য ও আনন্দদায়িনী। চৈতন্যই নাদরূপী শক্তি এবং চৈতন্যই বর্ণরূপী। ১০

মণিপুরে সর্ব্বদা মন্ত্রের প্রাণরূপী চৈতন্যকে ধ্যান করিবে। হে বরবর্ণিনি ! প্রকারান্তর মন্ত্র-চৈতন্য শ্রবণ কর। ১১

১। কণ্ঠদেশং। ২। যদা। ৩। যা।

পুটিতং মূলমন্ত্রঞ্চ শতমষ্টোত্তরং জপেৎ।
কোটি-কোটি-গুণং তচ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৩
অথবান্যপ্রকারেণ চৈতন্যং শৃণু পার্ব্বতি !
যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ পরমং পশ্যতি ধ্রুবম্ ॥ ১৪
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থং চিন্তয়েন্মূলমন্ত্রকম্।
অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা মূলমন্ত্র[১]-স্বরূপকম্ ॥ ১৫
গুরুং সংচিন্তয়েত্তত্র শিবরূপং সনাতনম্।
শক্তিঞ্চ চিন্তয়েত্তত্র ব্রহ্মরূপাং সনাতনীম্ ॥ ১৬
এবং সংচিন্তয়েৎ যস্তু জপেদ্বাপি সুরেশ্বরি[২]।
নাসাধ্যং তস্য লোকেঽস্মিন্ মুক্তির্দেবি করে স্থিতা ॥ ১৭

ইতি কুব্জিকাতন্ত্রে পার্ব্বতী-পরমেশ্বর-সংবাদে পঞ্চমঃ পটলঃ।

হে সুরেশ্বরি। কামবীজ [ক্লীং] রমাবীজ (শ্রীং], এবং শক্তিবীজ [হ্রীং] মাতৃকাবর্ণের পূর্ব্বে যোগ করিবে। তৎপর উক্ত বীজত্রয় সংযুক্ত মাতৃকাবর্ণ দ্বারা মন্ত্রকে পুটিত করিয়া প্রথমে অষ্টোত্তরশত জপ করিবে। [এবং তৎপর যথাবিধিনিয়মে কেবল মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে]। এইরূপে মন্ত্রজপ করিলে, তদ্দ্বারা কোটি কোটি গুণ জপফল লাভ হয়, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ১২-১৩

হে পার্ব্বতি ! অন্যপ্রকারের মন্ত্রচৈতন্য বিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই পদ্ধতির জ্ঞানলাভমাত্রই সাধক নিশ্চয়ই ইষ্টদর্শন লাভ করে। ১৪

সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে মূলমন্ত্র অবস্থিত, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অষ্টোত্তর শতবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। তৎপর মূলমন্ত্রস্বরূপ সনাতন ও শিবরূপী গুরুকে ঐ সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে চিন্তা করিবে। ঐ পরমশিবের সহিত সূর্যমণ্ডলমধ্যে ব্রহ্মরূপা সনাতনী আদ্যাশক্তিকেও ধ্যান করিবে। ১৫-১৬

হে সুরেশ্বরি ! যে ব্যক্তি এইরূপে ধ্যান করে বা মন্ত্র জপ করে, ত্রিভুবনে তাহার অসাধ্য কিছুই থাকে না এবং মুক্তিও তাহার করতলগত হয়। ১৭

কুব্জিকাতন্ত্রে পার্ব্বতী-পরমেশ্বর-সংবাদে পঞ্চম পটল সমাপ্ত।

১। মূল বিদ্যা। ২। জপেৎ বা সুরসুন্দরি ইতি পাঠান্তরম্।

ষষ্ঠঃ পটলঃ

যোনিমুদ্রাকথনম্

শ্রীশিব উবাচ—

অথ বক্ষ্যে মহেশানি শরদিন্দুনিভাননে।
অতীবপরমং গুহ্যং ন প্রকাশ্যং কদাচন॥ ১
রহস্যং পরমং গুহ্যং সর্ব্বদেবেষু বন্দিতম্।
চতুর্ব্বেদৈরগম্যন্তু সংসারার্ণব-তারকম্॥ ২
সর্ব্বাম্নায়ৈ[১] র্মহাদেবি বন্দিতং সুরসুন্দরি।
গোপনীয়ং গোপনীয়ং গোপনীয়ং মহেশ্বরি॥ ৩

এক্ষণে যোনিমুদ্রা কথিত হইতেছে।

[মূলাধার হইতে কুলকুণ্ডলিনীশক্তিকে ক্রমান্বয়ে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর ইত্যাদি চক্র পর-পর ভেদ করিয়া সহস্রারে আনয়ন কার্য্যকেই তন্ত্রে যোনিমুদ্রা নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। যোনিমুদ্রা সহযোগে মন্ত্র জপ করিলে মন্ত্র অতিশীঘ্র ফল প্রদান করে। তোড়লতন্ত্রে-নবম উল্লাসে, ষট্‌চক্রের কোন চক্রে জপের দ্বারা কি কি ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। এই পটলে কুলকুণ্ডলিনীশক্তিকে বিভিন্ন চক্রে স্থাপন করার সময় তাঁহার বিভিন্ন প্রকার ধ্যানের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। যিনি বেদান্তের মায়া, তিনিই তন্ত্রের আদ্যাশক্তি, তিনিই কুলকুণ্ডলিনী এবং তিনিই দক্ষিণাকালিকা। যিনি দয়াময়ী বা দাক্ষিণ্যময়ী কালিকা, তিনিই দক্ষিণা কালিকা। দক্ষিণা শব্দ কালিকার বিশেষণ মাত্র। পূর্ব্ব অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, মাতৃকাবর্ণসমূহ চৈতন্যরূপী এবং চৈতন্য শক্তিতে তাহারা অবস্থান করে। সুতরাং চৈতন্যরূপিণী কুলকুণ্ডলিনীর উত্থাপনের সহিত অভীষ্ট মন্ত্র জপ করিলে যে তাহা দ্রুত সিদ্ধ হয় তদ্বিষয়ে আর আশ্চর্য্য কি ?]

শিব কহিলেন—হে মহেশানি, হে শরদিন্দু-নিভাননে! অনন্তর আমি চতুর্ব্বেদেরও অগম্য সংসারার্ণব ত্রাণকারী, সর্ব্বদেববন্দিত অতিশয় রহস্য-জনক ও পরম গোপনীয় তথ্য বলিতেছি। এই পরমতত্ত্ব অতীব গোপনীয়। কখনও কাহারও নিকট ইহা প্রকাশ করিবে না। ১-২

১। আম্নায়ঃ—(পুং) বেদঃ, সম্প্রদায়ঃ, গুরুপরম্পরাপ্রাপ্তোপদেশ ইতি যাবৎ ইত্যমরঃ। নিগমঃ, উপদেশঃ ইতি—মেদিনী। কুলম্, আগমঃ ইতি হেমচন্দ্রঃ। কুলক্রম ইতি শব্দরত্নাবলী।

ন প্রকাশ্যং মহাদেবি স্বযোনিরিব পার্ব্বতি।
নিশীথে নগ্নকেশস্তু নগ্নশক্তি-সমন্বিতঃ ॥ ৪
চিন্তয়েদিষ্টদেবীং চ যোগিনাং যোগরূপিণীম্।
গুহ্যদেশে বামপাদ-গুল্‌ফং সংযোজয়েৎ সুধীঃ ॥ ৫
শরীরং চ স্থিরীকৃত্য জিহ্বায়াং তালুকাং ন্যসেৎ।
নাসাগ্র-নেত্রযুগ্মঞ্চ কর্ত্তব্যং চ মহেশ্বরি ॥ ৬
কণ্ঠাসমং তথা কৃত্বা চিন্তয়েৎ বাহিনীং শিবাম্।
ভুজঙ্গরূপিণীং দেবীং মূলাধার-নিবাসিনীম্ ॥ ৭
প্রাতরাধার-কমলে হুতভুঙ্‌মণ্ডলে স্থিতাম্।
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং পরমামৃত-বৃংহিতাম্ ॥ ৮
শ্যামবর্ণাং মহাদেবীং মহাপদ্মাসনস্থিতাম্।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণে ধারিণীং সদা ॥ ৯

হে মহাদেবি, হে সুরসুন্দরি। এই পরম গুহ্যতত্ত্ব সর্ব্বাম্নায়-বন্দিত অর্থাৎ এই গুহ্যতত্ত্বই সর্ব্বতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ ও সারতত্ত্ব। হে মহেশ্বরি। সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে ইহা গোপন করিবে। ৩

হে মহাদেবি! এই গুহ্যতত্ত্ব স্ব-যোনিবৎ গোপনীয়। নিশীথে নগ্নকেশ এবং নগ্নশক্তি-সমন্বিত সাধক যোগিদিগের যোগরূপিণী স্বীয় ইষ্টদেবীকে চিন্তা করিবে। [এস্থলে ইষ্টদেবী শব্দে কালিকাদেবীকে বুঝিতে হইবে।] হে মহেশ্বরি! গুহ্যদেশে বামপদের গুল্‌ফ সংযোগ করিয়া দেহকে স্থিরভাবে রক্ষা করিবে। তৎপর, সুধী সাধক তালুমূলে জিহ্বাগ্র সংযোগ করিয়া নাসাগ্রে উভয় চক্ষুর দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ করতঃ অবস্থান করিবে। ৪-৬

তৎপর কণ্ঠদেশ সমভাবে (ঋজুভাবে) রক্ষা করিয়া মূলাধার-নিবাসিনী ভুজঙ্গরূপিণী পরম শিবারূপিণী আদ্যাশক্তিকে চিন্তা করিবে। ৭

(মূলাধারে দেবীর ধ্যান এইরূপ) প্রাতঃকালে আধারকমলে অগ্নিমণ্ডলে স্থিতা, পরমামৃতে বর্দ্ধিতা মহাদেবী আদ্যাশক্তি শ্যামবর্ণা, মহাপদ্মাসনস্থিতা। তিনি চতুর্ভুজা। তিনি সর্ব্বদা দক্ষিণ (ডান) দিকের ঊর্দ্ধহস্তে অভয় (মতান্তরে অভয়মুদ্রা) এবং নিম্নহস্তে বর (মতান্তরে বরমুদ্রা) ধারণ করিয়া আছেন। ৮-৯

খড়্গং মুণ্ডং বামভুজে ধারয়ন্তীং সনাতনীম্ ।
মুক্তকেশীং স্মিতমুখীং শ্মশানালয়বাসিনীম্ ॥ ১০
দন্তুরাং দক্ষিণে ব্যাপি মুক্তকেশীং দিগম্বরীম্ ।
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্ ॥ ১১
লম্বমানাং মুণ্ডমালাং ধারয়ন্তীং সদা শিবাম্ ।
শবস্য হৃদয়ে চৈব দক্ষপাদং নিবেশিতাম্ ॥ ১২
মহাকালেন রত্যর্থমত্যন্তলালসাং পরাম্ ।
চন্দ্র-সূর্য্য-বহ্নিরূপ[১]-লোচনত্রয়-সংযুতাম্ ॥ ১৩
অৰ্দ্ধচন্দ্রধরাং দেবীং পীনোন্নত-পয়োধরাম্ ।
শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাম্ ॥ ১৪
চতুর্ব্বেদৈরপারাঞ্চ সর্ব্বদেব-বিভূষিতাম্ ।
কামদাং কামরূপাঞ্চ ভক্তানাং ত্রাণকারিণীম্ ॥ ১৫
চতুর্ব্বর্গপ্রদাং ভীমাং বন্দে দক্ষিণকালিকাম্ ।
স্বাধিষ্ঠানে মহাদেবি চিন্তয়েদ্ বিন্দুরূপকম্ ॥ ১৬

তিনি বামদিগের ঊর্দ্ধ হস্তে খড়্গ এবং নিম্নহস্তে নরমুণ্ড ধারণ করিয়া আছেন। তিনি সনাতনী, মহামায়া, মুক্তকেশী, স্মিতহাস্যমুখী এবং শ্মশানালয়-বাসিনী। ১০

পরমশিবানী গলদেশে লম্বমান মুণ্ডমালা ধারণ করিয়া শবের হৃদয়ে তাহার দক্ষিণ পদ স্থাপন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ১২

তিনি মহাকালের সহিত রমণ করার জন্য অত্যন্ত লালসাপরায়ণা হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তিনি ত্রিনয়না। তাঁহার নয়নত্রয় চন্দ্র, সূর্য্য এবং বহ্নিস্বরূপ। ১৩

দেবী অৰ্দ্ধচন্দ্রধারিণী, পীনোন্নতপয়োধরা এবং চতুর্দ্দিকে ঘোররাবা শিবাকুল-পরিবেষ্টিতা। ১৪

সর্ব্বদেব-বিভূষিতা, চতুর্ব্বেদ কর্তৃক উপাসিতা, কামদায়িনী, কামরূপা এবং ভক্তদিগের ত্রাণকারিণী, চতুর্ব্বর্গপ্রদা ভীমা, দক্ষিণা কালিকাকে বন্দনা করি।

[এইরূপে পরমশিবাকে মূলাধারচক্রে ধ্যান করিবে। অনন্তর স্বাধিষ্ঠান

১। বিন্দুরূপ ইতি পাঠান্তরম্।

তত্র দেবীং চ সংচিন্ত্য নির্ম্মলাং বিশ্বরূপিণীম্।
অভয়ং বরদঞ্চৈব হস্তঞ্চ সুরসুন্দরি ॥ ১৭
ধনুর্ব্বাণধরাং দেবীং পাশাঙ্কুশধরাং পুনঃ।
বাণলিঙ্গ-সমাযুক্তাং নীলবর্ণানল-প্রভাম্ ॥ ১৮
লোলজিহ্বাং মহাদেবীং বিষ্ণুরূপাং সনাতনীম্।
বাণযুগ্ম-লসৎবর্ণাং দুষ্টাসুর-নিসূদনীম্ ॥ ১৯
ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিধানাং ব্রহ্মরন্ধ্র-নিবাসিনীম্।
অতিপ্রসন্নবদনাং স্মেরানন-সরোরুহাম্ ॥ ২০
মণিপুরে চিন্তয়েত্তু তেজঃপুঞ্জ-সনাতনীম্।
দিগম্বরীং করালাস্যাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্ ॥ ২১
রক্তবর্ণাং মহাদেবীং রক্তবস্ত্রবিধারিণীম্।
পদ্মাসনাং মহাদেবীং সর্ব্বনাগ-বিভূষিতাম্ ॥ ২২
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-ধারিণীং সুরপূজিতাম্।
ধর্ম্মার্থদায়িনীং দেবীং[১] ভক্তানাং ত্রাণকারিণীম্ ॥ ২৩

চক্রে কুলকুণ্ডলিনীর ধ্যান কথিত হইতেছে] হে মহাদেবি! স্বাধিষ্ঠানে পরমাশিবাকে বিন্দুরূপে ধ্যান করিবে। ১৫-১৬

স্বাধিষ্ঠানে বিশ্বরূপিণী নির্ম্মলাদেবীকে চিন্তা করিবে। হে সুরসুন্দরি! দেবী স্বাধিষ্ঠানে চতুর্ভুজা। তাঁহার একহস্তে বরমুদ্রা (মতান্তরে বর) এবং অপর হস্তে অভয়মুদ্রা (মতান্তরে অভয়)। দেবী ধনুর্ব্বাণ, পাশ এবং অঙ্কুশ-ধারিণী, বাণলিঙ্গ-সমাযুক্তা, নীলবর্ণা ও অনলপ্রভাময়ী। ১৭-১৮

সনাতনী মহাদেবী বিষ্ণুরূপা লোলজিহ্বা, বাণযুগ্মধারিণী, অত্যুজ্জ্বল-বর্ণা এবং দুষ্টাসুর-বিনাশিনী। ১৯

তাঁহার পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম এবং ব্রহ্মরন্ধ্রে তাহার বাস। তিনি অতিশয় প্রসন্নবদনা, পঙ্কজনয়না এবং স্মিতহাস্যমুখী। ২০

(অধুনা মণিপুর চক্রে দেবী কুলকুণ্ডলিনীর ধ্যান কথিত হইতেছে।)

মণিপুরে সনাতনী মহাদেবী মহামায়াকে তেজঃপুঞ্জরূপিণী, দিগম্বরী, কারালাস্যা, মুক্তকেশী ও চতুর্ভুজা, রক্তবর্ণা, রক্তবস্ত্রপরিধানা, পদ্মাসনা, সর্ব্ব-

---

১। দেবী।

সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাং দেবীং জগতাং মোহিনীং পুনঃ।
মহামায়াং মোহিনীঞ্চ জ্ঞানিনাং জ্ঞানদাং সতীম্ ॥ ২৪
সুন্দরীং রমণীং বামাং চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদাম্।
শান্তাং শান্তপ্রিয়া-মুগ্রদৈত্য-বিনাশিনীম্ ॥ ২৫
মধুমাংসপ্রিয়াং কৃষ্ণাং যশোদানন্দ-বর্দ্ধিনীম্।
ভক্তিগম্যাং মহাদেবীং মহাকাল-নিবাসিনীম্ ॥ ২৬
সর্ব্বেষাং জননীং নিত্যাং চিন্তয়েৎ সুরপূজিতাম্।
অনাহতে মহাদেবীং চিন্তয়েৎ পুরদেবতাম্ ॥ ২৭
অষ্টভুজাং মহাদেবীং রক্তবর্ণাং ত্রিশক্তিকাম্।
ধনুর্ব্বাণঞ্চ খড়্গঞ্চ চক্রঞ্চ দধতীং শিবে ॥ ২৮
পাশাঙ্কুশধরাং দেবীং ব্রহ্মাদি-সুরবন্দিতাম্।
অর্দ্ধচন্দ্রধরাং দেবীং পীনোন্নত-পয়োধরাম্ ॥ ২৯
পদ্মাসনাং মহামায়াং মহাপদ্মাসনস্থিতাম্।
এবং সংচিন্তয়েদ্দেবীং ব্রহ্মমার্গেণ গামিনীম্ ॥ ৩০

নাগবিভূষিতা, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণা ও সুরগণ-পূজিতা, ধর্ম্মার্থদায়িনী এবং ভক্তগণের ত্রাণকারিণীরূপে চিন্তা করিবে। ২১-২৩

মণিপুরচক্রে দেবী সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা, জগৎমোহিনী মহামায়া, এবং জ্ঞানীদিগের জ্ঞানসম্মোহিনী, সতী, সুন্দরী রমণীরূপে তিনি চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা, শান্তা, শান্তপ্রিয়া এবং উগ্রদৈত্যবিনাশিনী। ২৪-২৫

দেবী মধুমাংসপ্রিয়া এবং যশোদানন্দবর্দ্ধিনী কৃষ্ণাস্বরূপিণী। তিনি কেবলমাত্র ভক্তিগম্যা। তিনি মহাকাল-নিবাসিনী মহাদেবী এবং সকলের জননী-স্বরূপা, সুরপূজিতা এবং নিত্যা। এইরূপে মণিপুরে দেবীকে ধ্যান করিবে। তৎপর অনাহত চক্রে পরদেবতারূপিণী নিত্যাস্বরূপা মহাদেবীকে চিন্তা করিবে। ২৬-২৭

[অনাহত চক্রে কুলকুণ্ডলিনীর ধ্যান কথিত হইতেছে।]

হে শিবে! অনাহতচক্রে মহাদেবী অষ্টভূজা, রক্তবর্ণা, ত্রিশক্তিরূপিণী। তিনি ধনুর্ব্বাণ, খড়্গ, চক্র, পাশ ও অঙ্কুশ-ধারিণী, ব্রহ্মাদি দেবগণবন্দিতা, অর্দ্ধচন্দ্রধারিণী, পীনোন্নতপয়োধরা, পদ্মাসনা এবং মহাপদ্মাসনে অবস্থিতা।

বিশুদ্ধে চ মহাচক্রে চিন্তয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ।
দশভুজাং মহাদেবীং পীতবর্ণাং সনাতনীম্ ॥ ৩১
কপালং খেটকং খড়্গং দর্পণং চামরং তথা ।
দক্ষিণে বিভ্রতীং দেবীং কামরাজোপরিস্থিতাম্ ॥ ৩২
বামে খড়্গং মহাপদ্মং কর্ত্তৃকাং পাশমঙ্কুশম্ ।
ধারয়ন্তীং মহাদেবীং মহাসিংহাসনস্থিতাম্ ॥ ৩৩
দিব্যবস্ত্রপরিধানাং জটামুকুটমণ্ডিতাম্ ।
ব্রহ্মবিষ্ণুমহাদেব-বন্দিতাং সুরসুন্দরীম্ ॥ ৩৪
আজ্ঞাচক্রে মহেশানি দ্বিভুজাং চিন্তয়েৎ সুধীঃ ।
সিংহস্কন্ধসমারূঢ়াং দ্বিভুজাং সুমনোহরাম্ ॥ ৩৫
বরাভয়-ধরাং চৈব নানামণি-বিভূষিতাম্ ।
জটামুকুট-সংযুক্তা-মর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতাম্ ॥ ৩৬
রত্নকাঞ্চী-সমাযুক্তাং রত্নমালা-সুশোভিতাম্ ।
রক্তবস্ত্রপরিধানাং কমলাপতি-সেবিতাম্ ॥ ৩৭

ব্রহ্মমার্গগামিনী কুলকুণ্ডলিনী দেবীকে এইরূপে অনাহত চক্রে ধ্যান করিবে। ২৮-৩০

[অনন্তর বিশুদ্ধচক্রে দেবীর ধ্যান কথিত হইতেছে।]

তৎপর বিশুদ্ধচক্রে মহাদেবী সনাতনী পরমেশ্বরীকে পীতবর্ণা ও দশভুজা-রূপে ধ্যান করিবে। তিনি দক্ষিণদিকের পঞ্চহস্তে নরকপাল, খেটক, খড়্গ, দর্পণ ও চামর ধারণ করিয়া কামরাজের উপর অবস্থান করিতেছেন। ৩১-৩২

বামদিকের পঞ্চহস্তে যথাক্রমে খড়্গ, মহাপদ্ম, কর্ত্তৃকা, পাশ ও অঙ্কুশ ধারণ করিয়া মহাদেবী সনাতনী মহাসিংহাসনে অবস্থান করিতেছেন। ৩৩

তাঁহার পরিধানে দিব্যবস্ত্র, তাঁহার মস্তক জটামুকুট-মণ্ডিত। তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এবং সুরসুন্দরীগণ কর্ত্তৃক পূজিতা হইতেছেন। ৩৪

(অনন্তর আজ্ঞচক্রে কুলকুণ্ডলিনীর ধ্যান কথিত হইতেছে।)

হে মহেশানি! আজ্ঞাচক্রে দেবীকে দ্বিভুজারূপে চিন্তা করিবে। দেবী দ্বিভুজা, অতি মনোহর মূর্ত্তি, সিংহস্কন্ধসমারূঢ়া, বর ও অভয়মুদ্রা (মতান্তরে বর ও অভয়) ধারিণী, নানামণি বিভূষিতা, জটামুকুট সংযুক্তা, অর্দ্ধচন্দ্র-বিভূষিতা, রত্নকাঞ্চী সমাযুক্তা, রত্নমালা সুশোভিতা, রক্তবস্ত্র পরিধানা,

সংসার-দুঃখ-শমনীং সংসারার্ণব-তারিণীম্ ।
সুষুম্নাবর্ত্মনা দেবি চিন্তয়েৎ ধ্যানরূপিণীম্ ॥ ৩৮
ষট্‌চক্রভেদযোগেন চিন্তয়েৎ পরমেশ্বরীন্ ।
সহস্রারে দলে চৈব চিন্তয়েদ্ জগদীশ্বরীম্ ॥ ৩৯
কামং ভ্রমন্তং তন্মধ্যে পঞ্চবাণবিভূষিতম্ ।
গঙ্গাদিসর্ব্বতীর্থঞ্চ অমৃতং প্রতিপত্রকে ॥ ৪০
বসন্তাদি মহাদেবি সর্ব্বর্ত্তু পরিশোভিতম্ ।
শ্বেতবর্ণং মহাদেবি সহস্রদলমুত্তমম্ ॥ ৪১
সর্ব্বদেব-সমাযুক্তং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতম্ ।
সর্ব্বমন্ত্রময়ং দেবি চতুর্ব্বেদবিভূষিতাম্[১] ॥ ৪২
একাদশমহাদেবং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকম্[২] ।
কর্ণিকা-স্বর্ণবর্ণাঞ্চ তত্র দেবীং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৪৩
চিন্ময়ং পরমং শিবং[৩] ধ্যানগম্যং সনাতনম্ ।
সারাৎ সারতরং পরাদপি পরং বচোঽগোচরম্ ॥ ৪৪

কমলাপতি সেবিতা, সংসারদুঃখ-শমনী (নিবারণ, প্রশমন বা দমনকারিণী) সংসারার্ণবতারিণী এবং সুষুম্নামধ্যে বিরাজমানা। এইরূপে আজ্ঞাচক্রে দেবীর ধ্যান করিবে। ৩৫-৩৮

এইরূপে ষট্‌চক্রভেদক্রমে পরমেশ্বরীকে চিন্তা করিবে। তৎপর সহস্রারে সহস্রদলকমল মধ্যে জগদীশ্বরীকে ধ্যান করিবে। ৩৯

ঐ সহস্রদল পদ্মমধ্যে কাম সর্ব্বদা পঞ্চবাণ বিভূষিত হইয়া বিচরণ করিতেছেন। ঐ সহস্রদলপদ্মের প্রতিপত্রে গঙ্গাদি সর্ব্বতীর্থ এবং অমৃত বিদ্যমান। ৪০

হে মহাদেবি! ঐ সহস্রদলপদ্মের পত্রসমূহ অতিশয় শ্বেতবর্ণ এবং তাহার সর্ব্বপত্রে বসন্তাদি ঋতুসমূহ বিদ্যমান। ৪১

হে দেবি! ঐ সহস্রদলপদ্মে সর্ব্বদেব-সমাযুক্ত, সর্ব্বশক্তিসমন্বিত, সর্ব্বমন্ত্রময় এবং চতুর্ব্বেদ-বিভূষিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাত্মক একাদশ মহাদেব এবং তাহার কর্ণিকায় স্বর্ণবর্ণা দেবীর চিন্তা করিবে। ৪২-৪৩

১। বিভূষিতং। ২। শিবাত্মিকাং। ৩। পরশিবং দেবি।

নিত্যানন্দ-নিরন্তরং নিরুপমং বেদৈরপারং পরম্ ।
শিবশক্তিময়ং দেবি নির্গুণং সগুণাত্মকম্ ॥ ৪৫
প্রদীপকলিকাকারং যোগিনাং ধ্যানরূপিণম্ ।
চৈতন্যরূপিণং দেবং পরমামৃতবৃংহিতম্ ॥ ৪৬
তন্মধ্যে চিন্তয়েদ্দেবীং ত্রিগুণাঞ্চ সনাতনীম্ ।
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং লোলজিহ্বাং চতুর্ভুজাম্ ॥ ৪৭
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃ-খড়্গ-বামাধোর্দ্ধ-করাম্বুজাম্ ।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণাধোর্দ্ধপাণিকাম্ ॥ ৪৮
নীলমেঘপ্রভাং তন্বীং ঘোররূপাং দিগম্বরীম্ ।
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালীং গলদ্রুধিরচর্চ্চিতাম্ ॥ ৪৯
কর্ণাবতংশতানীত[১]-শবযুগ্মভয়ানকাম্ ।
বালার্কমণ্ডলাকার-লোচনত্রয়-ভূষিতাম্[২] ॥ ৫০
সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্ত-ধারাবিস্ফুরিতাননাম্ ।
মুক্তকেশীং স্মিতমুখীং শ্মশানালয়বাসিনীম্ ॥ ৫১

চিন্ময় পরমশিব, সনাতন এবং ধ্যানগম্য। তিনি সার হইতেও সারতর, পরম হইতেও পরমতর এবং বাক্যের অগোচর অর্থাৎ বাক্যাতীত। ৪৪

তিনি নিত্যানন্দ, নিরন্তর ও নিরুপম, বেদের অনধিগম্য পরম সত্ত্বা। তিনি শিবশক্তিময় এবং নির্গুণ হইয়াও সগুণাত্মক। ৪৫

তিনি যোগীগণের ধ্যানগম্য পরমশিব প্রদীপকলিকাকার, চৈতন্য এবং পরমামৃত-স্বরূপ। ঐ চিৎরূপা পরমামৃত মধ্যে ত্রিগুণাত্মক দেবী সনাতনীকে নিম্নোক্তরূপে ধ্যান করিবে।

দেবী ঘোরদ্রংষ্ট্রা, করালবদনা, লোলজিহ্বা, চতুর্ভুজা। দেবী বামদিকের নিম্নহস্তে সদ্যচ্ছিন্ন নরমুণ্ড এবং বামোর্দ্ধ হস্তে খড়্গ, দক্ষিণ দিকের উর্দ্ধহস্তে বরমুদ্রাএবং নিম্নহস্তে অভয়মুদ্রা ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। ৪৬-৪৮

দেবী নীলমেঘপ্রভা, তন্বী, ঘোররূপা, দিগম্বরী, রুধিরস্রাবী নরমুণ্ড তাঁহার কণ্ঠদেশে বিলম্বিত। ৪৯

দেবী উৎফুল্লবদনা, তাঁহার ওষ্ঠদ্বয়ের দুই প্রান্তদেশ হইতে রক্তধারা

১। শতাং নীতং। ২। লোচনত্রিতয়ান্বিতাং।

শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্।
শবরূপ-মহাদেব-হৃদয়োপরি সংস্থিতাম্॥ ৫২
মহাকালেন রত্যর্থমুপাবিষ্টাং স্মরাতুরাম্।
শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাম্॥ ৫৩
অতিপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাম্।
অনাহতন্ত তত্রৈব তড়িৎকোটিসমপ্রভাম্॥ ৫৪
তস্যোর্দ্ধে তু শিখা তন্বী [১]চিদ্‌রূপা পরমা কলা।
তয়া সহিতমাত্মানং একীভূতং বিচিন্তয়েৎ॥ ৫৫
গচ্ছন্তং ব্রহ্মমার্গেষু[২] লিঙ্গভেদক্রমেণ তু।
সূর্য্যকোটিপ্রভাকারং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্॥ ৫৬
অমৃতং তদ্ধি সঙ্গস্থং[৩] পরমানন্দলক্ষণম্।
গত্বা কুলাকুলং দিব্যং পুনরেব বিশেৎ কুলম্॥ ৫৭

বিগলিত হইতেছে। তিনি মুক্তকেশী, স্মিতমুখী, শ্মশানালয়বাসিনী, শবহস্তকৃত-কাঞ্চী পরিধানা (মৃতের হস্তের দ্বারা রচিত কটিহার যিনি পরিয়াছেন) এবং শবরূপ মহাদেবের হৃদয়োপরি অবস্থিতা। ৫১-৫২

মহাকালের সহিত রতিলালসায় তিনি তথায় কামাতুরা হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে ঘোরনিনাদকারী শিবাসমূহ বিদ্যমান। ৫৩

তাঁহার বদনমণ্ডল অতিশয় প্রসন্ন, কমললোচনদ্বয় লজ্জাপূর্ণ। অনাহত চক্রে দেবী কোটিবিদ্যুৎপ্রভাময়ী এবং অনাহত চক্রের উর্দ্ধদেশে কুলকুণ্ডলিনী পরমকলারূপিণী, চিৎস্বরূপা তন্বী শিখা মাত্র। ঐ শক্তিস্বরূপা পরমকলার সহিত আত্মার একত্ব চিন্তা করিবে। ৫৪-৫৫

চিৎরূপিণী পরমকলা মূলাধার হইতে ষট্‌চক্রস্থ লিঙ্গসমূহ ভেদক্রমে সুষুম্নাবর্ত্মে সহস্রারে গমন করেন। তিনি কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাময়ী এবং কোটিচন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ দ্যুতি-সম্পন্না। ৫৬

তিনি সহস্রার স্থিত অমৃতের সহিতযুক্ত হইলে পরমানন্দ-লক্ষণ প্রকাশিত

১। অস্যোর্দ্ধে তু শিখা তন্বী ; তস্যার্দ্ধে শিখরং তন্বি ইত্যপি পাঠঃ।
২। মার্গেণ।
৩। অমৃতং তৎ বিসর্গঞ্চ।

এবমভ্যস্যমানস্য অহন্যহনি নিশ্চয়াৎ।
জরামরণদুঃখাদ্যৈ র্মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥ ৫৮
চতুর্ব্বিধা তু সৃতয় অস্যাং যোনৌ প্রবর্ত্ততে।
যোনিমুদ্রেয়মাখ্যাতা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িকা ॥ ৫৯
মূল্যাধারসরোজে তু ত্রিকোণং সুমনোহরম্।
কামং ভ্রমন্তং তন্মধ্যে বালার্ককোটি-সন্নিভম্ ॥ ৬০
তদূর্দ্ধে কুণ্ডলীশক্তিং তড়িৎকোটি-সমপ্রভাম্।
প্রসুপ্তভুজগাকারাং সার্দ্ধত্রিবলয়ান্বিতাম্ ॥ ৬১
মূলাধারে ত্রিকোণে তাং ভাবয়েৎ সুরসুন্দরীম্ ॥ ৬২

হয়। এইরূপে দেবী কুলকুণ্ডলিনী কুল* (মূলাধার) হইতে দিব্য অকুলে (সহস্রারে) গমন করেন। তৎপর পুনরায় কুলে প্রবেশ করেন। ৫৭

যে ব্যক্তি এইরূপে কুলকুণ্ডলিনীকে প্রতিদিন মূলাধার হইতে সহস্রারে উত্থাপন এবং পুনরায় সহস্রার হইতে মূলাধারে আনয়ন করেন, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই জরা মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, অবশেষে ভববন্ধন হইতেও মুক্ত হয়। ৫৮

চতুর্ব্বিধ সৃষ্টি ইঁহার যোনি থেকে প্রবর্ত্তিত হয়। এই যোনিমুদ্রা সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়ক বলে বলা হয়। মূলাধার কমলে সুমনোহর ত্রিকোণ আছে, তাহার মধ্যে কোটি বালসূর্য্যতুল্য কাম ভ্রমণ করিতেছে। তাহার উর্দ্ধে কোটি বিদ্যুতের প্রভার ন্যায় নিদ্রিত সর্পাকার সার্দ্ধ ত্রিবলয়যুক্ত কুণ্ডলিনী শক্তি অবস্থান করিতেছেন। মূলাধারের ত্রিকোণে সেই সুরসুন্দরীকে ভাবনা করিতে হইবে। ৫৯-৬২

---

* কুল কাহাকে বলে মহানির্ব্বাণতন্ত্রে ৭ম পটলে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

"জীবপ্রকৃতি তত্ত্বঞ্চ দিক্‌কালাকাশমেব চ।
ক্ষিত্যপ্‌তেজোবায়বশ্চ কুলমিত্যভিধীয়তে ॥"

জীব, প্রকৃতি, তত্ত্ব [পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব] দিক্, আকাশ, পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু কুল নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

অকুল—পরমশিব।

আরোপ্যারোপ্য শক্তিং কমলজ-নিলয়া-মাত্মসাক্ষাৎক্রমেষু[১] ।
স্থানেষ্বাজ্ঞাবসানে[২] প্রণিহিতহৃদয়[৩]-শ্চিন্তয়েত্তৎ[৪]ক্রমেণ ॥ ৬৩
নিত্যানন্দাবসানং খড়্গামুদ্গর-মহা-পদ্মমধ্যা[৫]ন্তরস্থাম্ ।
ধ্যায়েচ্চৈতন্যরূপা-মভিনবজলদাং মোক্ষমার্গৈকমার্গাম্ ॥ ৬৪
সাক্ষাল্লাক্ষা-রসাভাং গগনগত-মহা-পদ্মসংস্থাচ্চ হংসাৎ ।
পীত্বা দিব্যামৃতৌঘং[৬] পুনরপি চ বিশেন্মধ্যদেশং কুলস্থ[৭] ॥ ৬৫
চক্রে চক্রে ক্রমেণামৃতসরসি সরৈ[৮]স্তর্পয়েদ্দেবতাস্তা ।
হাকিন্যাদ্যাঃ সমস্তাঃ সকলকুল[৯]গতাং[১০] তর্পয়েৎ
কুণ্ডলীং তাম্ ॥ ৬৬
ইন্দৌ তদূর্দ্ধে বোধিন্যাং নাদনাদান্ত এব চ ।
শক্তৌ পুনর্ব্যাপিকায়াং সুমন্মু[১১]ন্মণিগোচরে ॥ ৬৭
মন্ত্রাক্ষরাণি চিৎশক্তৌ প্রোতানি পরিভাবয়েৎ ।
তামেব পরমব্যোম্নি পরমামৃতবৃংহিতে ॥ ৬৮
দর্শয়েদাত্মসম্ভাবং[১২] পূজা হোমাদিকং বিনা ।
এবং সংচিন্তয়েন্মন্ত্রী স যোগী নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৯

আত্মার সহিত সাক্ষাৎক্রমে ব্রহ্মার আশ্রয়রূপ এই শক্তিকে বারবার আরোপণ করিয়া, তাঁহার আদেশে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া ক্রমে তাঁহাকে চিন্তা করিতে হইবে। ৬৩

যিনি নিত্য আনন্দময়ী, খড়্গ, মুদ্গর, মহাপদ্মে অবস্থান কারিণী, চৈতন্যরূপা, অভিনব মেঘতুল্যা, মোক্ষমার্গের একমাত্র পথস্বরূপা, গগনগত মহাপদ্মস্থ হংস হইতে দিব্যামৃত পান করিয়া যিনি সাক্ষাৎ লাক্ষারস-তুল্যা, তাঁহাকে ধ্যান করিবে। তিনি (দেবী কুলকুণ্ডলিনী) পুনরায় কুলে প্রবেশ করেন। ৬৪-৬৫

অমৃত সরোবররূপ প্রতিচক্রে হাকিনী প্রভৃতি দেবীগণের তর্পণ করিবে এবং সকল কুল-গতা সেই কুলকুণ্ডলিনীকে তর্পণ করিবে। ৬৬

ইন্দু ও তাহার উর্দ্ধে নাদ-নাদান্তের প্রকাশিকা শক্তিতে এবং সুপুষ্প ও মণিযুক্ত ব্যাপিকারূপ চিৎশক্তিতে মন্ত্রের অক্ষরগুলি নিহিত আছে। পরম

১। নিলয়ামাত্মনা সাক্রমেতং। ২। স্থানেষ্ববসানেষু। ৩। হৃদয়া।
৪। চিন্তয়ন্তি। ৫। সদ্মা। ৬। দিব্যামৃতৌ ষং। ৭। কুশলস্থ।
৮। রসবিসরৈ। ৯। সকলদল। ১০। গতান্ত। ১১। সমানো। ১২। সন্তঃবং।

সর্ব্বপাপাৎ বিনির্ম্মুক্ত ইষ্টদেবীং প্রপশ্যতি।
ষণ্মাসে সর্ব্বসিদ্ধিঃ স্যাদ্দুর্গতিশ্চ প্রণশ্যতি॥ ৭০
অষ্টাদশ-মহাসিদ্ধি র্বৎসরান্তে ভবিষ্যতি।
এবং সংচিন্তয়েদ্দেবীং পরমাত্মস্বরূপিণীম্॥ ৭১
স এব শঙ্করঃ সাক্ষাৎ স এব বিষ্ণুরব্যয়ঃ।
স এব পরমং ব্রহ্ম স এব দেবতোত্তমঃ॥ ৭২
ইতি তে কথিতা দেবি যোনিমুদ্রা মহেশ্বরি।
বৎসরেণ লভেৎ সিদ্ধিং পূর্ণকামং লভেৎ পুনঃ॥ ৭৩

ইতি কুব্জিকাতন্ত্রে পার্ব্বতী-পরমেশ্বর-সংবাদে ষষ্ঠঃ পটলঃ।

অমৃতযুক্ত পরমব্যোমে সেই চিৎ-শক্তিকে চিন্তা করিবে এবং পূজা হোমাদি ব্যতিরেকে আত্মসাক্ষাৎকার করিবে। এইরূপে যে মননশীল সাধক চিন্তা করিতে পারে, তিনি যোগী, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ৬৭-৬৯*

এইরূপে কার্য্য করিলে সাধক সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বীয় ইষ্ট-দেবীর সাক্ষাৎ লাভ করে। সাধক এইরূপ কার্যে ছয়মাসে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করে এবং তাহার সমস্ত দুর্গতি বিনষ্ট হয়। ৭০

এক বৎসর এইরূপে ক্রমাগত সাধনা করিলে বৎসরান্তে অষ্টাদশ মহাসিদ্ধি লাভ হয়। উপরোক্ত নিয়মে পরমাত্মারূপিণী দেবীকে চিন্তা করিবে। ৭১

যে ব্যক্তি এইরূপে মহাশক্তির ধ্যান করে সে ব্যক্তি সাক্ষাৎ শঙ্কর, সাক্ষাৎ অব্যয়রূপী বিষ্ণু সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম এবং সে ব্যক্তি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেবতা। ৭২

হে দেবি! হে মহেশ্বরি! আমি তোমাকে এইরূপে যোনিমুদ্রা সাধন কহিলাম। একবৎসর কাল মধ্যে সাধক যোনিমুদ্রা দ্বারা পূর্ণমনস্কাম হইয়া সিদ্ধিলাভ করে। ৭৩

কুব্জিকাতন্ত্রে পার্ব্বতী-পরমেশ্বর-সংবাদে ষষ্ঠ পটল সমাপ্ত।

---

* ৫৯ হইতে ৬৯ শ্লোকের একটি সাধারণ ব্যাখ্যা দেওয়া হইল, ইহার অন্য গূঢ়ার্থ সুধীজনের বিবেচ্য।

সপ্তমঃ পটলঃ

[(১) দিব্য-বীর-পশু-ভাবকথনম্ । (২) পীঠস্থানকথনম্ ।
(৩) পুষ্পবিধান-কথনম্ ।]

পার্ব্বত্যুবাচ

দেবদেব মহাদেব পরমেশ পুরাতন ।
ভাবঞ্চ শ্রোতুমিচ্ছামি দেবতায়া বিশেষতঃ ॥ ১
কেন ভাবেন দেবেশ দেবতা চ প্রসীদতি ।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি কথ্যতাং প্রাণবল্লভ ॥ ২

শ্রীশিব উবাচ—

ভদ্রং ভদ্রং প্রবক্ষ্যামি ভদ্রং ভদ্রং শুচিস্মিতে ।
তব স্নেহাৎ প্রবক্ষ্যামি সবিধানেন সুন্দরি ॥ ৩
যদ্ যজ্ জ্ঞাত্বা বিরিঞ্চিশ্চ সৃষ্টিকর্ত্তা ন সংশয়ঃ ।
পালনং কুরুতে বিষ্ণুঃ রুদ্রশ্চ নাশকঃ পুনঃ ॥ ৪

[এই পটলে ১ম হইতে ৪৭ তম শ্লোকে দিব্যভাব, বীরভাব এবং পশুভাবে সাধনার বিবরণ, ৪৮ শ্লোক হইতে ৫৮ শ্লোক পর্য্যন্ত পীঠস্থান-সমূহের নাম এবং ৫৯ শ্লোক হইতে ৬৮ শ্লোক পর্য্যন্ত কোন্-কোন্ পুষ্প শক্তি-সাধনায় ব্যবহৃত হইবে, তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে ।]

পার্ব্বতী কহিলেন—হে চিরন্তন, দেবদেব মহাদেব! হে পরমেশ্বর! দেবদেবীগণের সাধনবিষয়ে আমি বিভিন্ন ভাবের বিষয় বিশদরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি । ১

হে দেবেশ! হে প্রাণবল্লভ! কোন ভাবে সাধনা করিলে দেবতা প্রসন্ন হন সেই সমস্ত বিষয় আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি । তৎসমুদয় আপনি আমার নিকট বিবৃত করুন । ২

শিব কহিলেন—হে ভদ্রে, হে শুচিস্মিতে! হে সুন্দরি! তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ বিধানসহ বিভিন্ন ভাবের বিষয় আমি ক্রমশঃ বলিতেছি, শ্রবণ কর । ৩

এই ভাব-বিধি জ্ঞান থাকার ফলে ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু পালনকর্ত্তা এবং রুদ্র সংহারকর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছেন । এতদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । ৪

জগদ্বশ্যঞ্চ কুরুতে জ্ঞাত্বা তু সাধকোত্তমঃ।
সংক্ষোভং কুরুতে বিশ্বং সভাক্ষোভং নয়েদ্[1] ধ্রুবম্ ॥ ৫
স এব পরমো যোগী স এব সাধকোত্তমঃ।
ভাবং চ ত্রিবিধং দেবি দিব্য-বীর-পশুক্রমাৎ ॥ ৬
বিশ্বঞ্চ দেবতারূপং ভাবয়েৎ সুরসুন্দরি।
স্ত্রীময়ঞ্চ[2] জগৎসর্ব্বং পুরুষং শিবরূপিণম্ ॥ ৭
হৃদয়ে পার্ব্বতীং দেবীং শিরসা শিবরূপিণম্।
অভেদে চিন্তয়েদ্ যস্তু স এব দেবতাত্মকঃ ॥ ৮
নিত্যস্নানং[3] নিত্যদানং ত্রিসন্ধ্যঞ্চ জপার্চ্চনম্।
নির্ম্মলং[4] বসনং দেবি পরিধানং সমাচরেৎ ॥ ৯
বেদে শাস্ত্রে দৃঢ়জ্ঞানং গুরৌ দেবে তথৈব চ।
মন্ত্রে চৈব দৃঢ়জ্ঞানং পিতৃদেবার্চ্চনং তথা ॥ ১০
বলি-বৈশ্বদেবং তথা শ্রাদ্ধং নিত্যং কার্য্যং শুচিস্মিতে।
শত্রৌ মিত্রে সমং দেবি চিন্তয়েত্তু মহেশ্বরি ॥ ১১

যে সাধকশ্রেষ্ঠ সাধনব্যাপারে এই ভাব-বিধি জ্ঞাত আছেন তিনি ত্রিজগৎ বশীভূত করিতে সক্ষম হন এবং সমগ্র বিশ্বকেও তিনি ক্ষোভিত (আলোড়িত ও আন্দোলিত) করিতে পারেন। সভাস্থলকে তিনি নিশ্চয়ই সংক্ষোভিত করেন। ৫

যিনি সাধনকার্য্যে ভাব-বিধি অবগত আছেন তিনি পরমযোগী, তিনিই সাধকশ্রেষ্ঠ। হে দেবি! ভাব ত্রিবিধ, যথা—দিব্যভাব, বীরভাব ও পশুভাব। ৬

[প্রথমতঃ দিব্যভাবের লক্ষণ কথিত হইতেছে।]

হে সুরসুন্দরি! যে সাধক সমগ্র বিশ্বই দেবতার প্রকাশমান রূপ বলিয়া চিন্তা করেন অর্থাৎ যিনি সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে অভেদাত্মক জ্ঞান করেন, যিনি জগতের সমস্ত স্ত্রীজাতিকে শক্তিস্বরূপা এবং সমস্ত পুরুষকে শিবস্বরূপ ভাবনা করেন, যিনি হৃদয়ে পার্ব্বতী দেবীকে অর্থাৎ মহামায়া আদ্যাশক্তিকে এবং

১। লয়েদ্। ২। স্ত্রীরূপঞ্চ। ৩। নিত্যং জপং। ৪। বিমলং।

অন্নঞ্চৈব মহেশানি সর্ব্বেষাং পরিবর্জ্জয়েৎ।
গুরোরন্নং মহেশানি ভোক্তব্যং সর্ব্বসিদ্ধয়ে॥ ১২
কদর্য্যঞ্চ মহাদেবি নিষ্ঠুরং পরিবর্জ্জয়েৎ।
দেবতা-নিন্দকং দৃষ্ট্বা নালাপঞ্চ সমাচরেৎ॥ ১৩
সত্যঞ্চ কথয়েদ্দেবি ন মিথ্যা চ কদাচন।
কেবলং দিব্যভাবেন পূজয়েৎ সুরসুন্দরি॥ ১৪
গুরোরারাধনং দেবি প্রত্যহং চিন্তয়েৎ সুধীঃ।
সর্ব্বত্র[১] দৈবতং[২] বন্দ্যং পরমেষ্ঠী চ রূপকম্॥ ১৫
একগ্রামস্থিতো নিত্যং ত্রিসন্ধ্যং প্রণমেদ্ গুরুম্।
গুরুতুল্যং গুরুপত্নীং[৩] নমস্কুর্য্যাদ্ বরাননে॥ ১৬

সহস্রারে পরমশিবকে এক অভেদাত্মক (প্রদীপ্ত দৃষ্টিবুদ্ধিতে) চিন্তা করেন, এবং নিজকেও অভিন্ন দেবতাত্মক মনে করেন, যিনি দৈনন্দিন কার্য্য হিসাবে প্রতিদিন স্নান, দান এবং প্রতিদিন পূজা ও জপ করেন, যিনি সর্ব্বদা নির্ম্মল বসন পরিধান করেন, বেদে যাহার গভীর জ্ঞান এবং সুদৃঢ় শ্রদ্ধা বিদ্যমান, যিনি স্বীয় গুরুর প্রতিও অনুরূপ শ্রদ্ধাশীল, মন্ত্রে যাহার দৃঢ়বিশ্বাস বিদ্যমান, যিনি পিতৃগণ ও দেবগণের অর্চ্চনা করেন, যিনি বিশ্বদেবতাকে প্রত্যহ বলি প্রদান করেন এবং প্রত্যহ শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করেন, যিনি সতত শত্রু ও মিত্র—এতদুভয়ের প্রতি সমদর্শী, হে শুচিস্মিতে! হে মহেশ্বরি! হে দেবি! তিনিই দিব্যভাবাপন্ন সাধক। ৭-১১

হে মহেশানি! গুরু ভিন্ন অন্য কাহারও অন্নভোজন বর্জ্জন করিবে। কেবলমাত্র গুরুর অন্ন সর্ব্বসিদ্ধির জন্য ভক্ষণ করিবে। ১২

হে মহাদেবি! কুৎসিত এবং নিষ্ঠুর কার্য্য পরিহার করিবে। দেব-নিন্দাকারীকে দেখিলে পঞ্চবার নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিবে। ১৩

হে দেবি! সর্ব্বদা সত্য কথা বলিবে। কখনও মিথ্যা কথা কহিবে না। কেবলমাত্র দিব্যভাবাবলম্বনে আদ্যাশক্তিকে পূজা করিবে। ১৪

হে দেবি! শুদ্ধবুদ্ধি সাধক প্রত্যহ গুরুর আরাধনা করিবে। ইষ্টদেবতাকে পরমেষ্ঠীরূপে সর্ব্বদা বন্দনা করিবে। ১৫

১। সর্ব্বঞ্চ। ২। দেবতা। ৩। মহেশানি।

স্ত্রীণাং পাদতলং দৃষ্ট্বা গুরুবদ্ ভাবয়েৎ সদা।
শ্রীখণ্ড-পঙ্ক-রুষিতং ভূষিতং সুমনোহরম্ ॥ ১৭
শরীরং কারয়েদ্দেবি গন্ধর্ব্বদেবমুত্তমম্।
আলাপং স্বস্ত্রিয়া সার্দ্ধং পরযোষাং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৮
নিত্যং সত্ত্বগুণেনৈব পূজয়েৎ সুরসুন্দরীম্[1]।
বীরভাবং মহেশানি! শৃণুষ্ব হরবল্লভে ॥ ১৯
দেবোঽহঞ্চ[2] মহাদেবি নান্যোঽস্তি মম দেহকে।
রক্তবস্ত্রপরিধানং রক্তমাল্যানুলেপনম্ ॥ ২০
ত্রিপুণ্ড্রং ভস্মনা বাপি রক্তচন্দনকেন বা।
রুদ্রাক্ষভূষিতো দেবি সর্ব্বাঙ্গে চ মহেশ্বরি ॥ ২১
কেবলং ভৈরবো ভূত্বা যজেদ্দেবীং সনাতনীম্[3]।
প্রত্যহঞ্চ বলিং দদ্যাৎ দেবতাভাবসিদ্ধয়ে ॥ ২২

একই গ্রামে অবস্থান করিলে শিষ্য গুরুকে ত্রিসন্ধ্যা প্রণাম করিবে। গুরুপত্নীকেও গুরুর ন্যায় নমস্কার করিবে। ১৬

স্ত্রীলোকের পদতল দর্শন করিলে তাহাকে সর্ব্বদা গুরুবৎ কল্পনা করিবে। শ্রীখণ্ড (চন্দন) পঙ্ক পরিলেপন দ্বারা গন্ধর্ব্ববৎ সুমনোহর দেহশ্রী সম্পাদন করিবে। কেবলমাত্র নিজের পত্নীর সহিত বাক্যালাপ করিবে। পরস্ত্রী সঙ্গালাপ সর্ব্বদা বর্জ্জন করিবে। ১৭-১৮

প্রত্যহ কেবলমাত্র সত্ত্বগুণাবলম্বনে মহামায়া আদ্যাশক্তির অর্চ্চনা করিবে। [এই সকল ভাবই দিব্যভাব]। হে মহেশানি! হে হরবল্লভে! অধুনা বীরভাব লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৯

হে মহাদেবি! বীরভাবাশ্রিত সাধক নিজকেই ইষ্টদেব বা দেবীস্বরূপ কল্পনা করিবে এবং তাহার ইষ্টদেবস্বরূপ দেহে অন্য দেবতার অস্তিত্ব নাই চিন্তা করিবে। বীরভাবের সাধক সর্ব্বদা রক্তবস্ত্র, ও রক্তমাল্য পরিধান এবং রক্তবর্ণ অনুলেপন ধারণ করিবে। ২০

ভস্ম বা রক্তচন্দন দ্বারা ত্রিপুণ্ড্রক অঙ্কন ও ধারণ করিবে। হে মহেশ্বরি! বীরভাবের সাধক সর্ব্বাঙ্গে রুদ্রাক্ষ ধারণ করিবে। ২১

১। সুরসুন্দরি ২। দেবতা চ। ৩। মহেশ্বরীং।

সময়ঞ্চ গৃহীত্বা তু পূজাদৌ চ মহেশ্বরি !
নিশীথে পূজনং চৈব কর্ত্তব্যঞ্চ মহেশ্বরি ॥ ২৩
কুলবৃক্ষং তথা দূর্ব্বাং কর্ত্তব্যঞ্চ মহেশ্বরি ।
প্রণামং বন্দনঞ্চৈব প্রত্যহঞ্চ মহেশ্বরি ॥ ২৪
রাত্রৌ চ পূজয়েদ্দেবীং ন দিবাপি কদাচন ।
রাত্রৌ তাম্বুলপূর্ণাস্যো জপেন্মন্ত্রং মহেশ্বরি ॥ ২৫
সর্ব্বঞ্চৈব মহেশানি পরদেব্যৈ সমর্পয়েৎ ।
পশুভাবরতা যে চ কেবলং পশুরূপিণঃ ॥ ২৬
রাত্রৌ যন্ত্রঞ্চ মালাঞ্চ ন স্পৃশেত্তু কদাচন[১] ।
সংশয়ো বলিদানে চ তন্ত্রে চ সংশয়ঃ সদা ॥ ২৭
মন্ত্রে চাক্ষরবুদ্ধিঞ্চ অবিশ্বাসো গুরৌ সদা ।
প্রতিমায়াং শিলাবুদ্ধি র্ভেদকো দৈবতে সদা ॥ ২৮

বীরভাবে সাধক স্বয়ং ভৈরব হইয়া দেবী সনাতনীকে অর্চ্চনা করিবে। ইষ্টদেবতার ভাবসিদ্ধির নিমিত্ত প্রত্যহ বলিপ্রদান করিবে। ২২

হে মহেশ্বরি ! পূজাদি সময়ে সর্ব্বদা যথাকালনির্দ্দিষ্ট কার্য্যাদি তত্তৎ সময়ে সম্পাদন করিবে। হে মহেশ্বরি ! বীরভাবে কেবলমাত্র রাত্রিকালে পূজা করিবে। প্রত্যহ কুলবৃক্ষ ও দূর্ব্বার বন্দনা কীর্ত্তন করিয়া প্রণাম করিবে। ২৩-২৪

হে মহেশ্বরি ! সনাতনী (নিত্য নিরঞ্জন) মহাদেবীকে কেবলমাত্র রাত্রিকালে পূজা করিবে। দিবাভাগে কখনও তাঁহার পূজা করিবে না। রাত্রিকালে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। ২৫

তৎপর জপফল সমস্তই পরমদেবতাকে অর্পণ করিবে। [দিব্যভাবে সাধন লক্ষণ কথিত হইল। অধুনা পশুভাব লক্ষণ কথিত হইতেছে।]

পশুভাবের সাধক স্বয়ং পশুস্বরূপ। ২৬

পশুভাবের সাধক রাত্রিকালে কখনও যন্ত্র ও মালা স্পর্শ করিবে না অর্থাৎ কখনও যন্ত্রে দেবীর পূজা করিবে না বা মালা দ্বারা মন্ত্র জপ করিবে না। পশুসাধক তন্ত্রোল্লিখিত বিষয়সমূহের সত্যতা এবং বলিদান সম্বন্ধে সর্ব্বদা সংশয়পরায়ণ হয়। সে ব্যক্তি মন্ত্রকে অক্ষররূপী মনে করে এবং গুরুসম্বন্ধেও

১। মন্ত্রঞ্চ।

নিরামিষেণ দেবেশি দেবতায়াঃ প্রপূজনম্।
অজ্ঞানেন সদা স্নানং প্রত্যহং দেহতাড়নম্॥ ২৯
সর্ব্বেষাঞ্চৈব নিন্দাঞ্চ যস্তু কুর্য্যান্মহেশ্বরি[১]।
স এব পশুভাবেন চাধমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৩০
উত্তমো দিব্যভাবশ্চ বীরভাবশ্চ মধ্যমঃ।
অধমঃ পশুভাবশ্চ দেবি সত্যং ন সংশয়ঃ॥ ৩১
পশুভাবে স্থিতা মন্ত্রাঃ কেবলা বর্ণরূপিণঃ।
কর্ত্তব্যঞ্চ মহেশানি দেবতাভাব-বোধনম্[২]॥ ৩২
দৃষ্ট্বা কুলস্ত্রিয়ং দেবি কুলবৃক্ষং বিশেষতঃ।
কুলগৃহং তথা দেবি নমস্কুর্য্যাদ্ বরাননে॥ ৩৩

সে ব্যক্তি সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী অর্থাৎ আস্থাহীন। প্রতিমাকে সে ব্যক্তি শিলারূপী অর্থাৎ জড় মনে করে এবং দেবতাগণকেও পরস্পর বিভিন্ন এবং পৃথক মনে করে। ২৭-২৮

হে দেবেশি, পশুভাবের সাধক নিরামিষ খাদ্য প্রদানে দেবতার পূজা করে। অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত সে ব্যক্তি প্রত্যহ স্নান ও দেহ মার্জ্জনা করে। ২৯

হে মহেশ্বরি! যে ব্যক্তি অন্য সকলের নিন্দাপরায়ণ, সে ব্যক্তি পশু সাধকদিগের মধ্যে অধম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ৩০

[মায়াবদ্ধ অমুক্ত মানব। কুলার্ণব তন্ত্রানুযায়ী পশুভাবের সাধক সুরাদর্শন-মাত্র তিননার সূর্য দর্শন করেন এবং সুরার ঘ্রাণ পাইলে তিনবার প্রাণায়াম করেন, তিনি মাদক স্পর্শ করেন না, কদাপিও আমিষাদি আহার করেন না।]

দিব্যভাবকে সর্ব্বোত্তম, বীরভাবকে মধ্যম এবং পশুভাবকে অধম ভাব বলা হইয়া থাকে। হে দেবি! এই বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৩১

পশুভাবে অবস্থিত মন্ত্র কেবলমাত্র বর্ণরূপী। হে মহেশানি! মন্ত্রে ইষ্টদেবতার ভাব উদ্বোধন করাই সাধকের কর্ত্তব্য। ৩২

হে দেবি! হে বরাননে! কুলসাধক—কুলবৃক্ষ, কুলস্ত্রী এবং কুলগৃহ দর্শন করিয়া নমস্কার করিবে। ৩৩

১। যঃ কুর্য্যাচ্চ মহেশ্বরি। ২। ভাবমুত্তমং।

কুলস্ত্রিয়ং মহাদেবি তন্ত্রমন্ত্রবিশারদাম্ ।
দূতীযাগ[১]-রতাঞ্চৈব বেশ্যাং বা পুংশ্চলীং তথা ॥ ৩৪
বৃদ্ধাং বা যুবতীং বাপি নমস্কুর্য্যাদ্ বরাননে ।
কুমারীপূজনে চৈব সদা ভক্তিযুতো ভবেৎ ॥ ৩৫
পঞ্চবর্ষং সমারভ্য যাবৎ দ্বাদশবার্ষিকী ।
কুমারী সা ভবেদ্দেবি নিজরূপ-প্রকাশিনী ॥ ৩৬
ষষ্ঠবর্ষং সমারভ্য যাবচ্চ নববার্ষিকী ।
তাবচ্চৈব মহেশানি সাধকাভীষ্টসিদ্ধিদা ॥ ৩৭
অষ্টবর্ষং সমারভ্য যাবৎ ত্রয়োদশবার্ষিকী ।
কুলজাং তাং বিজানীয়াৎ তত্র পূজাং সমাচরেৎ ॥ ৩৮
দশবর্ষং সমারভ্য যাবৎ ষোড়শবার্ষিকী ।
যুবতীং তাং বিজানীয়াৎ দেবীতুল্যাং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৩৯
অন্নং বস্ত্রং তথা নীরং কুমার্য্যৈ যো দদাতি হি ।
অন্নং মেরুসমং দেবি জলঞ্চ সাগরোপমম্ ॥ ৪০
বস্ত্রৈঃ কোটিসহস্রৈস্তু শিবলোকে মহীয়তে ।
পূজোপকরণঞ্চৈব কুমার্য্যৈ যো দদাতি হি ॥ ৪১

হে মহাদেবি ! কুলস্ত্রী তন্ত্রমন্ত্র-রতা এবং দূতীযাগ-রতা হইলে, সে বেশ্যা, পুংশ্চলী, বৃদ্ধা বা যুবতী যাহাই হউক না কেন তাহাকে নমস্কার করিবে । কুলসাধক সর্ব্বদা কুমারীপূজনে ভক্তিমান হইবে । ৩৪-৩৫

পঞ্চম বর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত কন্যাকে কুমারী বলা হয় । এই সময় সে নিজরূপ প্রকাশ করে । ৩৬

হে মহেশানি ! ষষ্ঠ বৎসর হইতে নবম বৎসর বয়স্কা কুমারী সাধকের অভীষ্টদায়িকা হইয়া থাকে । ৩৭

অষ্টম হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োদশবর্ষীয়া কন্যাকে কুলজা জ্ঞানে পূজা করিবে । ৩৮

দশ হইতে ষোড়শবর্ষীয়া কন্যাকে যুবতীজ্ঞানে দেবীতুল্য চিন্তা করিবে । ৩৯

---

১ । দূতীযোগ

সন্তুষ্টা দেবতা তস্য পুত্রত্বেনানুকল্পতে।
অশোকং বিল্ববৃক্ষঞ্চ শিবাঞ্চৈব সুরেশ্বরি ॥ ৪২
দৃষ্ট্বা প্রণামং কুর্য্যাচ্চ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে।
উলূকং শঙ্খচিল্লঞ্চ গৃধ্রঞ্চৈব সুরেশ্বরি ॥ ৪৩
নমস্কুর্য্যান্মহাকালীং যুদ্ধে চ জয়মালভেৎ।
চতুষ্পথং শ্মশানঞ্চ নমস্কুর্য্যাদ্বিশেষতঃ ॥ ৪৪
তন্ত্রজ্ঞমবধূতঞ্চ নমস্কুর্য্যাদ্বরাননে।
উপাসকং সদা দৃষ্ট্বা মধুরং ভাষণং চরেৎ ॥ ৪৫
দানাদনন্তপুণ্যং স্যাৎ তস্মাদ্দানং সমাচরেৎ।
সময়াঞ্চ বিনা দেবি ন সিদ্ধিঃ স্যাৎ কদাচন ॥ ৪৬
তস্মাচ্চৈব প্রযত্নেন গৃহ্ণীয়ান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৭

কুমারীপূজনকালে কুমারীকে যে সমস্ত পূজোপকরণ—অন্ন, বস্ত্র ও জল দান করা হয়, সেই অন্ন মেরুপর্ব্বত প্রমাণ, সেই জল সাগর সমান এবং বস্ত্র সমূহ অনন্ত-কোটি প্রমাণ এবং পূজোপকরণসমূহ সহস্রকোটিগুণে গুণিত হইয়া শিবলোকে দেবীসমীপে গমন করে। ৪০-৪১

দেবী তাহাতে সন্তুষ্টা হইয়া সাধককে স্বীয় পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। হে সুরেশ্বরি! অশোক বৃক্ষ, বিল্ববৃক্ষ এবং শিবা দেখিয়া, সর্ব্বকামার্থ সিদ্ধির জন্য নমস্কার করিবে। হে সুরেশ্বরি! উলূক, শঙ্খচিল এবং গৃধিনী দর্শন করিলেও মহাকালীরূপে তাহাদিগকে নমস্কার করিবে; তাহা হইলে যুদ্ধে জয়লাভ হয়। চতুষ্পথ এবং শ্মশান দর্শন করিলে বিশেষভাবে নমস্কার করিবে। ৪২-৪৪

হে বরাননে! তন্ত্রজ্ঞ অবধূত দর্শন করিলে নমস্কার করিবে। কোন সাধক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ লাভ হইলে সর্ব্বদা মধুর বচনে আলাপ করিবে। ৪৫

দানের দ্বারা অনন্ত পুণ্য লাভ হয়, সুতরাং সর্ব্বদা দান করিবে। সময়াচার বিধি প্রতিপালন না করিলে, মন্ত্র-সাধনে কখনও সিদ্ধিলাভ হয় না। ৪৬

সুতরাং সর্ব্বদা যথা-নির্দ্দিষ্ট সময়াচারবিধি অনুসারে শ্রদ্ধাসহকারে কার্য্য করিবে। ৪৭

পার্ব্বত্যুবাচ—

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বাগম-বিশারদ।
সিদ্ধপীঠং মহাদেব কথয়স্ব ময়ি প্রভো॥ ৪৮

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

শ্রূয়তাং সাবধানেন সিদ্ধপীঠং পতিব্রতে।
যস্মিন্ সাধনমাত্রেণ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥ ৪৯
মায়াবতী মধুপুরী কাশী গোরক্ষকারিণী।
হিঙ্গুলা চ মহাপীঠং তথা জালন্ধরং পুনঃ॥ ৫০
জ্বালামুখী মহাপীঠং পীঠং নাগরসম্ভবম্।
কাম[১]গিরি র্মহাপীঠং তথা গোদাবরী প্রিয়ে॥ ৫১
নেপালং কর্ণসূত্রঞ্চ মহাকর্ণং তথা প্রিয়ে।
অযোধ্যাঞ্চ কুরুক্ষেত্রং সিংহনাদং মনোহরম্॥ ৫২
মণিপুরং হৃষীকেশং প্রয়াগঞ্চ তপোবনম্।
বদরীঞ্চ মহাপীঠং অম্বিকামূর্দ্ধমানকম্॥ ৫৩
ত্রিবেণীঞ্চ মহাপীঠং গঙ্গাসাগরসম্ভবম্।
নারিকেলঞ্চ বিরজাং উড্ডীয়ানং মহেশ্বরি॥ ৫৪

[সিদ্ধপীঠ সম্বন্ধে বলা হইতেছে]

পার্ব্বতী কহিলেন—হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ এবং সর্ব্বাগম-বিশারদ। হে মহাদেব, হে প্রভো! আপনি আমার নিকট সিদ্ধপীঠসমূহ বর্ণনা করুন। ৪৮

শঙ্কর কহিলেন—হে পতিব্রতে, যে-সকল স্থানে মন্ত্রসাধন মাত্রই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়, আমি সেই সকল সিদ্ধপীঠের বিষয় বলিতেছি, অবহিত চিত্তে তাহা শ্রবণ কর। ৪৯

মায়াবতী, মধুপুরী, কাশী, গোরক্ষকারিণী, হিঙ্গুলা ও জালন্ধর নামক মহাপীঠদ্বয়, মহাপীঠ জ্বালামুখী, নাগরসম্ভব নামক পীঠ, কামগিরি [পাঃ— রামগিরি] এবং গোদাবরী নামক মহাপীঠদ্বয়, নেপাল, কর্ণসূত্র, মহাকর্ণ, অযোধ্যা, কুরুক্ষেত্র, সিংহনাদ, মণিপুর, হৃষীকেশ, প্রয়াগ, তপোবন, বদরীকা মহাপীঠ, অম্বিকা, ঊর্দ্ধমানক, মহাপীঠ ত্রিবেণী, গঙ্গাসাগর, নারিকেল, বিরজা,

---

১। রাম।

রক্তচন্দনসংমিশ্রং রক্তপুষ্পং সুরেশ্বরি ।
দদ্যাদ্ ভক্ত্যা সদা[১] দেব্যৈ বাজিমেধফলং লভেৎ ॥ ৬৭
জলজং স্থলজং বাপি যচ্চ পুষ্পং মনোহরম্ ।
দদ্যাচ্চৈব মহেশানি সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৬৮

ইতি কুব্জিকাতন্ত্রে পার্ব্বতী-পরমেশ্বর-সংবাদে সপ্তমঃ পটলঃ ॥

হে সুরেশ্বরি ! রক্তপুষ্পের সহিত রক্তচন্দন মিশ্রিত করিয়া ভক্তি সহকারে সর্ব্বদা দেবীকে প্রদান করিলে, তাহা দ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। ৬৭

হে মহেশানি ! পুষ্প জলজই হউক বা স্থলজই হউক, যদি তাহা মনোহর হয়, তাহা হইলে সেই পুষ্প প্রদানে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধি লাভ হয়। ৬৮

কুব্জিকাতন্ত্রে পার্ব্বতী-পরমেশ্বর-সংবাদে সপ্তম পটল সমাপ্ত ॥

অষ্টমঃ পটলঃ

[মারণোচ্চাটন-মোহন-কামসিদ্ধি-কথনম্ ॥]

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ—

মহাদেব জগন্নাথ প্রাণেশ পরমেশ্বর।
সাধকানাং হিতার্থায় সাধনং মে প্রকাশয় ॥ ১

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

সাধনং বহুবিধং দেবি কলৌ পূর্ণফলপ্রদম্।
কেবলং বীরভাবেন সাধনঞ্চ সমাচরেৎ ॥ ২
কুজবারে মহাদেবি কৃষ্ণাষ্টম্যাং মহানিশি।
চতুষ্পথে মহাঘোরে অযুতং প্রজপেৎ সুধীঃ ॥ ৩
দশাক্ষরং মহামন্ত্রং উগ্রায়াশ্চ সুরেশ্বরি।
পূজনং কৃষ্ণপুষ্পেণ শ্মশানকুসুমেন বা ॥ ৪
মহাচীনক্রমেণৈব সর্ব্বং কুর্য্যাৎ সুরেশ্বরি।
জুহুয়ান্নীলপুষ্পেণ চাষ্টোত্তরশতং পুনঃ ॥ ৫

[অনন্তর উচ্চাটন, মোহন এবং কাম্যসিদ্ধির বিষয় কথিত হইতেছে।]

পার্ব্বতী কহিলেন—হে মহাদেব! আপনিই জগন্নাথ, আপনিই প্রাণশক্তির ঈশ্বর এবং আপনিই পরমেশ্বর। আপনি সাধকদিগের মঙ্গলজনক সাধন আমার নিকট প্রকাশ করুন। ১

শঙ্কর কহিলেন—হে দেবি! কলিতে বিবিধ প্রকার সাধনই পূর্ণ ফল প্রদান করে। কিন্তু কেবলমাত্র বীরভাবে ঐসকল মন্ত্রসাধন করিবে। ২

হে মহাদেবি! মঙ্গলবারে কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে মহানিশায় মহাঘোর চতুষ্পথে সুধী সাধক দশাক্ষর উগ্রার মহামন্ত্র দশসহস্র জপ করিবে। হে সুরেশ্বরি! তৎপর কৃষ্ণবর্ণপুষ্প[১] বা শ্মশান-কুসুম[২] দ্বারা উগ্রাদেবীর পূজা করিবে। ৩-৪

হে সুরেশ্বরি! মহাচীনাচার ক্রমপদ্ধতিতে এই সাধনার সমস্ত কার্য্য করিবে। পূজান্তে নীলপুষ্পের দ্বারা অষ্টোত্তর-শত সংখ্যক হোম করিবে। ৫

১। প্রকৃতির রাজ্যে কৃষ্ণবর্ণপুষ্প দৃষ্ট হয় না।

২। শ্মশানকুসুম শব্দের অর্থ এস্থলে সুস্পষ্ট নহে।

তদ্ভস্মানি চ তন্মন্ত্রে নিঃক্ষিপেদ্বৈরিবেশ্মনি।
দশাহাভ্যন্তরে বৈরী বিনাশো জায়তে ধ্রুবম্॥ ৬
মায়াপদং সমুচ্চার্য্য ক্ষ-কারং তদনন্তরম্।
পুটিতঞ্চ মহেশানি শতাভিমন্ত্রিতং পুনঃ॥ ৭
জপিত্বা প্রক্ষিপেদ্দেবি পশুহোমং সমাচরেৎ।
কুলবারে[১] মহেশানি কুলদ্রব্যৈ র্মহেশ্বরি॥ ৮
পঞ্চমুণ্ডৈ[২]র্মহেশানি নিঃক্ষিপ্য বটমূলকে।
আসনং তত্র সংকল্প্য পূজাং চৈব সমাচরেৎ॥ ৯
অষ্টসহস্রং জপিত্বা হোমং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
কৃষ্ণপুষ্পৈর্জবাপুষ্পৈ র্বিশেষেণ সুরেশ্বরি॥ ১০
অতিচীনক্রমেণৈব পূজাং কুর্যাৎ কুলেশ্বরি।
নিশীথে নগ্নকেশস্তু ব্যাঘ্রচর্ম্মধরো নরঃ॥ ১১
শিববীজং বিষ্ণুবীজং[৩] তারেণ পুটিতং মনুম্।
শতাভিমন্ত্রিতং মুণ্ডং নিঃক্ষিপেৎ বৈরিবেশ্মনি॥ ১২

তৎপর ঐ যজ্ঞভস্ম মূলমন্ত্রোচ্চারণের সহিত শত্রুগৃহে নিঃক্ষেপ করিলে দশদিন মধ্যে ঐ শত্রু নিশ্চয়ই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ৬

"হ্রীং ক্ষং" দ্বারা পূর্ব্বোক্ত দশাক্ষর উগ্রার মন্ত্র পুটিত করিয়া অষ্টোত্তর শতবার জপ দ্বারা ঐ ভস্মকে অভিমন্ত্রিত করিয়া, তাহা শবগৃহে নিক্ষেপ করিবে। তৎপর পুনরায় পশুভাবে হোম করিবে। [এইরূপে কার্য্য করিলেও তাহা পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের ন্যায় ফলদায়ক হইবে।] হে মহেশানি, হে মহেশ্বরি! কুলবারে কুলদ্রব্য সহ বটবৃক্ষমূলে পঞ্চমুণ্ড দ্বারা আসন রচনা করিয়া তদুপরি উপবেশন করতঃ সাধক উগ্রাদেবীর পূজা করিবে। ৭-৯

হে সুরেশ্বরি! তৎপর অষ্টোত্তর সহস্রমন্ত্র জপ করিয়া কৃষ্ণপুষ্প বা বিশেষ-ভাবে জবা পুষ্পের দ্বারা বিচক্ষণ সাধক চীনাচার ক্রমে রাত্রিকালে নগ্নকেশে এবং ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়া উগ্রা দেবীর পূজা এবং হোমাদি সমস্ত কার্য্য করিবে। ১০-১১

১। কুলবার—মঙ্গলবার ও শুক্রবার।
২। পঞ্চমুণ্ড—এস্থলে পঞ্চ নরমুণ্ডের আসন সূচিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।
৩। বিষ্ণবীজং।

সপ্তাহাভ্যন্তরে দেবি নাশমাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ।
অষ্টম্যাং চ মহাদেবি শনিবারে তথা নিশি ॥ ১৩
পিষ্টকং পুরুষাকারং রচয়েৎ পরমেশ্বরি ।
আসনং তত্র সঙ্কল্য বিহিতং পূজনং চরেৎ ॥ ১৪
অশ্বত্থমূলমাস্থায় সহস্রং প্রজপেৎ সুধীঃ ।
পিষ্টকৈঃ শতহোমন্তু কুর্য্যাচ্চ পরমেশ্বরি ॥ ১৫
হোমশেষং সমাদায় শ্রূয়তাং পরমেশ্বরি ।
রক্তবস্ত্রেণ সংবেষ্ট্য বধ্নীয়াৎ রক্ততন্তুনা ॥ ১৬
নিক্ষিপেদ্ বৈরিগেহে চ বিনাশং চ ভবেদ্ ধ্রুবম্ ।
কুলবারে মহেশানি চিতায়ামপ্যু[1]-সংস্কৃতৌ ॥ ১৭
কবচন্তু পুরা কৃত্বা তত্র পূজাং সমাচরেৎ ।
ষট্সহস্রং জপং কৃত্বা শতমষ্টোত্তরং জপেৎ ॥ ১৮
মহাকাল্যা মহামন্ত্রং জপেত্তু পরমেশ্বরি ।
কৃষ্ণপুষ্পেণ সংপূজ্য জুহুয়াদাদ্রকেন তু ॥ ১৯

"ওঁ হুং ক্লীং" এই বীজত্রয় দ্বারা উগ্রাদেবীর মন্ত্রকে পুটিত করিয়া ঐ পুটিত মন্ত্র দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মুণ্ডসমূহের যে কোন একটিকে অষ্টোত্তর শতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া, তাহা শত্রুগৃহে নিক্ষেপ করিবে। ১২

হে দেবি ! এই প্রক্রিয়া দ্বারা এক সপ্তাহকাল মধ্যে নিশ্চয়ই শত্রু বিনষ্ট হয়। হে মহাদেবি ! অষ্টমী তিথিতে শনিবারে মহানিশিতে পিষ্টক দ্বারা একটি পুরুষ মূর্ত্তি রচনা করিবে। হে পরমেশ্বরি ! তৎপর অশ্বত্থমূলে আসন রচনা করিয়া উগ্রাদেবীর পূজা করিবে এবং অষ্টোত্তর সহস্র মন্ত্র জপ করিবে। হে পরমেশ্বরি ! তৎপর সুধী সাধক ঐ পুরুষ-মূর্ত্তিকে অষ্টোত্তর শত খণ্ড করিয়া, তদ্দ্বারা অষ্টোত্তর শত হোম করিবে। ১৩-১৫

হে পরমেশ্বরি ! শ্রবণ কর। তৎপর হোমশেষে ভস্ম গ্রহণ করিয়া, তাহা রক্তবস্ত্রদ্বারা বেষ্টন করতঃ রক্তসূত্র দ্বারা তাহা বন্ধন করিবে। ১৬

তৎপর ঐ পুটুলী শত্রুগৃহে নিক্ষেপ করিলে, শত্রু নিশ্চয়ই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। হে মহেশানি ! প্রথমে মহাকালীর কবচ জপ করিবে। তৎপর কুলবারে

১। চিতায়ামস্থ ইতি পাঠান্তরম্।

তদস্থি চ সমাদায় শতাভিমন্ত্রিতং পুনঃ।
প্রক্ষিপেদ্ বৈরিগেহে চ তস্যোচ্চাটনমুত্তমম্ ॥ ২০
শ্মশানকাষ্ঠমাদায় আসনং তত্র কল্পয়েৎ।
আসনে চ জপেন্মন্ত্রং শতমষ্টোত্তরং পুনঃ ॥ ২১
বিহিতঞ্চ চিতাস্থানং যোষিদ্-ব্রাহ্মণবর্জ্জিতম্।
আসনং কল্পয়িত্বা তু তত্র পূজাং সমাচরেৎ ॥ ২২
বৈরিণাং নাম সংলিখ্য আসনং তত্র কল্পয়েৎ।
ষট্সহস্রং জপেন্মন্ত্রং বৈরিণং মোহয়েদ্[1] ধ্রুবম্ ॥ ২৩
কুলবারে মহেশানি চতুর্দ্দশ্যাং সুরেশ্বরি।
নিশীথে চ মহাদেবি কৃষ্ণপুষ্পেণ হোময়েৎ ॥ ২৪
হোমং কৃত্বা বরারোহে বৈরিণং মোহয়েদ্ ধ্রুবম্।
কুলপুষ্পেণ দেবেশি হোমং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ ২৫

অ-সংস্কৃত চিতায় মহাকালীর পূজা করিবে। হে পরমেশ্বরি! তৎপর ৬১০৮ বার মহাকালীর মহামন্ত্র জপ করিবে। কৃষ্ণপুষ্প দ্বারা দেবীর পূজা করিবে এবং আদ্রক দ্বারা দেবীর হোম করিবে। ১৭-১৯

তৎপর ঐ অ-সংস্কৃত চিতাস্থিত অস্থি গ্রহণ করিয়া তাহা মহাকালী মন্ত্র দ্বারা একশত আটবার অভিমন্ত্রিত করিয়া শত্রুগৃহে নিক্ষেপ করিলে সে শত্রু উন্মত্ততাগ্রস্ত হয়। ২০

শ্মশান কাষ্ঠোপরি উপবেশন করিয়া অষ্টোত্তর শতবার মহাকালীর মন্ত্র জপ করিবে। ২১

যে চিতাস্থান নারী ও ব্রাহ্মণ বর্জ্জিত, সেই চিতাস্থানে উপবেশন করিয়া মহাকালীর পূজা করিবে। ২২

আসন গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে সেই স্থানে শত্রুর নাম লিখিয়া তদুপরি আসন পরিগ্রহণ করিয়া ছয় হাজার মহাকালী-মন্ত্র জপ করিবে। ইহার ফলে শত্রু নিশ্চয়ই মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে। ২৩

হে সুরেশ্বরি! হে মহেশানি! কুলবারে চতুর্দ্দশীতিথিতে মহানিশায় কৃষ্ণপুষ্প দ্বারা মহাকালীর হোম করিবে। হে বরারোহে! এইরূপে হোম করিলে শত্রু নিশ্চয়ই মূর্চ্ছিত হয়। হে দেবেশি! বিচক্ষণ সাধক কুল পুষ্পদ্বারা

১। হোময়েদ্ ইতি পাঠান্তরম্।

শ্মশানকালিকামন্ত্রং জপেদষ্টাক্ষরং বুধঃ।
অষ্টোত্তরসহস্রেণ বৈরিং মোহয়তে ধ্রুবম্ ॥ ২৬
শনিবারে মহেশানি মুণ্ডমাদায় যত্নতঃ।
অষ্টাক্ষরং মহামন্ত্রং দ্বিসহস্রং জপেৎ সুধীঃ ॥ ২৭
বৈরিং মোহয়তে দেবি ত্রিমাসাৎ পরতো ধ্রুবম্ ।
গোমুণ্ডঞ্চ সমাদায় নামমন্ত্রং লিখেত্ততঃ ॥ ২৮
অষ্টসহস্রং জপেদ্দেবি বৈরিং নাশয়তে ধ্রুবম্ ।
জুহুয়ান্নীলপুষ্পেণ অষ্টোত্তরশতং পুনঃ ॥ ২৯
অথবান্যপ্রকারেণ শ্রূয়তাং বরবর্ণিনি[১]।
সূর্য্যোদয়ং সমারভ্য যাবৎ সূর্য্যাস্তরং ভবেৎ ॥ ৩০
তন্মন্ত্রৈঃ পুটিতং কৃত্বা বৈরিং মর্দ্দয়তে ক্ষণাৎ।
সন্ধ্যাকালং সমারভ্য যাবৎ সূর্য্যোদয়ং ভবেৎ ॥ ৩১
তাবন্মন্ত্রং জপং কুর্য্যাৎ অনুলোম-বিলোমতঃ[২]।
কৃষ্ণপুষ্পেণ হোতব্যং যাবদুচ্চাটনং ভবেৎ ॥ ৩২

হোম করিয়া অষ্টোত্তর সহস্রবার শ্মশান কালিকার অষ্টাক্ষর মহামন্ত্র জপ করিবে। ইহার ফলে শত্রু নিশ্চয় মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে। ২৪-২৬

হে মহেশানি! শনিবারে নরমুণ্ড গ্রহণ করিয়া যত্নসহকারে তদুপরি শ্মশান কালিকার অষ্টাক্ষর মহামন্ত্র দ্বি-সহস্র সংখ্যক জপ করিবে। ২৭

এইরূপে কার্য্য করিলে তিনমাস পরে শত্রু মূর্চ্ছিত হয়। গোমুণ্ড গ্রহণ করিয়া তাহাতে শত্রু নাম বিদর্ভিত শ্মশানকালিকার মন্ত্র লিখিবে। তৎপর অষ্ট সহস্র মন্ত্র জপ করিয়া পুনরায় নীল পুষ্পের দ্বারা অষ্টোত্তর শত সংখ্যক হোম করিলে, শত্রু নিশ্চয়ই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ২৮-২৯

হে বরবর্ণিনি! প্রকারান্তর শত্রু-বিমর্দ্দন পদ্ধতি বলিতেছি, শ্রবণ কর। একদিন সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী দিবস সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত শত্রুনাম বিদর্ভিত (অভিসম্পাতগ্রস্ত) মন্ত্র অবিশ্রাম জপ করিতে থাকিবে। তাহা হইলে শত্রু বিমর্দ্দিত হইয়া থাকে। অথবা সন্ধ্যাকাল [সূর্য্যাস্ত] হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী দিবস সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত অনুলোম বিলোমক্রমে ক্রমাগত মন্ত্র জপ

১। নগনন্দিনি। ২। বিলোমকৈঃ।

অষ্টাহাভ্যন্তরে বৈরিবিনাশো জায়তে ধ্রুবম্ ।
মাতৃকাপুটিতং কৃত্বা প্রজপেৎ সুরসুন্দরি ॥ ৩৩
অনুলোমবিলোমেন তন্নাম্না প্রজপেৎ সুধীঃ ।
দশাহাভ্যন্তরে বৈরিবিনাশো জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ৩৪
কুজবারে মহেশানি চিতামধ্যে সমাগতঃ ।
যোগিনীং তত্র সংপূজ্য ভৈরবং পুজয়েত্ততঃ ॥ ৩৫
দেবেশীং তত্র সংপূজ্য তারিণীং তত্র পূজয়েৎ ।
ক্ষেত্রপালঞ্চ সংপূজ্য তারিণীং তত্র পূজয়েৎ ॥ ৩৬
দশদিক্ষু কীলকঞ্চ কর্ত্তব্যঞ্চ সুরেশ্বরি ।
বিংশত্যক্ষরমুচ্চার্য্য নাম্নামধ্যে সনাতনি ॥ ৩৭
পঞ্চসহস্রং জপেন্মন্ত্রং যাবচ্চৈব মহানিশিম্ ।
তাবজ্জপং প্রকুর্ব্বীত শত্রূণাং নাশনায় চ ॥ ৩৮
জুহুয়াৎ রক্তপুষ্পেণ শত্রূন্ মর্দ্দয়তে ক্ষণাৎ ।
হোতব্যং তত্র দেবেশি দেবেশঞ্চ যজেৎ সুধীঃ ॥ ৩৯

করিতে থাকিবে। তৎপর কৃষ্ণপুষ্প দ্বারা ক্রমাগত শত্রু উন্মত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত হোম করিতে থাকিবে। ৩০-৩২

এইরূপভাবে কার্য্য করিলে অষ্টম দিবস মধ্যে শত্রু নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। হে সুরসুন্দরি! শত্রুনাম বিদর্ভিতমন্ত্র মাতৃকা পুটিত করিয়া অনুলোম ও বিলোমক্রমে ক্রমাগত জপ করিতে থাকিবে। এইরূপে কার্য করিলে দশ দিন মধ্যে শত্রু নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ৩৩-৩৪

হে মহেশানি! মঙ্গলবারে অপরিষ্কৃত চিতামধ্যে প্রথমে যোগিনীর পূজা করিয়া তৎপর ভৈরবের পূজা করিবে। তৎপর তথায় যথাক্রমে ক্ষেত্রপাল ও তারিণীর পূজা করিবে। ৩৫-৩৬

হে সুরেশ্বরি! পূজাস্থানের চতুর্দিকে সর্ব্বপ্রথমে কীলক প্রোথিত করিবে। হে সনাতনি! তৎপর বিংশত্যক্ষর তারিণী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মধ্যে শত্রুনাম যোগ করিয়া পঞ্চসহস্র সংখ্যক জপ করিবে। তৎপর যতক্ষণ পর্য্যন্ত মহানিশি না হয় তাবৎকাল পর্য্যন্ত মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। ইহার ফলে শত্রু নিশ্চয়ই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ৩৭-৩৮

হে দেবেশি! প্রথমে ভৈরবের পূজা করিয়া, তৎপর রক্তপুষ্প দ্বারা হোম করিলে শত্রুবিমর্দ্দিত (দলিত, পিষ্ট) হইয়া থাকে। ৩৯

কুজবারে মহেশানি শবমাদায়[১] যত্নতঃ।
কীলকং তত্র বদ্ধা চ মূলমন্ত্রৈর্মহেশ্বরি ॥ ৪০
তত্র সংচিন্তয়েদ্দেবীং দৈত্যদর্পনিস্সূদিনীম্।
ভৈরবং তত্র সংপূজ্য শবস্নানং সমাচরেৎ ॥ ৪১
চত্বারঃ কীলকাস্তত্র পূজনঞ্চ সমাচরেৎ।
বটুকং ক্ষেত্রপালঞ্চ যোগিনীং ভৈরবীং তথা ॥ ৪২
স্ত্রিয়ং বিনা মহেশানি ব্রাহ্মণং যবনং যথা[২]।
যবনীঞ্চ[৩] বিনা দেবি শবং সংচিন্তয়েৎ সুধীঃ।
অন্ত্যজশ্চ শবশ্রেষ্ঠঃ প্রশস্তো যুদ্ধকর্ম্মণি ॥ ৪৩
শবরূপং শিবং তত্র চিন্তয়েৎ পরমেশ্বরি।
কার্য্যং দেহি[৪] মহাদেব সিদ্ধিং দেহি মহাবিভো ॥ ৪৪
মন্ত্রসিদ্ধিং তথা দেহি রক্ষ মাং শরণাগতম্।
শবরূপ মহাদেব সর্ব্বদেব নমোঽস্তু তে ॥ ৪৫

হে মহেশানি! মঙ্গলবারে যত্নসহকারে একটি শব গ্রহণ করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ করতঃ ঐ শবকে একটি কীলকের সহিত বন্ধন করিবে। ৪০

তৎপর তথায় দৈত্যদর্পনিসূদিনী চামুণ্ডার ধ্যান করতঃ ভৈরবের পূজা করিবে। তৎপর শবকে স্নান করাইবে। ৪১

তৎপর শবদেহের চতুর্দ্দিকে প্রোথিত (ভূগর্ভে নিহিত) চারিটি কীলকের পূজা করিবে। তৎপর তথায় বটুক, ক্ষেত্রপাল, যোগিনী এবং ভৈরবীর পূজা করিবে। ৪২

হে মহেশানি! স্ত্রীলোক বা যবনী ভিন্ন, ব্রাহ্মণ বা যবনের শব এই সাধনকার্য্যে গ্রহণ করিবে। যুদ্ধকার্য্যে শত্রুবিনাশার্থে অন্ত্যজ জাতির শবই শ্রেষ্ঠ। ৪৩

হে পরমেশ্বরি! ঐ শবকে শিবরূপে চিন্তা করিবে। তৎপর ঐ শবের নিকট নিম্নোক্ত বাক্যে প্রার্থনা করিবে, যথা—"হে মহাদেব! হে মহাবিভো! আপনি আমাকে কার্য্য এবং সিদ্ধি দান করুন। আপনি আমাকে মন্ত্রসিদ্ধি দান করুন এবং আমি আপনার শরণাগত, আপনি এই শরণাগতকে রক্ষা করুন। হে মহাদেব! আপনি শবরূপী এবং সর্ব্বদেবরূপী, আপনাকে নমস্কার। ৪৪-৪৫

১। যবমাদায়। ২। তথা। ৩। যবনঞ্চ। ৪। দেব ইতি পাঠান্তরম্।

পঠিত্বৈবং মহাদেবি শবপৃষ্ঠে সমাস্থিতঃ[১] ।
জপং তত্র প্রকুর্ব্বীত সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪৬
করালীং তত্র সংপূজ্য হোমং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ ।
সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিঃ স্যাদ্ যদ্ যদ্ মনসি বর্ত্ততে ॥ ৪৭
উজ্জটে[২] মহাদেবি কৃষ্ণাষ্টম্যাং কুলেশ্বরি ।
রক্তবস্ত্রং সমাদায় কুলদ্রব্যে মহেশ্বরি ॥ ৪৮
নগ্নঃ শক্তিসমাযুক্তো স্বয়ং চ ভৈরবোত্তমঃ ।
ক্ষ-কারং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য নাদবিন্দুসমন্বিতম্ ॥ ৪৯
দক্ষিণে কালিকে দেবি কামবীজং ততঃ পরম্ ।
ইতি মন্ত্রেণ দেবেশি পূজাং কুর্য্যাৎ বিশেষতঃ ॥ ৫০
গজান্তকসহস্রন্তু জপং কুর্য্যাদ্বরাননে ।
রক্তপুষ্পেণ হোমস্তু কর্ত্তব্যঃ বরবর্ণিনি ॥ ৫১
সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিঃ স্যাৎ স এব ভৈরবোত্তমঃ ॥ ৫২

ইতি কুব্জিকাতন্ত্রে পার্ব্বতী-পরমেশ্বর-সংবাদে অষ্টমঃ পটলঃ ॥

হে মহাদেবি। এইরূপে প্রার্থনা করিয়া তৎপর সাধক শবপৃষ্ঠে আসন পরিগ্রহণ করিয়া সকল প্রকার কামার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত কেবলমাত্র মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। ৪৬

তৎপর বিচক্ষণ সাধক তথায় করালীর [কালীর] পূজা করিয়া তৎপর হোম করিবে। এইরূপে কার্য্য করিলে সাধক তাহার আকাঙ্ক্ষিত সর্ব্বকামার্থসিদ্ধি লাভ করে। ৪৭

হে কুলেশ্বরি, হে মহাদেবি। কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে রক্তবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক করিয়া কুলদ্রব্য এবং নগ্নশক্তি সমাযুক্ত হইয়া সাধক স্বয়ং ভৈরবরূপী হইবে। তৎপর 'ক্ষং দক্ষিণে কালিকে ক্লীং'—এই মন্ত্র দ্বারা বিশেষভাবে দেবীর পূজা করিবে। ৪৮-৫০

হে বরাননে। হে বরবর্ণিনি। তৎপর অষ্টোত্তর সহস্র মন্ত্র জপ করিয়া রক্তপুষ্প দ্বারা হোম করিবে। এইরূপভাবে কার্য্য করিলে সর্ব্বকামার্থ সিদ্ধি-লাভ হয় এবং সাধক স্বয়ং ভৈরবরূপী হইয়া থাকে। ৫১-৫২

কুব্জিকাতন্ত্রে পার্ব্বতী-পরমেশ্বর-সংবাদে অষ্টম পটল সমাপ্ত ॥

১। সমাহিতঃ। ২। উর্জ্জটে; উৎকটে। শব্দকল্পদ্রুমে "উজ্জট" শব্দ নাই।

নবমঃ পটলঃ

[মন্ত্রসিদ্ধের্লক্ষণং, মন্ত্রসিদ্ধেরুপায়ঃ, পঞ্চাঙ্গপুরশ্চরণ-বিধিশ্চ।]

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ—

ভগবন্ প্রাণনাথেশ সর্ব্বতত্ত্ববিশারদ।
লক্ষণং মন্ত্রসিদ্ধেশ্চ কথ্যতাং ভূতভাবন॥ ১

শ্রীশিব উবাচ—

শৃণু ভদ্রে প্রবক্ষ্যামি শ্রূয়তাং সাবধানতঃ।
হৃদয়গ্রন্থিভেদশ্চ রোমাঞ্চো হর্ষণং তথা॥ ২
তন্নাম্না গদ্‌গদং বাক্যং উন্মত্ত ইব লক্ষ্যতে।
নিত্যহর্ষো নিত্যশ্রদ্ধঃ সর্ব্বদা বেদভূষিতঃ॥ ৩
বাসনাবদ্ধো দেবে চ স্বপ্রেতাঞ্চ প্রপশ্যতি।
অজ্ঞানেনানুসন্ধানাৎ পশ্চাৎ জ্ঞানং প্রপশ্যতি॥ ৪
তজ্‌জ্ঞানং স্থিরতামেতি দৃঢ়ঞ্চ জায়তে পুনঃ।
দেবতাপ্রতিসন্ধানাৎ করুণোক্তিঃ প্রজায়তে॥ ৫

[মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ, মন্ত্রসিদ্ধির উপায় এবং পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণবিধি কথিত হইতেছে।]

পার্ব্বতী কহিলেন—হে প্রাণনাথ! আপনি সকলের ঈশ্বর ও সর্ব্বতত্ত্ব-বিশারদ। হে ভূতভাবন! আপনি আমার নিকট মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ বর্ণনা করুন। ১

শঙ্কর কহিলেন—হে ভদ্রে! মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ বলিতেছি, মনোযোগসহকারে শ্রবণ কর। মন্ত্রসিদ্ধি হইলে ষট্‌চক্রে হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয় এবং দেহে রোমাঞ্চকর পুলক সঞ্চার হয়। ২

তৎকালে সাধক উন্মত্তবৎ দৃষ্ট হয় এবং তাহার মুখ হইতে সর্ব্বদা ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে গদ্‌গদ বাক্য নির্গত হয়। সে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত হর্ষযুক্ত, শ্রদ্ধান্বিত এবং বেদপরায়ণ হইয়া থাকে। ৩

সে ব্যক্তি অজ্ঞানতা প্রযুক্ত বাসনাবদ্ধ হইয়া দেবতার আরাধনাতৎপর হইলেও পরবর্ত্তীকালে জ্ঞানপ্রভাবে সে ব্যক্তি আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করে। ৪

সর্ব্বদা দেবতাং পশ্যন্ দেবতাভাবসিদ্ধয়ে।
দিব্যজ্ঞানং শরীরে চ সর্ব্বদা দেবতর্পণম্ ॥ ৬
নিরাবিলং[১] সমানঞ্চ যঃ পশ্যতি স বুদ্ধিমান্।
লোষ্ট্রে চ কাঞ্চনে চৈব সমজ্ঞানঞ্চ পশ্যতি ॥ ৭
স এব সাধকঃ শ্রেষ্ঠঃ জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ।
সাকারভাবনে দেবি পুত্রবৎ স্নেহমাচরেৎ ॥ ৮
আত্মীয়ত্বং সমাদায় হস্তপাদাদিসংযুতম্।
আত্মীয়তুল্যা সর্ব্বা চ ভাবেন চ নিরন্তরম্ ॥ ৯
মম দেহে চ নান্যোঽস্তি দেবতা চৈব তিষ্ঠতি।
নান্যৎ দেবং[২] কদাচিত্তু সর্ব্বদা মূর্দ্ধ্নি তিষ্ঠতি ॥ ১০
ত্রিশূলধারিণী দেবি সর্ব্বদা পরিরক্ষতি।
সর্ব্বাস্ত্রধারিণী দেবি সর্ব্বদা পরিরক্ষতি ॥ ১১

তৎপর ঐ আত্ম-সাক্ষাৎকারজনিত জ্ঞান ক্রমশঃ স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়া পরে তাহা সাধকের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। দেবতানুসন্ধান-তৎপর সাধক সর্ব্বদা দেবতাদিগের উদ্দেশে প্রার্থনাপরায়ণ হইয়া কাতর (কারুণ্যপূর্ণ, দয়ার্দ্র) বাক্য, উচ্চারণ করে। ৫

দেবভাব সিদ্ধি হেতু সে ব্যক্তি সর্ব্বদা দেবতা দর্শন করে। সে ব্যক্তি দিব্যজ্ঞান লাভ করে এবং দেহমধ্যে সর্ব্বদা দেবতাদিগের তর্পণ করে। ৬

যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে সমদর্শী এবং সর্ব্বত্রই পবিত্রতা দর্শন করেন তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান্। যে ব্যক্তি লোষ্ট্র এবং কাঞ্চনকে সমমূল্য মনে করেন, তিনিই সাধকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই জীবন্মুক্ত। এতদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। সে ব্যক্তি সমস্ত সাকার জীব বা বস্তুকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন। ৭-৮

হস্তপাদাদিযুক্ত সমস্ত জীবকুল তাহার নিকট আত্মীয়বৎ এবং স্ত্রী-মাত্রেই সর্ব্বদা তাহার আত্মীয় তুল্য। ৯

আমার দেহে কেবলমাত্র ইষ্টদেবতাই বিদ্যমান এবং আমিও ইষ্টদেবতা-স্বরূপ। আমি ইষ্টদেবতা ভিন্ন অন্য কেহ নহি এবং ইষ্টদেবতা সর্ব্বদা সহস্রারে বাস করিতেছেন—মন্ত্রসিদ্ধ-সাধক সর্ব্বদা এইভাবে অবস্থান করেন। ১০

ত্রিশূল এবং সর্ব্বাস্ত্রধারিণী দেবী সাধককে সর্ব্বদা রক্ষা করেন। ১১

১। বিনাবিলং ; নিবাবিনং। ২। ভয়ং। নান্যো দেবঃ ইতি সমীচীনঃ পাঠঃ।

এবং চ ধ্যানযোগেন জ্ঞানযোগেন বা পুনঃ।
সর্ব্বদানন্দহৃদয়ে মহাজ্ঞানং দিনে দিনে॥ ১২
এবমভ্যস্যমানেন অহন্যহনি সাধকঃ।
সাকারেণ মহেশানি নিরাকারঞ্চ ভাবয়েৎ॥ ১৩
সাকারেণ বিনা দেবি নিরাকারং ন পশ্যতি।
সাকারং মূলকং সর্ব্বং সাকারঞ্চ[১] প্রপশ্যতি॥ ১৪
অভ্যাসেন সদা দেবি নিরাকারং প্রপদ্যতে।
নিরাকারং সমাসাদ্য নিরঞ্জনপদং লভেৎ॥ ১৫
নিরাকারেণ দেবেশি কৃতকৃত্যশ্চ সাধকঃ।
এবং সদাত্মনা দেবি কামরূপো ন সংশয়ঃ॥ ১৬
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ভবেদ্দেবযজী নরঃ।
দেবতাধ্যানমাত্রেণ দেবতাভাবমালভেৎ॥ ১৭

এইরূপভাবে ধ্যানযোগে বা জ্ঞানযোগে মন্ত্রসিদ্ধ সাধক সর্ব্বদা আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে অবস্থান করে এবং দিনে দিনে সে ব্যক্তি উত্তরোত্তর মহাজ্ঞান লাভ করে। ১২

নিরন্তর প্রতিদিন এইরূপ ধ্যান এবং জ্ঞানাভ্যাসের ফলে সাধক সাকারকেও নিরাকাররূপে চিন্তা করে। হে মহেশানি! তদবস্থায় সাধক সাকারমধ্যে সর্ব্বত্র নিরাকার ভিন্ন অন্য কিছুই দর্শন করে না। সাকারই সমস্তের মূল এবং যাহা সাধারণ দৃষ্টিতে সাকাররূপে পরিদৃশ্যমান, অভ্যাসযোগের দ্বারা তাহাই সাধকের নিকট নিরাকারত্ব প্রাপ্ত হয়। মন্ত্রসিদ্ধ সাধক এই নিরাকার দৃষ্টি বা জ্ঞানলাভের পর নির্ব্বাণ লাভ করে। ১৩-১৫

হে দেবেশি! নিরকার জ্ঞান লাভের ফলেই সাধক কৃতকৃত্য (কৃতকার্য্য) হইয়া থাকে। হে দেবি! সমস্ত জীবাত্মাকেও সাধক নিরাকাররূপেই দর্শন করে এবং সেই সাধকই তখন স্বয়ং কামরূপী হইয়া থাকে। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ১৬

সুতরাং সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে দেবতারাধনতৎপর হইবে। দেবতার ধ্যানমাত্রই সাধক দেবতার ভাব প্রাপ্ত হয়। ১৭

১। সাকারঞ্চ।

সর্ব্বং কুর্য্যান্মহেশানি দেবতায়ৈ সমর্পণম্ ।
বাসনাভাবরূপেণ মনসি যৎ প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৮
তৎ সর্ব্বং চ ভবত্যেব দেবি সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ১৯

[অথ মন্ত্রসিদ্ধেরুপায়-কথনম্]

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ—

হৃদয়েশ মহাদেব পরমেশ পুরাতন ।
কেনোপায়েন দেবেশ মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেৎ ধ্রুবম্ ।
পুরশ্চরণবিধানঞ্চ কথ্যতাং প্রাণবল্লভে ॥ ২০

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

সাধু সাধু ত্বয়া পৃষ্টং শ্রূয়তাং বরবর্ণিনি ।
অনায়াসেন মন্ত্রস্য সিদ্ধির্ভবতি সুন্দরি ॥ ২১
তৎ সর্ব্বং কথয়িষ্যামি সত্যং সত্যং সুনিশ্চিতম্ ।
রমাবীজং বিশ্ববীজং বধূবীজং মহেশ্বরি ॥ ২২
পুটিতৈকজটামন্ত্রং প্রজপেৎ সাধকোত্তমঃ ।
অষ্টসহস্রং মহেশানি জপেত্তু সাধকোত্তমঃ ॥ ২৩

হে মহেশানি ! সর্ব্বদা সাধনজনিত সমস্ত কার্য্যফল ইষ্ট-দেবতাকে সমর্পণ করিবে। তাহা হইলে বাসনারূপে চিত্তে যত প্রকার সঙ্কল্প বিদ্যমান তাহা সমস্তই সিদ্ধ হইয়া থাকে। হে দেবি ! ইহা ধ্রুবসত্য এবং এতদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ১৭-১৯

[মন্ত্রসিদ্ধির উপায় কথন]

পার্ব্বতী কহিলেন—হে হৃদয়েশ মহাদেব ! হে পরমেশ ! আপনিই একমাত্র পুরাতন সত্ত্বা। হে দেবেশ ! কি পদ্ধতিতে কার্য্য করিলে সুনিশ্চিতরূপে মন্ত্রসিদ্ধিলাভ হয় এবং পুরশ্চরণের পদ্ধতি কি, হে প্রাণবল্লভ ! তাহা আপনি আমার নিকট ব্যক্ত করুন। ২০

শঙ্কর কহিলেন—হে বরবর্ণিনি ! তুমি অতি উত্তম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ। তোমার কথিত বিষয়ের উত্তর দিতেছি, শ্রবণ কর। যাহাতে অনায়াসে মন্ত্রসিদ্ধি লাভ হয়, হে সুন্দরি ! তৎসমুদয় আমি বলিতেছি। সত্যসত্যই এই-সকল পদ্ধতি মন্ত্রসাধনের অতিশয় সুনিশ্চিত পন্থা। হে মহেশ্বরি ! একজটা

গদ্যপদ্যময়ী বাণী ভবেত্তস্য ন সংশয়ঃ।
কূর্চ্চবীজং শক্তিবীজং ক্ষকারং তদনন্তরম্ ॥ ২৪
পুটিতং দক্ষিণামন্ত্রং ষট্‌সহস্রক্রমেণ তু।
সর্ব্বরাজ্যেশ্বরো ভূত্বা বিচরন্তি মহীতলে ॥ ২৫
কুলস্ত্রীযোনিমধ্যে তু ধূমামন্ত্রং সমালিখেৎ।
শক্ত্যা তু পুটিতং কৃত্বা নবলক্ষং জপেৎ সুধীঃ ॥ ২৬
যুদ্ধে বিজয়মাপ্নোতি স এব সাধকোত্তমঃ।
কুলস্ত্রীযোনিমধ্যে তু ধূমামন্ত্রং লিখেৎ পুনঃ ॥ ২৭
অষ্টসহস্রং জপেদ্ধীমান্ বিচরেদ্ধি মহীতলে।
যুদ্ধে বিজয়মাপ্নোতি শত্রূন্ নাশয়তে ক্ষণাৎ ॥ ২৮
কুলস্ত্রীভালমূলে চ লিখেন্মন্ত্রং সুলক্ষণম্।
তং দৃষ্ট্বা সাধকঃ শ্রেষ্ঠঃ পঞ্চলক্ষং জপেৎ পুনঃ ॥ ২৯
স ভবেদ্দেবতাতুল্যো নরেন্দ্রশ্চ ন সংশয়ঃ।
মাতৃকাপুটিতং কৃত্বা ধনদামন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ৩০

মন্ত্রকে ওঁ [বিশ্ববীজ], স্ত্রীং [বধূবীজ] এবং শ্রীং [রমাবীজ] বীজ দ্বারা পুটিত করিয়া অষ্টোত্তর সহস্র [মতান্তরে অষ্টসহস্র] জপ করিবে। ২১-২৩

ইহার ফলে সাধক গদ্যপদ্যময়ী বাক্যের অধীশ্বর হইয়া থাকে। কূর্চ্চবীজ [হূঁং], শক্তিবীজ [হ্রীং ; ক্লীং] এবং ক্ষং এই বীজত্রয় দ্বারা পুটিত করিয়া দক্ষিণা-কালিকার মন্ত্র ছয় হাজার জপ করিলে সাধক সমগ্র-রাজত্বের অধীশ্বর হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করে। ২৪-২৫

কুলস্ত্রী যোনিমধ্যে ধূমাবতী মন্ত্র লিখিয়া, তৎপর ঐ মন্ত্রকে শক্তিবীজ [হ্রীং ; ক্লীং] দ্বারা পুটিত করিয়া সুধী সাধক নয় লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। ২৬

এইরূপে কার্য্য করিলে সাধক যুদ্ধে জয়লাভ করে। কুলস্ত্রী যোনিমধ্যে ধূমাবতী মন্ত্র লিখিয়া ধীমান সাধক অষ্টোত্তর সহস্র [মতান্তরে অষ্ট সহস্র] ধূমাবতী মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপে জপ করিলে যুদ্ধে জয়লাভ করে এবং শত্রুগণকে অত্যল্পকাল মধ্যে বিনাশ করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করে। ২৭-২৮

কুলস্ত্রীর কপালমূলে সুলক্ষণ মন্ত্র লিখিবে। তৎপর ঐ মন্ত্রের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ঐ মন্ত্র পঞ্চলক্ষ জপ করিবে। তাহা হইলে সে ব্যক্তি দেবতাতুল্য এবং নৃপতি হইয়া থাকে। এতদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মাতৃকাবর্ণ পুটিত

দ্বিসহস্রং জপেৎ সুধীঃ সর্ব্বরাজ্যেশ্বরো ভবেৎ।
বিচরন্তি যথা দেবাস্তথৈব সাধকোত্তমঃ ॥ ৩১
মহাপদ্মস্য মধ্যে তু অষ্টপত্রং লিখেত্ততঃ।
অষ্টপত্রস্য মধ্যে তু বগলামন্ত্রকং পুনঃ ॥ ৩২
হৃদয়ে স্থাপয়িত্বা তু জপেত্তু সাধকোত্তমঃ।
সভাক্ষোভং[১] নয়ত্যেবমরীন্ মর্দ্দয়তে ক্ষণাৎ ॥ ৩৩
অষ্টসহস্রং দ্বিসহস্রং নবসহস্রং জপেৎ সুধীঃ।
ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়ত্যেব সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪
কামবীজং রমাবীজং হরবীজং[২] মহেশ্বরি।
ধনদাপুটিতং কৃত্বা দশসহস্রং জপেৎ সুধীঃ ॥ ৩৫
বাতস্তম্ভং জলস্তম্ভং বহ্নেঃ শৈত্যং নয়েদ্ ধ্রুবম্।
সুরসুন্দরীমহামন্ত্রং কলৌ পূর্ণফলপ্রদম্ ॥ ৩৬
পুটিতং শক্তিবীজেন ত্রিমাসাৎ পরতো ধ্রুবম্।
স্ত্রীরূপা সুন্দরী দেবী নিকটে ব্রজতি ধ্রুবম্ ॥ ৩৭

করিয়া দ্বিসহস্র সংখ্যক ধনদা মন্ত্র জপ করিলে, সাধক রাজ্যেশ্বর হইয়া দেবতার ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ করে। ২৯-৩১

মহাপদ্ম মধ্যে অষ্টদল অঙ্কিত করিবে এবং ঐ অষ্টদলমধ্যে বগলামুখীর মন্ত্র লিখিবে। ৩২

তৎপর ঐ মহাপদ্ম হৃদয়ে স্থাপন করিয়া সাধক বগলামুখীর মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। এইরূপে কার্য্য করিলে সভা ক্ষোভিত হয় এবং অত্যল্পকাল-মধ্যে শত্রু বিমর্দ্দিত (চূর্ণিত) হয়। ৩৩

সুধী সাধক বগলামুখী মন্ত্র উক্তরূপে, দ্বিসহস্র, অষ্টসহস্র বা নব সহস্র জপ করিলে নিশ্চয়ই ত্রৈলোক্য ক্ষোভিত (ত্রাসিত) হইয়া থাকে। ইহা ধ্রুব সত্য। এতদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। ৩৪

হে মহেশ্বরি! কামবীজ [ক্লীং], রমাবীজ [শ্রীং] এবং হরবীজ [স্বাহা; হ্রাং; ফট্]—এই বীজত্রয় দ্বারা ধনদা মন্ত্র পুটিত করিয়া জপ করিলে সুধী সাধক বায়ু, জল, অগ্নি ও শৈত্য স্তম্ভন করিতে সক্ষম হয়। ইহা ধ্রুব সত্য। কলিযুগে সুরসুন্দরী মহামন্ত্র পূর্ণ ফল প্রদান করিয়া থাকে। ৩৫-৩৬

১। সভাক্ষোভণং। ২। গুরুবীজং।

অনায়াসেন দেবেশি কলৌ পূর্ণফলপ্রদা[১]।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কর্ত্তব্যঞ্চ মহেশ্বরি ॥ ৩৮
রতিসুন্দরী মহাদেবী রতিবীজ-সমন্বিতা।
অষ্টসহস্রং জপেদ্দেবি ততঃ সিদ্ধিং সমালভেৎ ॥ ৩৯

[পুরশ্চরণকথনম্]

প্রাণহীনো যথা দেহঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ন ক্ষমঃ।
পুরশ্চরণহীনস্তু তথা মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪০
পঞ্চাঙ্গোপাসনং চৈব পুরশ্চরণকর্ম্মণি।
জপহোমৌ তর্পণঞ্চাভিষেকো ব্রাহ্মণভোজনম্ ॥ ৪১
পঞ্চাঙ্গানি মহেশানি সাধকানাং সুখাবহম্।
মহাভিষেকাৎ পুরুষঃ সর্ব্বকর্ম্মসু চ ক্ষমঃ ॥ ৪২
মহাভিষেকং বিনা দেবি ন কুর্য্যান্মন্ত্রচিন্তনম্।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন মহাভিষেকো ভবেন্নরঃ ॥ ৪৩

তিনমাসকাল শক্তিবীজ [হ্রীং; ক্লীং] পুটিত করিয়া সুরসুন্দরী-মন্ত্র জপ করিলে সুরসুন্দরী নিশ্চয়ই স্ত্রীরূপে সাধকসমীপে আগমন করে। ৩৭

কলিযুগে সুরসুন্দরী অনায়াসে ফল প্রদান করে। হে মহেশ্বরি! সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে সুরসুন্দরী-সাধন করিবে। ৩৮

হে দেবি! রতিবীজ [ক্রীং; স্ত্রীং] দ্বারা রতিসুন্দরী মন্ত্র পুটিত করিয়া অষ্টোত্তর সহস্র [মতান্তরে অষ্টসহস্র] জপ করিলে সাধক মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করে। ৩৯

[অনন্তর পুরশ্চরণবিধি কথিত হইতেছে।]

প্রাণহীন দেহ যেরূপ কোন কর্ম্মই করিতে সক্ষম নহে, সেইরূপ পুরশ্চরণহীন মন্ত্রও প্রাণহীন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ৪০

পুরশ্চরণ কার্য্যে উপাসনা পাঁচটি অঙ্গ বা অংশে বিভক্ত। যথা—জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক ও ব্রাহ্মণভোজন। ৪১

হে মহেশানি! এই পঞ্চাঙ্গ সাধন সাধকের পক্ষে সুখাবহ। মহাভিষেক সম্পন্ন হইলে সাধক সর্ব্বপ্রকার কার্য্যসম্পাদনের অধিকার লাভ করে। ৪২

হে দেবি! মহাভিষেক ভিন্ন কখনও মন্ত্র সাধনার কথা চিন্তাও করিবে

শরৎকালে মহাদেবি কর্ত্তব্যং মন্ত্রচিন্তনম্ ।
নবম্যান্তু সমারভ্য যাবচ্চ নবমী ভবেৎ ॥ ৪৪
তাবজ্জপঃ প্রকর্ত্তব্যঃ পুরশ্চরণমিষ্যতে ।
চতুর্থ্যান্তু সমারভ্য যাবচ্চ নবমী ভবেৎ ॥ ৪৫
তাবজ্জপঃ প্রকর্ত্তব্যঃ স খণ্ডঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ।
সপ্তম্যান্তু সমারভ্য যাবচ্চ নবমী ভবেৎ ॥ ৪৬
[অষ্টম্যান্তু সমারভ্য যাবচ্চ নবমী ভবেৎ[১] ।]
তাবজ্জপাদিকং কুর্য্যাৎ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪৭
শুভকালে সমারভ্য মন্ত্রসাধনমাচরেৎ ।
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে চৈব কর্ত্তব্যং মন্ত্রচিন্তনম্ ॥ ৪৮
গ্রাসাদ্বিমুক্তিপর্য্যন্তং জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ ।
সূর্য্যোদয়ং সমারভ্য যাবৎ সূর্য্যোদয়ং ভবেৎ[২] ॥ ৪৯
তাবজ্জপং প্রকুর্ব্বীত সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে ।
সূর্য্যোদয়ং সমারভ্য যাবদস্তো ভবেৎ পুনঃ ॥ ৫০

না। সুতরাং সাধক সর্ব্বপ্রযত্নে মহাভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করাইবে অর্থাৎ গুরুর নিকট হইতে মহাভিষেক গ্রহণ করিবে। ৪৩

হে দেবি! শরৎকালে মন্ত্রের পুরশ্চরণ কার্য্য করিবে। এক নবমী হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী নবমী তিথি পর্য্যন্ত ক্রমাগত মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। ইহাকে পুরশ্চরণ বলা হয়। ৪৪

চতুর্থী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী নবমী তিথি পর্য্যন্ত ক্রমাগত জপকে খণ্ডজপ নামে অভিহিত করা হয়। সপ্তমী তিথি হইতে [পাঠান্তর মতে সপ্তমী বা অষ্টমী তিথি হইতে] আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী নবমী তিথি পর্য্যন্ত ক্রমাগত জপ দ্বারা পুরশ্চরণ করিলে সর্ব্বকামার্থ সিদ্ধি হয়। ৪৫-৪৭

সর্ব্বদা শুভকালে মন্ত্রের পুরশ্চরণ সম্পাদন করিবে। চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ কালে মন্ত্রজপ করিয়া গ্রহণ-পুরশ্চরণ করিবে। ৪৮

গ্রহণের আরম্ভকাল হইতে গ্রহণ-মুক্তি পর্য্যন্ত অনন্যমনা হইয়া মন্ত্র জপ করিবে। ইহাই গ্রহণ পুরশ্চরণ। একদিবস সূর্য্যোদয়কাল হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী দিবস সূর্য্যোদয়কাল পর্য্যন্ত জপদ্বারা পুরশ্চরণ করিলে সর্ব্ব--

---

১। এই (ছত্রটি) কেবলমাত্র একটি পুঁথিতে আছে। ২। সূর্য্যাস্তরং ভবেৎ।

তাবজ্জপং প্রকুর্ব্বীত মন্ত্রসাধনমাচরেৎ[১]।
চন্দ্রোদয়ং সমারভ্য যাবচ্চন্দ্রান্তরং ভবেৎ ॥ ৫১
তাবজ্জপং প্রকুর্ব্বীত মন্ত্রসাধনমাচরেৎ।
রাত্রৌ তাম্বূলপূরাস্যো জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ ॥ ৫২
হবিষ্যাশী জপেল্লক্ষং দিবা চৈব[২] সুরেশ্বরি।
রহস্যঞ্চ মহেশানি কলৌ পূর্ণফলপ্রদম্ ॥ ৫৩
শক্তিং গৃহীত্বা দেবেশি জপং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।
রহস্যং কথিতং দেবি ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্ ॥ ৫৪
শোধনং শক্তিমন্ত্রেণ শক্তেশ্চৈব মহেশ্বরি।
সময়াঞ্চ গৃহীত্বাদৌ জপং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ ॥ ৫৫

ইতি কুব্জিকাতন্ত্রে পার্ব্বতী-পরমেশ্বর-সংবাদে নবমঃ পটলঃ ॥

॥ গ্রন্থঃ সমাপ্তঃ ॥

কামার্থ সিদ্ধি লাভ হয়। সূর্য্যোদয় কাল হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত জপ করিয়া মন্ত্রের পুরশ্চরণ সাধন করিবে। অথবা চন্দ্রের উদয়কাল হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দ্রের অস্তগমনকাল পর্য্যন্ত ক্রমাগত মন্ত্রজপ করিয়া মন্ত্রের পুরশ্চরণ করিবে। সাধক রাত্রিকালে তাম্বূলপূর্ণমুখে অনন্যচিত্ত হইয়া জপ করিতে থাকিবে। ৪৯-৫২

হে সুরেশ্বরি! দিবাভাগে হবিষ্যাশী হইয়া একলক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। হে মহেশানি! কলিতে এই সকল গুপ্ত অনুষ্ঠান পূর্ণফল প্রদান করে। ৫৩

হে দেবেশি! সাধক শক্তি গ্রহণ করিয়া সমাহিতচিত্তে জপ করিতে থাকিবে। হে দেবি! তোমাকে ত্রিলোক-দুর্লভ রহস্য বলিলাম। ৫৪

হে মহেশ্বরি! যে শক্তিকে গ্রহণ করিয়া জপ করিবে, তাহাকে সর্ব্বাগ্রে শক্তিমন্ত্র দ্বারা শোধন করিবে। তৎপর সময়াচার পদ্ধতি অনুসারে জপ করিবে। ৫৫

ইতি কুব্জিকাতন্ত্রে পার্ব্বতী-পরমেশ্বর-সংবাদে নবম পটল সমাপ্ত।

গ্রন্থ সমাপ্ত।

১। এই পঙ্‌ক্তি এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী পঙ্‌ক্তি—এই দুইপঙ্‌ক্তি কেবলমাত্র একখানা পুঁথিতে আছে। ২। নক্তঞ্চৈব।

॥ নবভারত তন্ত্রপ্রকাশ গ্রন্থমালা ॥

সম্পাদনা চলিতেছে

আগমসার	মহাযোনিতন্ত্র
আনন্দলহরী	সময়াচারতন্ত্র
উড্ডামেশ্বর	পৌষ্করাগম্
উড্ডীশতন্ত্র	ফেৎকারিণীতন্ত্র
উৎপত্তিতন্ত্র	বিশ্বসারতন্ত্র
কঙ্কালমালিনীতন্ত্র	বৃহন্নীলতন্ত্র
কামধেনুতন্ত্র	ভৈরবযামল
কামকলাবিলাস	মন্ত্রার্থাভিধান
কামাখ্যাতন্ত্র	মহাকাল-সংহিতা
কালীতন্ত্রম্	বারাহীতন্ত্র
কালীবিলাসতন্ত্র	মন্ত্রকোষ
কৈলাসতন্ত্র	মৎস্যসূক্ততন্ত্র
কুলার্চ্চনচন্দ্রিকা	মন্ত্রমহোদধি
কুলামৃততন্ত্র	মুণ্ডমালাতন্ত্র
কৌলাবলীতন্ত্র	মুদ্রানিঘণ্টু
গন্ধর্বতন্ত্র	যোগিনীতন্ত্র
গায়ত্রীতন্ত্র	যোগিনীহৃদয়
গৌতমীয়তন্ত্র	যোগতারাবলী
বৃহৎতন্ত্রসার	রুদ্রযামল
তন্ত্ররাজতন্ত্র	শক্তিযামল
বিজ্ঞানভৈরব	বামকেশ্বরতন্ত্র
নিত্যাষোড়শিকার্ণব	শারদাতিলক
শক্তিসঙ্গমতন্ত্র	কুণ্ডলিনীতন্ত্র
নিরুত্তরতন্ত্র	শ্যামারহস্য
নীলতন্ত্র	শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি
নিত্যোৎসব	সনৎকুমারতন্ত্র
যোনিতন্ত্র	ভূতশুদ্ধিতন্ত্র

॥ নবভারত ... গ্রন্থমালা ॥

(মূল সংস্কৃত ... ও বঙ্গানুবাদসহ)

... প্রণীত ॥ ৩০.০০

... চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ॥ ...০০

... সম্পাদিত ॥ ৩০.০০

... সম্পাদিত ॥ ...০০

... সিদ্ধান্তভূষণ ॥ ৩.০০

... ॥ ৪.০০

... সম্পাদিত ॥ ৫.০০

... ৬.০০

... সম্পাদিত ॥ ৪.০০

... বিরচিত ॥ ...০০

... সম্পাদিত ॥ ...০০

... সম্পাদিত ॥ ৫.০০

... সম্পাদিত ॥ ৬.০০

... বেদান্ততীর্থ ॥ ২০.০০

... কুমার তর্কতীর্থ সম্পাদিত ॥ ৭.০০

... শ্রীমৎ ... সম্পাদিত ॥ ৩.০০

... দাস ... সম্পাদিত ॥ ৬.০০

...তন্ত্রম্‌ —

...তন্ত্রম্‌ —

শ্রী... চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

... তন্ত্রসার (...)

(... পাঠান্তর ও বঙ্গানুবাদসহ)

... ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত ও

অধ্যাপক ... শাস্ত্রী কর্তৃক সংশোধিত

প্রাণতোষিণীতন্ত্র (যন্ত্রস্থ)

॥ পুরাণাবলী ॥

দেবীপুরাণ—২৫.০০ ... কালিকাপুরাণ—৩৫.০০

দেবীভাগবত ও ... (যন্ত্রস্থ)

মূল্য : ছয় টাকা